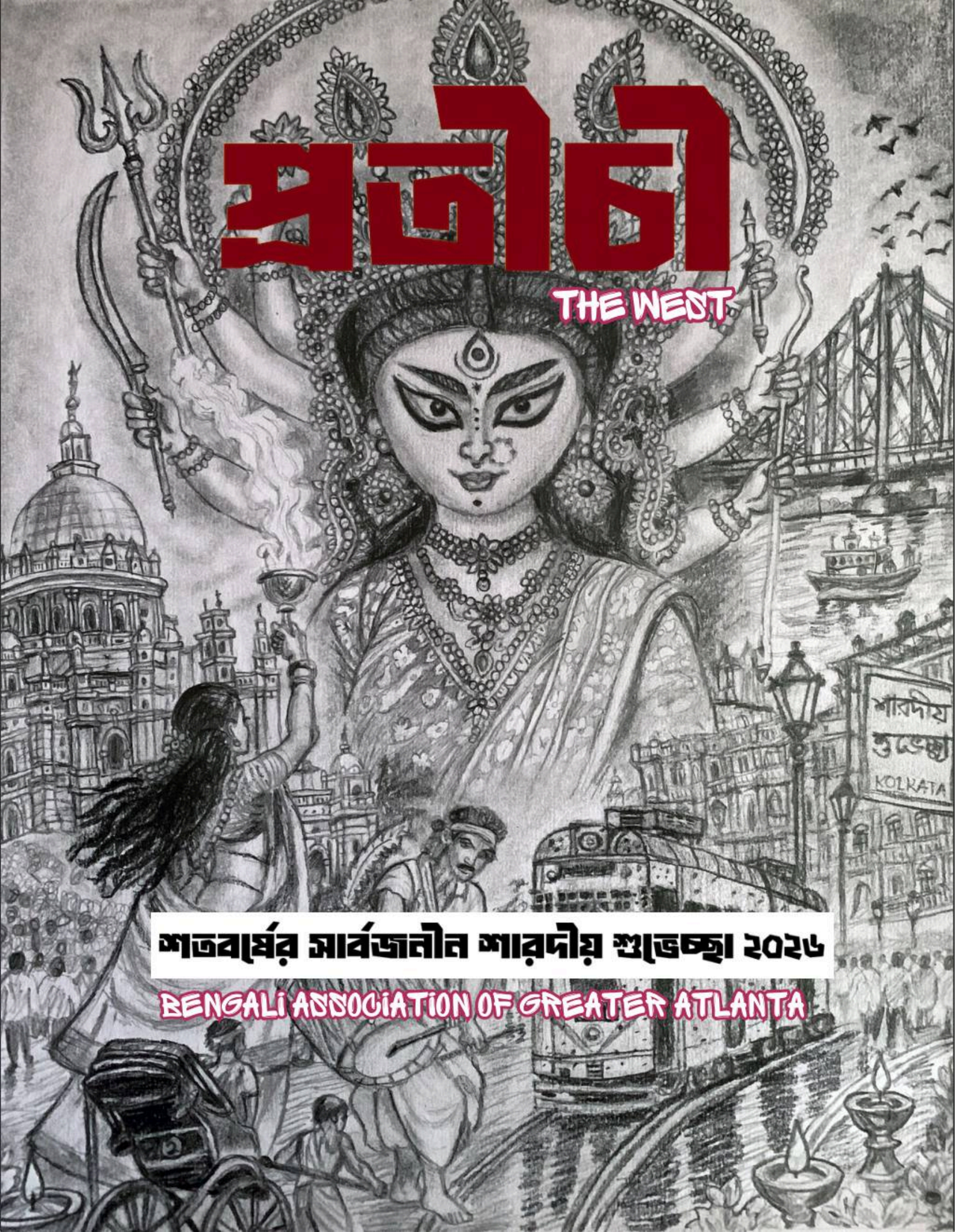

প্রতীচী
THE WEST
শারদীয়
শুভেচ্ছা
KOLKATA
শতবর্ষের সার্বজনীন শারদীয় শুভেচ্ছা ২০২৬
BENGALI ASSOCIATION OF GREATER ATLANTA



Suvidha International Market

Suwanee:
3495 Peachtree Parkway, Ste 105,
Suwanee, GA 300243
770 292 1992

Marietta:
2821 Chastain Meadows Pkwy. NW., Ste 120,
Marietta, GA - 30066
770 419 7112

Alpharetta:
670 N. Main St., #113
Alpharetta, GA - 30004
770 999 9585



Suvidha International Market

International Grocery | Fresh Produce | Frozen Foods | Freshly Made Indian Food | Pooja Samagri | Kitchen Items

Suwanee:
3495 Peachtree Parkway, Ste 105,
Suwanee, GA 300243
770 292 1992

Marietta:
2821 Chastain Meadows Pkwy. NW., Ste 120,
Marietta, GA - 30066
770 419 7112

Alpharetta:
670 N. Main St., #113
Alpharetta, GA - 30004
770 999 9585



- Navigation system
- Automatic temperature control
- Power moonroof
- Wireless phone connectivity
- Auto high-beam headlights
- Speed sensitive wipers
- Perimeter/approach lights

All NEW & USED HONDA/ACURA VEHICLES COME WITH
FREE OIL CHANGES AND TIRE ROTATIONS FOR 10 YEARS
AN EXCLUSIVE OFFER FROM THE CARLAND GROUP - SEE DEALER FOR DETAILS.

LABOR DISCOUNT

20% OFF LABOR
UP TO $500!

Plus tax and any applicable fees. Must present coupon at time of write-up. This offer cannot be used on a service or repair that is already discounted. Speak with an advisor for details. A service fee of 3% of total bill will be added to all credit and debit card charges to offset fees charged by your credit or banking institution. By paying in cash, you can avoid this fee.

FULL SYNTHETIC OIL CHANGE

$49.95
Regular $69.95

Up to 5qts of oil. Honda Vehicles Only. Must present coupon at time of write-up. We reserve the right to confirm coupon and price. Plus tax and shop fees. Cannot combine offers. This offer cannot be used on a service or repair that is already discounted. A service fee of 3% of total bill will be added to all credit and debit card charges to offset fees charged by your credit or banking institution. By paying in cash, you can avoid this fee.

Visit Honda Carland and Carland Service Center to schedule service and additional savings!

HONDA | HondaCarland

Carland
SERVICE CENTER

Honda Carland
11085 Alpharetta Highway, Roswell, GA 30076
Sales Hours: M-Sat 9a-8p • Last Sunday of Every Month 12p-6p
Service & Parts Hours: M-Fri 7a-7p • Sat 7a-5p • Sun Closed
Sales: 470-235-2084 **Service:** 770-998-2327 **Parts:** 770-641-8807
www.HondaCarland.com

Carland Service Center
11300 State Bridge Road, Alpharetta, GA 30022
(678) 624-0050
Store Hours: M-Fri 7a-6p • Sat 7a-5p • Sun Closed
www.CarlandService.com


Indrajit Chowdhury
ইন্দ্রজীত চৌধুরী

PRATICHI 2026

DISCLAIMER

The statements and opinions contained in the advertisements and writings are solely those of the advertisers/authors and do not necessarily reflect those of the editors or the publisher. Images and art used in this magazine have been either legally generated using AI or limited to sourcing public-domain, royalty-free materials from the Internet. BAGA assumes no legal responsibility for copyright infringement around republishing, reprinting, or resale of any originals published in Pratichi; such protective actions remain the sole discretion and responsibility of the participating authors or artists. The appearance of advertisements in this publication is not a warranty, endorsement or approval of the products or services advertised or of their safety. The editors and the publisher disclaim responsibility for any injury to persons or property resulting from any ideas or productions referred to in the articles or advertisements. Moreover, BAGA reserves the discretion and right to accept, or reject any creation submitted with or without cause. BAGA assumes implicit permission for publishing any photograph of the participant or contributor including digital media, unless a written objection is made by the participant or his/her guardians before the publication. BAGA desires to distribute a copy of printed Pratichi to all contributors but can't guarantee that all contributors will receive a copy.

Pratichi Team



রবীন্দ্র চক্রবর্তী
Rabindra Chakrabarty



মালবিকা বোস (নীতা)
Malabika Bose (Nita)



সংযুক্তা রায়
Sanjukta Roy



সজল চট্টোপাধ্যায়
Sajal Chattopadhyay



প্রশান্ত হাজরা
Prosanto Hazra



মৌমি পাঁজা
Moumi Panja



অরিজিৎ সরকার
Arijeet Sarkar

This Year's Creative Cover



সৌরভী সাহা
Sourabhi Saha

CONTENTS

- **PRATHICHI 2026**
  - Editorial - 9
  - President's Message - 10
  - Executive Committee - 12
  - Board of Directors - 14
  - Sports Committee - 16
  - Youth Committee - 19
  - Puja Committee - 21
  - Decoration Team - 22

- **আমন্ত্রিত সাহিত্যিক**
  - আব্বা, মেরে পেয়ারে আব্বা - 26
  - শূন্য - 29
  - সংকেত - 30

- **বাংলা**
  - শতাব্দীর সার্বজনীন - 55
  - দুর্গাপুজো: স্ক্রোল আর সোয়াইপের আগের সেই কলকাতা - 56
  - বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬ ও আটলান্টা - 58
  - হাওয়ায় ভেসে ভেসে - 60
  - ছেড়ে কলকেতা বন - 61
  - সেই রাতে - 64
  - ঘরে ফেরা - 66
  - একুশ শতকের কবিতা - 68
  - সীমারেখার ওপারে : শিখণ্ডী কাহিনী - 69
  - সারা রাত — এক অভিযোজন - 73
  - ঘর - 76
  - জীবনের সফেন সমুদ্রে, ক্লান্ত দুই প্রাণ: জীবনানন্দ ও ভ্যান গহ্ - 78
  - জোছনা - 81
  - সেই শাড়িটা - 82

CONTENTS

- **ENGLISH**
  - Ten Ways to Build Strong Memory for Exams - 42
  - The Plight of a Boy Mom - 45
  - Memories over Miles - 48
  - The Great Global Circus - 50
  - Thoughts on the Soul, Atman - 53
- **KIDS**
  - Ananya's Diary - 34
  - The Empty Field - 37
  - The Girl Who Seeked - 38
- **ARTS & PHOTOGRAPHY**
  - Arts & Photography - 86

সম্পাদকীয়



বিশ্বব্যাপী ঢাকের আওয়াজে শতবর্ষের সার্বজনীন দুর্গাপুজো

মা দুর্গার ঐশ্বরিক আগমন আসন্ন। আমরা নতমস্তকে অধীর একাগ্রতায় মাকে স্বাগত জানাই। মায়ের আলোকিত আবির্ভাবে যেন অশান্ত পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান হয় এবং আমাদের মনে শান্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাস ফিরে আসে।

এই বছরটি অত্যন্ত ঐতিহাসিক। আঠারো শতকে ধনী জমিদার এবং অভিজাত পরিবারগুলি রাজবাড়ির ভেতরে জাঁকজমকের সঙ্গে দুর্গাপুজোর আয়োজন করতেন, যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। রাজবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বা ঠাকুরদালানে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হতেন ব্রিটিশ কর্মকর্তা, উচ্চবিত্ত বাঙালি, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। ১৭৯০ সালে গুপ্তি পাড়ায় বারোজন বন্ধু মিলে চাঁদা সংগ্রহ করে প্রথম বারো-ইয়ারি, অর্থাৎ বারোয়ারি পূজার আয়োজন করেন।

উনিশ শতকে এই বারোয়ারি পুজোর ঢেউ কলকাতায় আসে এবং জনসাধারণের জন্য পুজোর পটভূমি সৃষ্টি হয়। বিংশ শতকের প্রথম দিকে ধর্মোৎসাহিনী সভা, বাগবাজার ইত্যাদি স্থানে প্রথম সার্বজনীন, অর্থাৎ "সবার-জন্য" দুর্গাপুজোর প্রচেষ্টা দেখা যায়।

এই ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গগুলো শেষ পর্যন্ত মুক্তির এবং সমাজ চেতনার এক বিশাল অগ্নিতে বিকশিত হয়। ১৯২৬ সালে সিমলা ব্যায়াম সমিতি আয়োজিত দুর্গাপুজোটি ছিল প্রকৃত অর্থে প্রথম সার্বজনীন পূজা, যেখানে সামাজিক বন্ধন ও অস্পৃশ্যতার ভেদাভেদ ভেঙে শ্রেণী, জাত, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষ এই উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন। এই দুর্গা পুজোটি কেবল বাংলাতেই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের বুকেই এক নৈতিক বিপ্লবের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, কারণ এই একই সময়ে মহাত্মা গান্ধী সমাজ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য তীব্রভাবে সামাজিক ও নৈতিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। প্রতিটি মানুষকে তিনি "হরিজন", অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্তান বলে গণ্য করতেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামী অতীন্দ্রনাথ বসু এবং সিমলা ব্যায়াম সমিতির যুবক দল এই পূজাকে স্বদেশী আন্দোলনের মূল কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। স্বয়ং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এই পুজোটির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। দেশমাতৃকা ও মাতৃ মূর্তি এক উপাসনায় মিশে যায় এই সার্বজনীন দুর্গোৎসবে।

আজ সেই সার্বজনীন দুর্গা পুজো মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়েছে। এক শতাব্দী পেরিয়ে আসুন আমরা বিশ্বব্যাপী ঢাকের আওয়াজে এই মহোৎসব পালন করি। এই গুরুত্বপূর্ণ বছরে মা দুর্গা নতুন রূপে, নতুন সাজে "বাগা"-র প্রাঙ্গণ আলোকিত করবেন। পুজোর এই আন্তরিক পরিবেশে আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক নতুন করে অনুভব করি। এই সংগঠনের একটি সামান্য অংশ হতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ — এই সমাজই মহাবিশ্বের একটি ক্ষুদ্র প্রতিফলন। একটি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে রবি ঠাকুরের ভাষায়—
"আকাশভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরাপ্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান।"

এই পুজোর আনন্দে আমরা খুঁজে পাই আমাদের নিজস্ব পরিচয়, আজন্ম পরিচিত আবেগ ও অনুভূতি, যা এখনো অন্তরের মধ্যে সযত্নে লালিত আছে।

আমাদের এই পত্রিকাটি সেই পরিচয়, ভালোবাসা ও অনুভূতির প্রমাণ — কবিতা, গল্প, গদ্য ও শিল্পের মাধ্যমে নতুন করে সেই অনুভূতিকে খোঁজার এক প্রয়াস।

অবশ্যম্ভাবী ত্রুটির জন্য মার্জনা প্রার্থনা করি।

শুভ শারদীয়ার শুভেচ্ছা রইলো।

নীতা বোস

President-এর কলমে



"আনন্দধারা বহিছে ভুবনে" - মা আসছেন। সকালের মিঠে রোদের উঁকিঝুঁকি, নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের আনাগোনা, কাশ ফুলের সারি - প্রকৃতি যেন আপন মনে সাজতে শুরু করেছে। হৃদয় আজ উৎসবমুখর। শরতের এই স্নিগ্ধ আগমনই তো বাঙালির হৃদয়ে বয়ে আনে এক চিরচেনা বার্তা, মা আসছেন।

পৃথিবীর নানা প্রান্তের অগনিত উৎসবপ্রিয় বাঙালির মতো আমরা, Bengali Association of Greater Atlanta (BAGA) র সকলে মেতে উঠেছি আসন্ন দূর্গা পুজোর আয়োজনে। দেশ থেকে বহু দূরে, আটলান্টার এই মাটিতেও আগমনী সুর আজ আমাদের হৃদয়ে অনুরণিত। দুর্গাপুজো আমাদের কাছে শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি আমাদের শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়া। আমাদের স্মৃতি, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভালোবাসা এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে চলা বাঙালিয়ানার এক অনন্য উদযাপন।

এ বছর পুজো আয়োজনের গুরু দায়িত্ব রয়েছে 2026 BAGA Executive committee র ওপর যার সদস্যরা যথাক্রমে, পুষ্পিতা দাস (পুজো ও ভেন্ডর), সঞ্চিতা সাহা (পুজো ও ডেকোরেশন), আকাশলীনা সঈদ (সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান) কৃশানু মাইতি (ডিজিটাল & ভেন্ডর), শান্তনু ভৌমিক (ফুড & লজিস্টিকস), অনুরঞ্জন চৌধুরী (ফুড & লজিস্টিকস), অরিজিৎ সরকার (সেক্রেটারি), স্বরূপ নন্দী (ট্রেজারার) এবং আমি, চৈতালী দে (প্রেসিডেন্ট)। তবে BAGA-র কোনও আয়োজনই কখনও শুধুমাত্র Executive Committee-র আয়োজন নয়। এর প্রতিটি সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক, শুভানুধ্যায়ী এবং BAGA পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের সময়, শ্রম, উৎসাহ ও ভালোবাসাই আমাদের প্রতিটি আয়োজনকে পূর্ণতা দেয়। আমাদের একটাই প্রচেষ্টা, পুজোর দিনগুলোতে সকলে মিলে যেন একসঙ্গে আনন্দ করি, উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে উঠি এবং ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করি।
ফিরে দেখা

দুর্গা পুজোর প্রাক্কালে উপনীত হয়ে একবার ফিরে দেখার চেষ্টা করি আমাদের এপর্যন্ত সারা বছরের কার্যক্রম। বছর শুরু হয়েছিল যথাক্রমে বাগ্দেবীর আরাধনার মধ্যে দিয়ে। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করেও আমরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছি সরস্বতীপুজো। পুজোর আগের রাত থেকেই শুরু হয়েছিল আমাদের উৎসব! তাঁবু খাটিয়ে এক্সিকিউটিভ কমিটি আর বাগার কাজে নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবকেরা একসাথে হুল্লোড়ে মেতে উঠে খিচুড়ি, লাবড়া, ইলিশ মাছ ভাজা, চাটনি আর মিষ্টি বানানো হলো। সে এক হৈহৈ ব্যাপার। পরদিন ধূপের সুগন্ধ, প্রসাদ গ্রহণ, ছোট্ট ছোট্ট হাতে হাতেখড়ি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে সরস্বতীপুজো হয়ে উঠেছিল বছরের এক সুন্দর ও শুভ সূচনা।

আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল BAGA Sanskriti Mela। এ বছর BAGA মেলায় প্রথমবারের মতো আমরা ৩০টিরও বেশি নানা ভাষাভাষী ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেছি। আমাদের সুদক্ষ Cultural Team এই বিপুল আয়োজনকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে, নির্ধারিত সময়সূচি মেনে সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। মেলায় যে বিষয়টিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলাম, তা হল নতুন কিছু করার সাহস এবং প্রতিভাকে সামনে নিয়ে আসার সুযোগ তৈরি করা। এই বছর প্রথমবারের মতো আমরা আয়োজন করেছিলাম BAGA Singing Sensation প্রতিযোগিতা। সঙ্গীতের মঞ্চে নতুন প্রতিভাদের খুঁজে পাওয়ার সেই উদ্যোগ সবার ভালোবাসা পেয়েছিল। সেই সাফল্য থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে এ বছর আমরা নিয়েছিলাম আরও একটি নতুন উদ্যোগ, BAGA Dancing Sensation। নাচের ছন্দে, গানের সুরে, নতুন প্রজন্মের প্রতিভায় BAGA-র মঞ্চ হয়ে উঠেছিল আরও প্রাণবন্ত।

তবে বলতে গেলে, এ বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর BAGA যেন সমার্থক! অনুষ্ঠানে ঝড়-বৃষ্টি-দুর্যোগ আমাদের সঙ্গী হয়েছে। Picnic-ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু দুর্যোগ যতই আসুক, ভুরিভোজে কোনও খামতি পড়েনি! মাথায় বৃষ্টির জল, একদিকে ঝড়-ঝঞ্ঝা, আর অন্যদিকে উনুনে গনগনে আগুন। এইভাবেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবাই মিলে কাজ করে গিয়েছি। আর শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিকূলতার মধ্যেই জমে উঠেছিল আমাদের কচি পাঁঠার ঝোল আর পোলাও! সত্যিই, দুর্যোগকে হারিয়ে একসঙ্গে কাজ সম্পূর্ণ করার আর এক নাম যেন BAGA।

Durgotsob (দুর্গোৎসব)

বছরের সবচেয়ে প্রতীক্ষিত আয়োজন শারদোৎসব, যার সূচনা মহালয়ার মধ্য দিয়ে। নতুন মাতৃমূর্তির আগমনে এ বছরের পুজো আরও আনন্দময়, আরও আলোকিত। মায়ের আগমনকে সুরে-সুরে বরণ করে নিতে এবারের মহালয়ায় আমরা আয়োজন করেছিলাম বিশেষ আগমনী অনুষ্ঠান। মায়ের আগমনের সেই আবাহন, সুরের মূর্ছনা আর সবার সম্মিলিত ভালোবাসায় আমাদের পুজোর সূচনা হয়ে উঠেছিল এক অনন্য অনুভূতি।

১৬ই অক্টোবর থেকে ১৮ই অক্টোবর, তিন দিন ধরে BAGA-র দুর্গাপুজো। এই পুজো শুধুমাত্র আটলান্টাবাসীর পুজো নয়। নানা শহর থেকে বাঙালিরা ছুটে আসেন আটলান্টায়, এই কয়েকটি দিন BAGA-র দুর্গোৎসবের আনন্দে প্রাণ ভাসিয়ে উৎসবের আবহে মেতে উঠতে। এবারের পুজোয় তিন দিনে BAGA-র মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন চারজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সঙ্গীতশিল্পী।এই পুজোর আকর্ষণ যেমন আন্তর্জাতিক শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা, তেমনই আরেকটি বড় আকর্ষণ অবশ্যই BAGA-র নিজস্ব প্রতিভাদের নিয়ে সাজানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাঙালির চিরচেনা খাওয়াদাওয়া, আড্ডা, মিলনমেলা, আর সর্বোপরি BAGA-র নিজস্ব পুজোর আমেজ। আটলান্টার মাটিতে দাঁড়িয়েও যেন কয়েকটি দিনের জন্য ফিরে পাওয়া যায় বাংলার সেই চেনা দুর্গোৎসবের অনুভূতি।

BAGA Executive Committee-র সদস্যরা জোর কদমে নেমে পড়েছে পুজোকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার কাজে। কোন দিন খাবারের পাতে কী মেনু থাকবে, vendor-দের কীভাবে আপ্যায়ন করা হবে, সঙ্গীতশিল্পীদের কখন, কীভাবে এবং কে বা কারা নিয়ে আসবে, -এসব নিয়েও চলেছে এক মহাযজ্ঞ!

তবে বাকিরাও কিন্তু একেবারে চুপ করে বসে নেই। তাঁদের ব্যস্ততাও কম কিসে! কে কোন দিন কোন শাড়ির সঙ্গে কী matching করবেন, সেই নিয়েও চলছে মহা-পরিকল্পনা, আলোচনা আর প্রস্তুতি!

অবশেষে পুজো এসেই গেল।

সবার মতো আমরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি এই কয়েকটি দিনকে সুন্দর, আনন্দময় ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য।

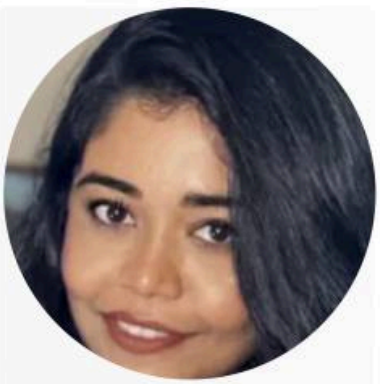
মায়ের কাছে একটাই প্রার্থনা...
মা, তোমার আশীর্বাদে আমাদের এই আয়োজন সফল হোক, সকলের আনন্দে ভরে উঠুক BAGA-র দুর্গোৎসব, আর তোমার আগমনে সবার জীবন হয়ে উঠুক শান্তি, সুখ ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।

Chaitali De
2026 BCC EC President

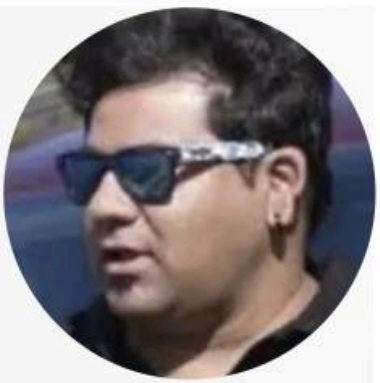
EXECUTIVE COMMITTEE



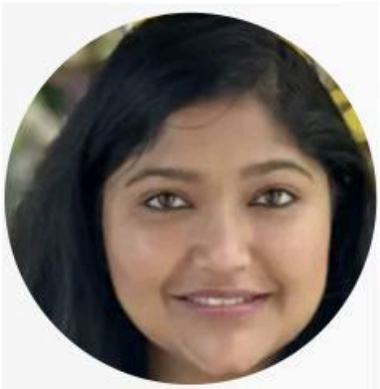
CHAITALI
PRESIDENT



AKASHLINA
VICE PRESIDENT



ANURANJAN
VICE PRESIDENT



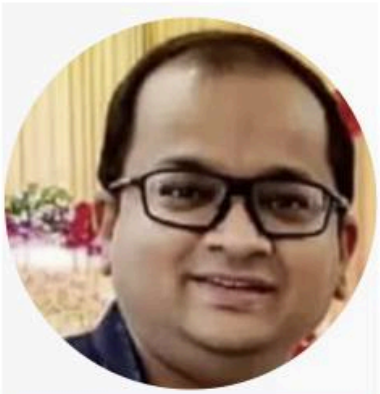
PUSHPITA
VICE PRESIDENT



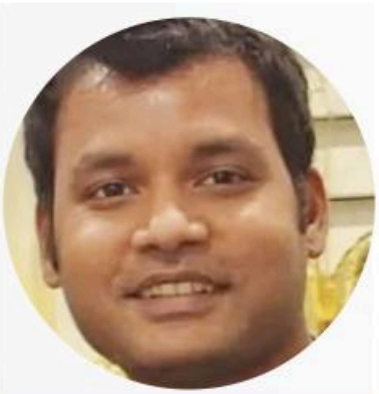
SANCHITA
VICE PRESIDENT



SHANTANU
VICE PRESIDENT



ARIJEET
SECRETARY



KRISHANU
VICE PRESIDENT



SWARUP
TREASURER

INFORMATION ABOUT PAST EXECUTIVE COMMITTE CAN BE FOUND ON: WWW.BAGA.NET


BAGA
2026
নবীনবরণ












RS OF SPACE EXPLORATION





















Message from the Board of Directors

Dear BAGA members, families, and friends,

With heartfelt joy and gratitude, we extend our Durga Puja greetings to each of you. This auspicious season invites us to pause and reflect on the enduring beauty of our traditions and the bonds that continue to unite our community. This year's celebrations are made especially meaningful by the arrival of the new Protima, made possible through the generosity of our members. To all the donors, we offer our deepest thanks. Your kindness has helped preserve something truly sacred and has enriched this cherished observance for all of us.

We are also delighted by the revival of our BAGA Bangla class for young children, now further strengthened by "Kishalay". This inspiring effort reflects our shared commitment to nurturing language, culture, and identity in the next generation. We are deeply grateful to the members whose initiative and dedication made it possible.

Together, these milestones speak to the fullness of BAGA's community life. From young children to youth, from sports to cultural activities, from religious observances to meaningful engagements, and through "Protichi", our annual literary magazine, BAGA offers a rare and vibrant space for all. This breadth of activity has been made possible by our committed and enthusiastic members, whose energy and devotion continue to shape our journey.

May the blessings of Maa Durga bring peace, prosperity, health, and happiness to all.

Subho Sharodiya!
On behalf of the Board of Directors

Partha Mukherjee
Chairperson

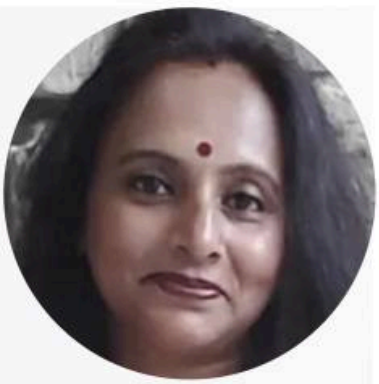
BOARD OF DIRECTORS



PARTHA
CHAIRPERSON



AVRO
SECRETARY



JOYSHREE
DIRECTOR & ELECTION OFFICIAL



SOMNATH
TREASURER



SUBROTO
DIRECTOR & ELECTION OFFICIAL



MAUSUMI
DIRECTOR & ELECTION OFFICIAL



DIPANKAR
DIRECTOR & ELECTION OFFICIAL

BAGA Sports Committee

Raising the Bar, Expanding the Game

For the BAGA Sports Committee (BSC), 2026 has been a year of bigger experiences, new beginnings, and an ever-growing sporting spirit within our community. What started as an effort to bring members together through sports has continued to evolve into a vibrant platform where competition, friendship, fitness, and community come together.
This year, BSC has focused not simply on organizing tournaments, but on elevating the overall sporting experience. From taking cricket and soccer under the lights to introducing an entirely new sport to the BAGA calendar, 2026 represents another exciting chapter in our journey.

A Year of Milestones

One of the defining themes of 2026 has been our commitment to keep raising the bar. Both the BAGA Premier League Cricket Tournament and the BAGA Soccer Tournament were played under the lights this year, creating an exciting new atmosphere for players and spectators alike. Evening games brought a different energy to the field and marked an important milestone in the continued evolution of BAGA sports.

At the same time, BSC continues to broaden the opportunities available to our members. December 2026 will see the introduction of BAGA's first-ever Pickleball Tournament, adding one of the fastest-growing sports to our sporting calendar. This is a significant milestone for BSC as we continue to introduce new formats and activities that appeal to different age groups, interests, and skill levels across the community.

BAGA Premier League Cricket Tournament 2026

Cricket remains one of the marquee sporting events within the BAGA community, and BPL 2026 took the experience to another level by bringing the tournament under the lights.The evening setting added a new dimension to the competition, creating an energetic atmosphere for players, families, and supporters. Competitive cricket, spirited rivalries, teamwork, and community participation once again came together to make BPL one of the highlights of the BAGA sporting calendar.With each passing year, the tournament continues to strengthen its identity and establish itself as a much-anticipated event within the wider cricketing community.

BAGA Soccer Tournament 2026

Building on the success and excitement of last year's tournament, BAGA Soccer 2026 continued the tradition of playing under the lights while taking the on-field experience to the next level. This year, BSC introduced larger goals and expanded field dimensions, creating a more open, dynamic style of play and giving teams greater opportunities to showcase their skill, strategy, and teamwork.

BAGA Badminton Tournament 2026

The BAGA Badminton Tournament continued its tradition of bringing together players for an exciting combination of competition and camaraderie. With participants competing across multiple categories, the tournament provided opportunities for players of varying skill levels to challenge themselves while enjoying the community spirit that has become synonymous with BAGA sports.
The continued enthusiasm around badminton demonstrates the diversity of sporting interests within our community and reinforces BSC's commitment to providing opportunities beyond traditional team sports.

BAGA Table Tennis Tournament 2026

The BAGA Table Tennis Tournament 2026 is set to return this September, this time at an exciting new facility, bringing a fresh setting and renewed energy to one of BSC's one of the most popular sporting events.

BAGA Run 2026 – Building on a Community Favorite

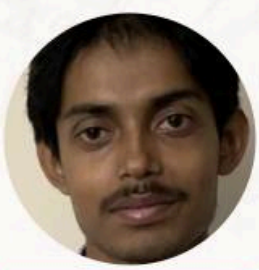
One of the most exciting additions to the BAGA calendar in 2025 was the inaugural BAGA Community Run. The overwhelming participation and enthusiasm from the community made the first edition a tremendous success and demonstrated how strongly an event centered on health, family, and togetherness could resonate across generations.Following that success, the BAGA Run (Miles of Smile) returns in November 2026, with the goal of making it an even bigger community celebration.

Pickleball Arrives at BAGA

BSC will close the 2026 sporting calendar with an exciting first. December 2026 will mark the inaugural BAGA Pickleball Tournament, introducing a completely new competition to our community. With pickleball's rapidly growing popularity and its accessibility across different ages and skill levels, we believe it is a natural addition to the BAGA sports portfolio.The introduction of pickleball also represents an important part of BSC's vision—to continue evolving with our community, explore new sporting experiences, and create more opportunities for members to participate, compete, and connect.

Thanks,
Saurav on behalf of BSC 2025-26


SAURAV


BAISHAMPAYAN


SHOUMADIP


ASIT


ARABINDA




ABC

ABC

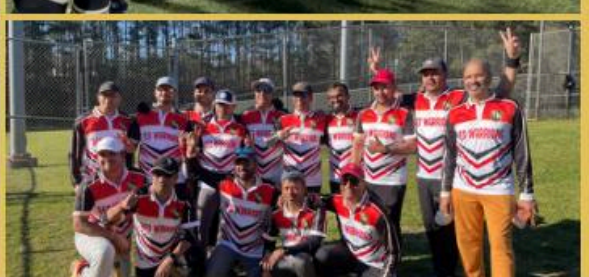




SAURAV
10







BAGA Youth Committee

A Year of Service, Learning & Community Dedication

The BAGA Youth Committee (BYC 2026) came together this year with creativity, teamwork, and a strong commitment to community service. With support from our mentors, parents, and the entire BAGA community, every initiative became meaningful and helped us grow as a team. We began the year with Saraswati Puja, which set the tone for twelve months filled with learning and service. During Saraswati Puja, BYC members took part in a team-building workshop where we learned to make handmade soaps and candles. These creations later became the heart of our fundraising stall at the event, where volunteers sold them alongside delicious food prepared by parents and freshly baked goods donated by community families. The stall's success was a direct result of the generosity and hard work of all our parents.

At the BAGA Mela, BYC members set up a bright and cheerful stall filled with plants, books, handmade jewelry, and fun games for kids. Families stopped by throughout the day, and the stall quickly became one of the happiest spots at the event. One of the biggest highlights of the year was our CPR training session. Many BYC members participated, and learning this life-saving skill gave us confidence while reminding us how important it is to be prepared to help others.

Community service stayed at the center of everything we did. At the BAGA Soccer Club, youth volunteers sold food made by parents to raise money for charity. Partnering with Food4Lives, BYC members helped donate meals to homeless individuals, an experience that touched all of us. The BYC also successfully organized the Red Cross Blood Donation Drive! Thanks to the generosity of our BAGA community members and external donors, we collected 50 units of blood and plasma, helping save up to 150 lives. A heartfelt thank you to everyone who stepped up to donate and support this life-saving cause! The committee also contributed to Home for Hope, offering support to families in need. During the Cricket Tournament, BYC volunteers helped with coordination and food sales, again prepared by parents, to support charitable causes.

One of the most meaningful projects this year was Spread the Vision, an initiative to collect and donate used eyeglasses to remote parts of India where many people cannot afford a pair. Every donated pair reached someone who needed it, improving their daily life in a simple but powerful way. We also worked with MedShare, helping recover unused medical supplies so they could be redistributed to clinics that lack basic resources. By partnering with hospitals, manufacturers, and distributors, MedShare recovers high-quality surplus medical supplies and redistributes them to under-resourced healthcare facilities worldwide.

As we look forward to BAGA Durga Puja, BYC is excited for more opportunities to serve, learn, and grow. This year has shown how much can be achieved through teamwork, leadership, and community spirit. We are also proud that 50 donors from the community and beyond supported our efforts, helping us grow our impact.

Rishabh Singh

BAGA YOUTH COMMITTEE

A Year of Service

2026

Learning, giving back and growing together — moments from BYC 2026.



ATLANTA COMMUNITY FOOD BANK


PACKING FOOD BOXES

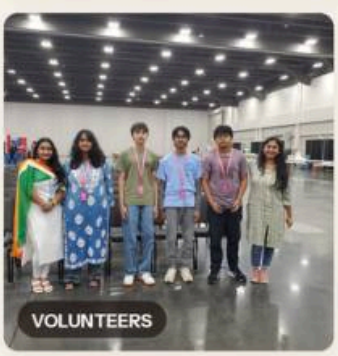





FOOD4LIVES MEAL DRIVE


JEWELRY WORKSHOP


FOOD STALL


VOLUNTEERS




CPR TRAINING

6,112
LBS OF FOOD PACKED

5,093
MEALS PROVIDED

50
UNITS OF BLOOD COLLECTED

Puja Committee

The members of the Bengali Association of Greater Atlanta Puja Committee - Soma De, Mala Basu, Debjani Purkayastha, and Chandra Roy have been committed to upholding the tradition of BAGA and conducting puja ceremonies, including Saraswati Puja, Mahalaya, Durga Puja, Laxmi Puja, and Kali Puja, throughout the year. They have been admirably helped by volunteers Anuva Goswami, Amrita Kumar, Devi Banerjee, Barnali Nandy, Somdutta Mondal, Suvarthi Bhol, Sutapa Majhi, Sangita Sarker Dutta, Subarna Chandra, and Papiya Dutta. The Committee strives to maintain the time-honored Puja rituals and protocol under the excellent direction of our dedicated priest, Ayan Banerjee. The committee welcomes everyone and looks forward to a successful and joyful celebration of the Puja festival in 2026, in accordance with our tradition.



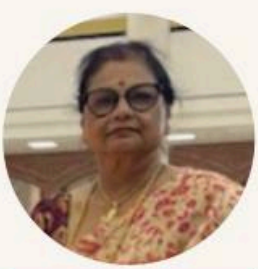
DEBJANI



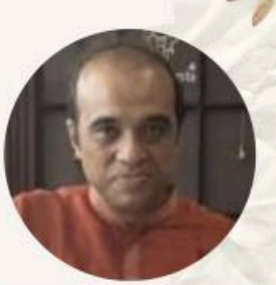
CHANDRA



SOMA



MALA



AYAN



Our Puja Decoration Crew

Upsana Sarkar

We come with ladders,
Lights, laughter and cheer,
And somehow, every year, the Puja gets here!
With creativity, chaos, hard work and fun,
We somehow get everything beautifully done!

Banti, energetic, strong and full of delight,
Keeps us well-fed through every long night.
With yummy food arriving in generous supply,
Our motivation mysteriously starts to rise!

Mousam, our lumberjack, the newest in the crew,
Funny, hardworking, and ready to do.
He joined the madness and fit right in—
Another pair of hands, another grin!

Nandini, our music lady, keeps the rhythm alive,
With speakers and songs,
She makes the whole team thrive.
When energy drops and we're ready to quit,
She turns up the music—and we're back at it!

Purba thorough, dedicated and true,
Will work until every last little thing is through.
She may be slow but one thing we know:
Even if nobody comes, Purba will show!

Rito, our athlete, guitarist and piano man,
Joined the lumberjack crew whenever he can.
Married to Suchi, our baker extraordinaire,
He brings strength, rhythm and musical flair.
From lifting and hauling to chopping with might,
He's equally happy with a guitar at night!

Sanchita works hard with energy to spare,
If something is lost—or needs cleaning—
She's there!
The garage may look like a disaster zone,
But she'll find what's missing before you've even known!

Sonjukta, gorgeous, talented, graceful and wise,
Brings experience, insight—and sparkle to our eyes.
Our senior-most member, with wisdom to share,
She guides the team with thoughtful care.
And when the hard work is finally done for the day,
Put on Shaan or Shahrukh Khan—
And watch her light up right away!

Suchi, calm, quiet, committed and sweet,
Our wonderful baker
With something delicious to eat.
Her cakes appear and suddenly we're all okay—
A little sugar makes hard work feel like play!

Surajit, lean, calm, creative and cool,
Plays along with every joke and every rule.
A broken leg from soccer?
That couldn't make him stay—
He still showed up to help us anyway!

Susmita, sincere, calm and easy-going,
The kind of teammate everyone loves knowing.
Whatever the task, whatever the plan,
You can always count on her—she's our woman!

Upasana, cool, friendly and always on guard,
Has one important job that isn't too hard:
She brings mosquito repellent to keep us all safe,
And protects the whole team from every flying menace we face!

Samrat, our genius, creative and bright,
Leads the whole team and makes everything right.
He loves his food and his looks? Couldn't care less
And mosquitoes avoid him...
no hormones, we guess!

And then there's Mamon, not officially on the team,
Yet without her support, this wouldn't be the dream.
Busy as she is, she still makes sure we're okay—
Quietly caring for everyone along the way.

So here's to our crazy, committed crew,
To everything we make and everything we do.
With laughter, hard work, food, music and light—
We decorate together, and somehow... get it right!



KUNNATHA INJURY LAWYERS

BOUTIQUE LAW FIRM FOR THE SERIOUSLY INJURED

FREE CONSULTATION/CASE EVALUATION
ATLANTA: 404-633-4200 • CHICAGO: 312-757-4700
No fees until we collect compensation for you



Salu K. Kunnatha

EXPERIENCE.
PERSONAL ATTENTION.
RESULTS.



Reena Emmanuel
(Admitted in GA & IL)

PERSONAL INJURY LAWYERS WITH THE EXPERIENCE YOU NEED TO GET THE COMPENSATION YOU DESERVE

PRACTICE AREAS

- CAR CRASH
- COMMERCIAL & SEMI TRUCK CRASH
- PEDESTRIAN ACCIDENTS
- WRONGFUL DEATH
- SLIP & FALL
- NEGLIGENT SECURITY
- PRODUCT DEFECTS
- DOG BITES

We accept consultations in person, by zoom/ virtually, and phone.

We speak English, Malayalam, and Spanish.

CONTACT US

Millions recovered for our clients each year!

LAW OFFICE OF SALU K. KUNNATHA, P.C.

2200 Century Pkwy NE, Suite 980, Atlanta, GA 30345

404-633-4200

www.kunnathalaw.com

Vedic ABA

DURGA PUJA TOGETHER
CELEBRATE WITH US!



Wish you a happy and prosperous Durga Puja.

Oyindrila Basu
(MA, BCBA, LBA)

Exceptional ABA Therapy Services Rooted in Care

www.vedicaba.com

Phone: 4704033448
Email: info@vedicaba.com

Office Locations: Alpharetta, Johns Creek, Suwanee, Suwaniel, Sugarhill, Duluth, Dacula & and other locations.

Medicare Open Enrollment Begins Oct 7th and Obamacare Open Enrollment Begins Nov 1st.

Many Changes Are Coming!

Our Insurance services come to you at NO EXTRA COST so Why Not Use Our Expertise?

At Medrates, our focus will be on helping you find affordable health insurance including:

- Obamacare Plans
- Catastrophic Health Plans
- Medicare Plans
- Long Term Care Solutions
- Life Insurance Retirement Plans

Visit our new website at www.Medrates.net for educational videos and quotes.





Rajesh Jyotishi
(770) 884-8175
RJ@ShalinFinancial.com



Pari Jyotishi
(678) 335-1143
Pari@ShalinFinancial.com

Med-Rates
Affordable Healthcare Solutions

Securities offered through Dempsey Lord Smith, LLC Member FINRA/SIPC
Advisory services offered through Dempsey Lord Smith, LLC



আব্বা, মেরে পেয়ারে আব্বা

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

' আব্বা! ও আব্বা! শুনছ, তোমার বেটা কিন্তু যুদ্ধ চায়নি।'

' ঝুট বাত। তুমি ভাবলে বাবা তোমায় সিংহাসন দেবেও না, বেফালতু কামকাজ চাপিয়ে দিয়েছে। একবারও ভাবলে না, আমি তোমাকে সবচেয়ে পেয়ার করি। তোমায় স্বাধীন নবাব নাজিম করে বসিয়েছি আলাপসিংয়ের তখতে।'

' সে তো তুমি করেছ ছোটি আম্মা মীরা বাইয়ের পরামর্শে। যাতে আমি ফিরোজাবাদ থেকে অনেক দূরে থাকি, যাতে সে আমার ছোট সতেলা ভাইকে তোমার ইন্তেকাল হওয়ার পরে বাঙলার মসনদে বসাতে পারে। এটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে আব্বাজান।'

' না বেটা, তুমি আমাকে গলত বুঝেছ। আমি তোমাকে বসিয়ে ছিলাম যাতে তুমি সুলতানাত কী করে চালাতে হয়, সেটা শিখতে পার। কিন্তু তুমি আমার উপর ভরোসা রাখতে পারলে না, চলে এলে আমার সঙ্গে পাঙ্গা নিতে।'

' না আব্বা, না! তুমি নিজেও জান না, তুমি এখন ছোটি আম্মার হাতের পুতলা। তুমি এখন বুড্ডা হয়ে গেছ, তোমার কোনও ক্ষমতা নেই আব্বাজান।'

'খামোশ! মুখ সামলে কথা বলো আজম। শের বুড্ডা হলেও সে শের। তুমি এতটাই বেইমান আওলাদ যে, একবার এসে বললে না, আব্বা, আমি মসনদে বসতে চাই। আমি তোমায় শাহজাদা বানালে কার এত বড় সাহস ছিল তাকে টক্কর দেয়।'

' না আব্বা, এসব কথা এখন বলছ। তোমায় আমি বলিনি, কীভাবে আমাকে খতম করার মতলব এঁটেছে তোমার পেয়ারি ছোটি বেগম! তুমি কিছু ব্যবস্থা নিয়েছ? তাকে সবক শিখিয়েছ?

আমার কোনও উপায় ছিল না আব্বাজান। একবার নয়, বারবার আমি বেঁচে গেছি ইনশাল্লাহ। আগের বার যখন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, তখন কী হয়েছিল, ভুলে গেছ আব্বা? ঘোড়ায় চেপে একা বেরিয়েছিলাম গাঙে চান করতে। সাঁতার কাটতে কাটতে অনেকটা দূরে চলে গেছি, আচানক দেখি চারটে আদমি! সাঁতরে আমার দিকেই আসছে।'

'ওসব তোমার মন গড়া কথা, ঝুট ইলজাম। তবু বলো, শুনি।'

'জি আব্বা। ওরা আমায় ঘিরে ধরল। ততক্ষণে বুঝে গেছি, আমায় চুবিয়ে মারতে ওরা এসেছে। আমি একা, ওদের সঙ্গে কিছুতেই পারব না! অমনি পানির মধ্যে আমি ডুব দিয়েছি। শামসুল চাচা আমায় শিখিয়ে ছিল কীভাবে অনেক গভীর পানিতে ডুবে যাওয়া যায়, কীভাবে দম বন্ধ করে অনেকক্ষণ থাকা যায়। ওই শিক্ষাই আমায় সেবার বাঁচিয়ে দিল। ওরা ধরতে পারেনি। শুধু তো এ ঘটনা নয় --

'আগেও একবার রাতের আন্ধেরায় প্রাসাদের ফুল বাগিচায় ঘুরছিলাম। মুখোশ পরা কয়েকটা বদমাশ আমার উপর হামলা করেছিল। এরা সব ছোট মা'র আদমি। তোমায় কতবার বলেছি, তুমি আমার কথা একিন করোনি। নইলে কি আমি আপনা ঘর ছেড়ে অত দূরে চলে যেতাম আব্বা! তোমার ছোটি বেগম যখন দেখল, খুন করতে পারছে না, সে অন্দরমহলের বাঁদীদের সোনার মোহর দিয়ে হাত করল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, আচানক নিদ ভেঙে দেখি, দুই বাঁদী হাতে ছুরি নিয়ে বিস্তারায় উঠে পড়েছে। আমি দুজনকে চেপে ধরতে ওরা স্বীকার গেল, ওদের বেগম পাঠিয়েছিল আমায় অন্ধা করে দিতে। আমার আম্মাকেও তো তোমার ছোটি বেগমই মারিয়েছিল। তুমি জানতে না? কী করেছ তুমি?'

'না না আজম, তাই বলে তুমি বাপকে ওইরকম হুমকি চিঠি পাঠাবে? একবার অন্তত দরখাস্ত করতে পারতে। বচপন থেকে সেই সহবৎই তোমাকে শিখিয়েছি।'

'লাভ হতো না আব্বা! তুমি আঁখ থেকেও অন্ধা ----'

ধড়মড় করে উঠে বসলেন আজম। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আশেপাশে দেখছেন, কোথায় কী। উনি তাঁবুর মধ্যে সম্পূর্ণ একা। কুর্সিতে হেলান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে কখন যে চোখদুটো লেগে গেছিল, জানেন না। কিন্তু দিন দুপুরে এইরকম খোয়াব কেন দেখলেন? এত জীবন্ত হয় স্বপ্ন? যদি সত্যিই এমনটা হতো? আসলে মনের ইচ্ছেরাই তো ফিরে ফিরে আসে স্বপ্নের মধ্যে।...

১৩৯০ খ্রিস্টাব্দ। অখণ্ড বঙ্গদেশে তখন স্বাধীন শাহী সুলতানাত সগৌরবে চলেছে। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ'র পরে দোর্দণ্ড প্রতাপে মসনদে আসীন সেকেন্দার শাহ।

সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। হঠাৎ বাঙ্গালার আকাশে যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। মসনদ দখলের জন্য দুই দেশের রাজা-বাদশার মধ্যে যুদ্ধ নয়, সুলতান সেকেন্দার শাহ'র মুখোমুখি হতে চলেছেন তাঁরই সবচেয়ে প্রিয় সন্তান শাহজাদা গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ।

সেকেন্দার শাহ'র দুই বিবি, মোট আঠারো ছেলে। বড়ি বেগমের একমাত্র সন্তান আজম, দ্বিতীয় বিবি মীরা বেগমের সতেরোটি ছেলে। কে হবে সুলতানের উত্তরসূরি, ভবিষ্যতে কে বসবে বাঙ্গালার মসনদে, সেই নিয়েই ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছিল। এখন সে আগুন জ্বলে উঠেছে দাউদাউ করে।

সেকেন্দার শাহ'র প্রিয়তমা বিবি ছোটি বেগম মীরা, কিন্তু প্রিয়তম সন্তান হল বড়ি বেগমের আওলাদ, সকলের বড় ছেলে আজম শাহ। বেশ কিছুদিন আগেই নবাব শাহী বাঙ্গালা পরিচালনার অনেকটা দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন আজমের হাতে, যাতে তাঁর ছেলে মসনদে বসে বাবারই মতো ভুঁইয়া ও তালুকদার রাজা ও প্রজাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হয়, এবং তার শাসনে বাঙ্গালার স্বাধীনতা বজায় থাকে।

মীরা বেগম সাংঘাতিক ধূর্ত মহিলা। সে কি চুপ করে বসে থাকবে? তার একমাত্র লক্ষ্য নিজের বড় আওলাদকে সিংহাসনে বসানো। অতএব শুরু হয়ে গেল নানাবিধ ষড়যন্ত্র। পেয়ারী বেগমের দাপটে সুলতান সেকেন্দার শাহ চোখ বুজে থাকতে বাধ্য হলেন।
মীরার ষড়যন্ত্রের প্রথম বলি হলেন বড়ি বেগম। বাবুর্চিকে ঘুষ দিয়ে তার খানায় বিষ মিশিয়ে দেওয়া হল।

আজম বুঝে গেলেন, মায়ের পরে এবার তার পালা! তার চতুর্দিকে মীরা বেগমের নিযুক্ত গুপ্তঘাতকের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু - দুবার তাকে খুনের চেষ্টা হয়ে গেছে। বাবাকে বলতে গেছেন, সুলতান কর্ণপাত করেননি। অতএব এই মঞ্জিলে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসা মানে যেকোনও সময় মৃত্যু নিশ্চিত।

তৎক্ষণাৎ বেশ কয়েকজন অনুগামী সিপাহসালার, ফৌজদার এবং বাছাই সৈন্য নিয়ে এক রাতে বাড়ি ছাড়লেন আজম শাহ। তাঁর তালুক আলাপসিং নয়, তিনি সোজা পৌঁছে গেলেন সোনারগাঁওয়ের রাজধানীতে, সেখানকার নবাব নাজিম তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যোগাযোগ করলেন কামরূপের রাজার সঙ্গেও।

সকলকে একজোট করে আজম চিঠি দিয়ে দূত পাঠালেন তার প্রিয় বাবাকে, ' আপনার অনেক বয়েস হয়েছে নবাব বাহাদুর। হয় আপনি কুর্সি ছাড়ুন, নয়ত জং লড়তে ময়দানে আসুন।'
এছাড়া আজম শাহ'র সামনে আর কোনও পথ খোলাও ছিল না। কিন্তু চিঠি পাওয়ামাত্র ক্রোধে জ্বলে উঠলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সুলতান সেকেন্দার শাহ, ' তোর এত সাহস! বেওকুফ বেতমিজ আওলাদ! আমার বিরুদ্ধে জঙ্গ লড়বি! আমি তোকে ধ্বংস করে দেব। '

বলা বাহুল্য, তাঁর ক্রোধের আগুনে সমানে ঘৃতাহুতি দিয়ে যাচ্ছিলেন ছোটি বেগম। যুদ্ধ আর এড়ানো গেল না। নবাবী ফৌজ নিয়ে ফিরোজাবাদ থেকে সোনারগাঁওয়ের পথে রওনা হয়ে গেলেন

বাঙ্গলার সুলতান সেকেন্দার শাহ।

খবর পাওয়ামাত্র সোনারগাঁও থেকে একত্রিত জোট বাহিনী নিয়ে সোনারঘাঁটি গ্রামে এসে পৌঁছে গেলেন শাহজাদা গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। কিছুদূরে গোয়ালপাড়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আগামীকাল গোয়ালপাড়ার সেই প্রান্তরে মুখোমুখি হবে নবাব বাপ বনাম শাহজাদা বেটা। ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটছে আগুনে হাউই, বিকট শব্দে ফাটছে কামানের গোলা, মুহুর্মুহু সম্মিলিত ফৌজিদের হুঙ্কার,' আল্লাহ আকবর, জয় মা কালী'...শোনা যাচ্ছে অসংখ্য সেনার মরণ আর্তনাদ!

গোয়ালপাড়া গ্রাম শুধু নয়, যুদ্ধের খবর পেতেই যার যেটুকু সম্বল, কুড়িয়ে কাচিয়ে নিয়ে দূর দূরান্তের জনবসতি ছেড়েও পালিয়ে গেছে হাজার হাজার মানুষ! ভয়ংকর যুদ্ধ চলছে। দু'পক্ষের কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয়। হয় মারো, নয় মারো! আজম শাহ'র সেনাবল, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া হাতি কামান সুলতানের নবাবী ফৌজের তুলনায় কিছুটা হলেও কম। তবুও তারা সমানে সমানে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে নবাবী ফৌজের সঙ্গে। তবে কতক্ষণ পারবে, বলা মুশকিল।

আজম শাহ'র প্রধান দুই সিপাহসালার সেলিম এবং হরিদাস। দুজনে বাল্য বন্ধু। এই যুদ্ধে তারাই আজমের প্রধান স্তম্ভ। তারা পাশাপাশি দুটো ঘোড়াতে, ঘোড়সওয়ার ফৌজ নিয়ে অকুতোভয়ে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে, ঘোড়া ছুটিয়ে নবাবের ফৌজের একেবারে সামনে এসে গেছে।

হরিদাস বলল, ' সেলিম, এবার কী করবি? তাকিয়ে দ্যাখ, চারিদিক থেকে নবাবের দল আমাদের ঘিরে ধরেছে! ওদের ফৌজ অনেক বড়, অনেক তাকতদার। বেশিক্ষণ লড়াই চালানো যাবে না। একটাই উপায়! যেকোনওভাবে নবাবকে আমাদের নিশানা করতে হবে।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছি। একমাত্র রাস্তা ওটাই। কিন্তু হরি, তোর ইয়াদ আছে তো, শাহজাদা কী বলেছেন? বলেছেন, বড় হুজুরকে বন্দী করতে হবে, খুন করা যাবে না।'

'হুম। এটা বিরাট সমস্যা। উনি অত বড় বীর! তাঁকে জ্যান্ত বন্দী করা কি সম্ভব? ...তাকে কি দেখতে পাচ্ছিস? তিনি কোথায়?'
' চল, সামনে বাড়, আগে তো তাঁকে খুঁজে বের করি।... চলো ভাইসব! ইনশাআল্লাহ!'

হরিদাসও চেঁচিয়ে উঠল, ' জয় মা কালী, জয় শিব শম্ভু! তোমরা বিশজন এসো। জান কবুল! '

কুড়ি জনের তরুণ ঘোড়সওয়ার দল। তাদের হাতে হাতে তলোয়ার, সড়কি, বল্লম, হাতকামান। বিদ্যুৎশিখার মতো এঁকেবেঁকে তারা ছুটে চলেছে প্রতিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে।

'ওই যে, ওই যে!' চিৎকার করে উঠল সেলিম, ' ওই যে, ওই যে উনি, হাতির পিঠে! চলো দোস্তরা, জলদি, জলদি।'

পরক্ষণে দেখা গেল, কুড়ি জনের সশস্ত্র দলটা ঘিরে ধরেছে নবাব সেকেন্দার শাহ'র রাজহস্তীটিকে। কিন্তু তাদেরকেই আবার বাইরের দিকে বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলেছে নবাবী ফৌজ। দুপক্ষে বেদম মারামারি কাটাকাটি চলছে। তার মধ্যেই সেলিম চেঁচিয়ে বলে উঠল, ' আপনি বন্দি হুজুর। হাতি থেকে নেমে আসুন হুজুর।'
'চোপরও!' গর্জন করে উঠলেন সেকেন্দার শাহ, ' কী বলছিস চুহার বাচ্চা! এত সাহস তোর, হাঁ? দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি!' সেকেন্দার শাহ নিজেও অত্যন্ত কুশলী যোদ্ধা। নিমেষে সেলিমের দিকে তাক করে হাত কামানটা ছুঁড়লেন, গোলাটা সোজা এসে ফুঁড়ে দিল সেলিমকে। অস্ফুট আর্তনাদ করে সেলিম গড়িয়ে পড়ে গেল ঘোড়া থেকে।

কী -- কী হল! বন্ধু সেলিম মরে গেছে? হরিদাসের চোখ জ্বলে উঠল ধকধক করে। কয়েক মুহূর্ত। নিখুঁত লক্ষ্যে হরিদাসের বর্শা শন শন করে ছুটে গেল, বিঁধে গেল নবাব সেকেন্দার শাহ'র বুকে। নবাবও গড়িয়ে পড়লেন হাতির পিঠ থেকে। মুহূর্তের মধ্যে নবাবের ফৌজে হাহাকার পড়ে গেল। তাঁর সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ, যে যেদিকে পারছে, ছুটে পালাচ্ছে। তাদের পিছনে ধেয়ে যাচ্ছে আজম শাহ' র সম্মিলিত বাহিনী। তারা জয়ের গন্ধ পেয়ে গেছে, ঘুরে গেছে যুদ্ধের মোড়। বাবার খবর পৌঁছে গেল আজম শাহ'র কাছে। তাঁর কাছে এই যুদ্ধ জয় ম্লান হয়ে গেছে। উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি চলে এলেন অকুস্থলে।

মুমূর্ষু বাবাকে দেখে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, ' আব্বা, আমার আব্বা! কে -- কে মারল আব্বাজানকে? কার এত বড় সাহস? আমি সবাইকে আদেশ দিয়েছিলাম --'

'আমি শাহজাদা।' হরিদাস মাথা নিচু করে বলল, ' নিজেকে সামলাতে পারিনি হুজুর। বড় হুজুরের কামানের গোলায় প্রিয় দোস্ত সেলিমকে মরতে দেখে আমার -- '

' আব্বা, ও আব্বা! কথা বলো আব্বা! আমায় শাস্তি দাও। বলো, কী শাস্তি দেবে! ' সুলতানের চক্ষু প্রায় বুঁজে এসেছে। ঘোলাটে দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকালেন। অস্ফুটে বললেন, ' তোমার কোই কসুর নেই... ওরও নেই... আমিই জেদ করে... তুমি ভালো করে রাজ্য... ' হাত তুললেন, ছেলেকে আশীর্বাদ করবেন... হাতটা ধপ করে পড়ে গেল। মাথা হেলে গেছে। আজম শাহ বাবার নিষ্প্রাণ শরীর জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন, ' আব্বা... মেরে পেয়ারে আব্বা...! '....

অত:পর বাঙ্গালার মসনদে আসীন হলেন নবাব গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ। ইলিয়াস শাহী সাম্রাজ্যের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

শূন্য

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

সহজ প্রাণের কথা আমাদের পুজো এসে গেল
সবুজ পুকুর পাড়ে ভেসে এল কবে কার বক
পিঠে করে রোদ জল নিয়ে এল পদাতিক মেঘ
কবিতার বই খুলে একা হল নিরালা পাঠক

তোমার কি মনে আছে আমাদের দেখাশোনাগুলো?
মনে আছে শেষ কবে ধরেছিলে আমার এ হাত?
একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি নীল
একদিন ভোরবেলা উঠে দেখি এখনো কী রাত!

আমার শহরতলি তোমার মতন বেঁকে আছে
ঘুমের তলায় দেখি জমে আছে একাকী প্রবাল
তুমি নেই, তুমি নেই, হাওয়া দেয় সারাদিন ধরে
অসময়ে পাতা ঝরে খালি হয়ে গেছে ভাঙা ডাল



সংকেত

তিলোত্তমা মজুমদার

পূর্ব বাইপাসের ধারে বেশ কয়েকটা হোর্ডিং আগেই চোখে পড়েছিল। হাইফান্ডা ইন্টিগ্রেড। সাদা বোর্ডে কালো হরফে বড় বড় করে লেখা নজর কেড়ে নেওয়ার মতোই। বিশেষ করে অর্ক সেনগুপ্তর মতো কাজের সন্ধানে ইন্টারভিউ দিয়ে ফেরা একজন উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবকের দৃষ্টি, যার চোখজোড়ার বয়স একত্রিশ, যে দীর্ঘ বিফলতা ও মানসিক চাপে জর্জরিত।

অর্ক সেনগুপ্ত কাঠবেকার নয়। তবে তার শিক্ষাগত মান অনুযায়ী কাজ সে করে না, রোজগার সামান্য। মা মাঝে মাঝেই বিয়ের পাত্রী দেখার কথা বলে, অর্ক এড়িয়ে যায়। মা দিনকয়েক থমথমে মুখে ঘরের কাজ সারে। দু'জনেই জানে এই অকিঞ্চিৎকর উপার্জনে আজকাল বিয়ের ইচ্ছে আত্মঘাতের সমান। তবু মা ঘুরে ফিরে প্রসঙ্গ তোলে কেন? অর্কর মনে হয় মা পরোক্ষে বলতে চায়, তোমার চেষ্টায় খামতি আছে, কিংবা, তোমার ডিগ্রি আছে, যোগ্যতা নেই। সরকারি পরীক্ষাগুলোতেও বিশেষ সুবিধে করতে পারোনি। এমন ভাবনা অর্ককে আরও অসহায় করে তুলছে। এর চেয়ে মা যদি চেঁচিয়ে বকাবকি বা অভাব অভিযোগ করত, অর্কও পালটা চিল্লামিল্লি করে খানিক হালকা হতো। এমনকী, সে যেমনটা ভাবছে, মা ঠিক সেই উদ্দেশ্য নিয়েই বিয়ের কথা বলে কি না, সেই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেত।

আধুনিক, ঝকঝকে, বিশাল ও সব -পাওয়া -যায় বিপণীতে সে থার্ড ফ্লোর কাউন্টার ম্যানেজার। গাল-ভরা পদ, বেতনের থলেতে সিকি-আধুলি। কাউন্টারে ভিড় না থাকলে তাকে বিক্রয়ে সহায়তা করতে হয়। এই কাজ তার অসহনীয় লাগে। বিশেষ করে দুপুরের দিকে ও সন্ধ্যায় যখন মহিলাদের ভিড় বেশি। তারা ঘুরে ফিরে টুকুস টাকুস করে এটা ওটা নাড়ে, গায়ে ফেলে, আয়নায় যাচিয়ে নেয়, কোনও তাড়া নেই কারও, যেন জীবনের সব কাজ সেরে কেবল এই বাজারটি করতে এসেছে। এর মধ্যে তাদের ফোন

আসবে, লম্বা- চওড়া বাকতাল্লাই মারবে, পছন্দের জিনিস আলগোছে ছুড়ে দেবে অর্কর মতো সহায়কের দিকে, তারা জালি ব্যাগে সেটি ভরে গুছিয়ে রাখবে কখন ক্রেতা আসবে বিলিং কাউন্টারে, সেই অপেক্ষায়। সেখানেই শেষ নয়, কেউ কেউ গায়ে পছন্দের পোশাক ফেলে দর্পণে নিজেকে যাচাই করেও তুষ্ট নয়, সোজা জিজ্ঞেস করে বসে, দেখুন তো, মানাচ্ছে আমাকে? অর্কর মনে হয়, ঠাসিয়ে একটা চড় কষায়। কিন্তু তাকে হাসতে হয়, চিনির রসে ভিজিয়ে মিথ্যে বলতে হয়, অসম্ভব সুন্দর লাগছে আপনাকে, এ তো আপনার জন্যই তৈরি। মোটা, রোগা, রূপসী, কদাকৃতি, যুবতী সেজে থাকা বয়স্কা, সকলকে এক কথা বলে যেতে হয়। তাদের পৌঁছে দিতে হয়, আরও বেমানান কিন্তু চিত্তাকর্ষক ও দামি পোশাকের কাছে। বিক্রি বাড়িয়ে তোলার জন্য বিপণন বিভাগ একটি উচ্চসীমা করে দিয়েছে। দৈনিক ওই সীমা অতিক্রম করতে পারলে সামান্য বোনাস বরাদ্দ। পঁচিশ হাজার টাকায় দু'শো পঞ্চাশ টাকা।

ক্রেতার বায়নাক্কা এখানেই শেষ নয়। বিল করার আগের মুহূর্তে এটা বাতিল করবে, সেটা নিয়ে খুঁতখুঁত করবে। এমনকী বিল হয়ে যাবার পরেও বিবিধ আবদার সামলাতে হয়। কারও চারটে ক্রেডিট কার্ড। কোনটা দিয়ে কিনবে, দিশা পায় না। কেউ পাসওয়ার্ড ভুলে যায়। কেউ কিছু নগদ দেবে, কিছু কার্ডে। কেউ আবার বিল চলাকালীন অন্য কিছু নিতে ছুটবে, এবার দুরু দুরু অপেক্ষা, ফিরে আসবে তো? নাকি কেটে পড়ল?

বিক্রয় সহায়তা কর্মটি যদি ঐচ্ছিক হতো, তা হলে এই কাঙালপনা থেকে অর্ক বিরত থাকত। কিন্তু নিয়োগকারী সারাক্ষণ শুধু প্রমাণ চায়, দক্ষতার, প্রয়াসের, কোম্পানির প্রতি একনিষ্ঠতার। সামান্য ত্রুটি পেলে তারা বিতারণ করে দেবে। এ দেশে চাকুরিপ্রার্থীর অভাব নেই।

অর্কর মনে হয়, তার সহকর্মী মেয়েরা এই কাজে, এই বেতনে দিব্যি আছে। হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, ফাঁক পেলে নিজেদের মধ্যে জটলা করে হা হা হি হি। ঠোঁট ফিকে হলে, কী কাজল ধেবড়ে গেলে দিব্যি টয়লেটে ঢুকে টুক করে রঙিয়ে আসে। একদিন তার সহকর্মী বন্ধু রাকাপতিকে বলেই ফেলল সে, 'এ জগতে মেয়েরাই সুখী।'

সব বিষয়ে রাকাপতির সুচিন্তিত বক্তব্য থাকে। এই স্বভাবের জন্য অর্কর তাকে ভাল লাগে, এবং খারাপও লাগে। সব ফ্লোরে, সব বিভাগে অধিকাংশই মহিলা কর্মী। অর্ক তাদের দূরে রাখে। রাকাপতিও খুব অন্তরঙ্গতার চেষ্টা করে না। সে গোড়াতেই বলেছিল, ' ভাই, আমার হাড়ে হাড়ে বোঝা হয়ে গেছে। এই মেয়েরা হাসবে, খেলবে, গলা জড়িয়ে সেলফি তুলবে। কিন্তু তুমি একটু পিঠে হাত রাখো, গুষ্টির তুষ্টি করবে। ওরা ভাবে, সব ছেলে কেবল ওদের জন্য লেউ লেউ করে বেড়াচ্ছে।'

একথা সর্বাংশে সত্যি, এমন নাও হতে পারে। যে যার অভিজ্ঞতা দিয়ে জগৎ দেখে। যেমন অর্কর মন্তব্য শুনে রাকাপতি বলল, ' না, না। ও কথা ভুলেও বোলো না। সারা দুনিয়া মেয়েদের দুঃখে চোখেজ্জল ফেলছে, বুক চাপড়াচ্ছে, নারীবাদ নারীবাদ বলে বাদানুবাদ হচ্ছে, সে কি এমনি এমনি? আমি বলব? আমার দিদিকে দেখে বুঝেছি, মেয়েরা বিয়ের আগে পর্যন্ত সুখী।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে, ' মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশি আত্মহত্যা করে।'

এর থেকে কিছুই প্রমাণিত হয় না, সেই যুক্তিবোধ অর্কর আছে। মেয়েরা সুখী, এই ভাবনার মধ্যেও কোনও সারবত্তা নেই। সে যখন এই কাজের ইন্টারভিউ দেয়, তার ডিগ্রি দেখে একজন বলেছিল, এই কাজে এত লেখাপড়ার দরকার নেই। তোমার চেয়ে অনেক কম শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এই কাজ করবে, একই পারিশ্রমিক পাবে। ক'দিনেই তুমি হতাশ হয়ে যেতে পারো, সে জন্য কাজের ক্ষতি হতে পারে।'

সেই মুহূর্তে একটা চাকরির জন্য সে মরিয়া। বলেছিল, ' আমি মনে করি, সব কাজেরই গুরুত্ব আছে, সম্মান আছে। যে কাজ পাবো, তার মর্যাদা আমি রাখব।'

রাখছে মর্যাদা, তবে সে মনে মনে হতাশ ও তিতিবিরক্ত। সম্ভবত ঈর্ষান্বিতও বটে। ঈর্ষা ওই মেয়েদের প্রাণশক্তিতে, তাদের আনন্দ পাবার ক্ষমতায়। তার সঙ্গে মেয়েদের গোড়াতেই পার্থক্য। সে উপার্জনশীল হয়েও নিজেকে বেকার মনে করে, ওই মেয়েরা রোজগার করতে পেরে আত্মমর্যাদা অনুভব করে। একই কাজ কাউকে ধন্য করে, কাউকে হীনমন্য।

এমনই আত্মগ্লানির ভিতর সে নোকরিব্রোকার অ্যাপ থেকে তার সপ্তম ইন্টারভিউয়ের ডাক পেল। সেই হোর্ডিংয়ে দেখা হাইফান্ডা ইন্টিগ্রেড লোক নেবে। তার কাজের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা চমৎকার মানিয়ে গিয়েছে। তার মনে প্রত্যয় জন্মাল, এবারে তার কপালে শিকে ছিঁড়বেই। তার মেগাবিপণীতে অনুপস্থিতির জন্য বেতন কাটা যায়, ভবিষ্যতের আমানত বা চিকিৎসাবিমার সুবিধাও নেই, তবু সে ইন্টারভিউয়ের একদিন আগে কাজে না গিয়ে হাইফান্ডার ফান্ডা নিতে আন্তর্জাল অনুসন্ধান করল। কী ধরনের প্রশ্ন তাকে করা হতে পারে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আলোচনা করে নিজেকে প্রস্তুত করল, দিনের শেষে সে বিপণীর কাজ ছেড়ে দেওয়ার জ্ঞাপনপত্র খুব যত্ন করে লিখল। ইন্টারভিউ ভাল হলে, না, শুধু ভাল হলে নয়, চাকরিটা পেয়ে গেলে, টুক করে সেন্ড মেরে দেবে, যেভাবে মেয়েরা টয়লেট থেকে ঠোঁট রঙিয়ে আসে।

কলকাতা মহানগরের উত্তরপূর্বে, অর্ক সেনগুপ্তর বাসা থেকে অনেক দূরপথে, লেকটাউনে সময়মত পৌঁছে গেল সে। তবু ভাল বেলগাছিয়া পাতালরেল স্টেশন থেকে জায়গাটা মিনিট পনেরোর হাঁটাপথ। অটো করে আসা যেত, কিন্তু অটোভাড়া বাঁচানোর জন্য সে হাঁটাই সঠিক বিবেচনা করল। অপেক্ষাঘরে প্রবেশ করা মাত্র অতি প্রসাধিত এক তরুণী তার কাগজপত্র বুঝে নিয়ে মোলায়েম স্বরে তাকে বসতে অনুরোধ করল। সে বিশাল কক্ষের অনুজ্জ্বল আলোয় দেখল, অগণিত তরুণ-তরুণী ইতোমধ্যেই হাজির। মেয়েদের বসার জন্য আলাদা সোফা। ছেলেদের আসনে সামান্যই

খালি জায়গা আছে। অনেকেই পিঠ সোজা করে পুতুলের মতো জড়, অনেকে ফিসফাস করছে। অর্কর জলপিপাসা পেল। ঘর্মাক্ত পিঠ বেয়ে নেমে এল শীতল আতঙ্ক। সেই তরুণী একটি আড়াইশো এম এল জলের বোতল ধরিয়ে দিয়ে গেল। অর্ক বসল। ছিপির প্যাঁচ খুলে জল ঢালল গলায়। পাশের তরুণ চাপা স্বরে বলল, ' শুরু হয়ে গেছে। পাঁচজনে একজন।'

'কী বলছেন?' তরুণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল অর্ক। ছেলেটি হেসে হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি রাকাপতি মিশ্র।'
' অর্ক সেনগুপ্ত। কী বলছিলেন?'

'শুরু হয়ে গেছে। ছেলেরা বেশি, মেয়েরা কম , তাই পাঁচজন ছেলের পর একজন মেয়ে।'

'আমি কি দেরি করে ফেললাম?'

' না। কেউ দেরি করে না। অন্য কেউ আগে এসে যায়।'

'রাকাপতি! অদ্ভুত!'

'যে শোনে সেই বলে। রমাপতি, সীতাপতি, দুর্গাপতি শোনা যায়। কিন্তু রাকাপতি? শুনবেন না।'

অর্ক বলা প্রয়োজন মনে করল না তার সহর্মীর এই একই নাম। সে ভয়ে ভয়ে নিরিখ করতে লাগল। পরিবেশ অনেকটা ভৌতিক, আর সব তরুণ হয় রাকাপতি, নয় অর্ক। এই বিচিত্র চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সে পুরো জল পান করে ফেলল। ছোট্ট বোতল ফেলে এল জঞ্জালের বাক্সে। রাকাপতি মিশ্র অবিমিশ্র সরল হেসে বলল,' বোতল ব্যাগে পুরলেন না?'

'না। দরকার নেই।' বলল অর্ক। রাকাপতি হাতে হাত ঘষে নিজের চোখে রাখল। বলল, ' পজিটিভ এনার্জি। পজিটিভ এনার্জি। ওই যে লেডিজ এনক্লেভ, ওখান থেকেই এমপ্লয়ি নেবে। সব জায়গায় মেয়েদেরই তো নিচ্ছে এখন। সরকারি কোটা মিশ্র, সেনগুপ্তর নয়। বেসরকারি কোটা গোঁফদাড়িওয়ালার নয়। তাই পজিটিভ থাকতে হবে, পজিটিভ।'

অর্ক কথা বাড়ালো না। ছেলেটিকে ছিটেল মনে হচ্ছে তার। আবার কথাগুলো ফেলে দেওয়ার মতোও নয়। তিন ঘণ্টার দীর্ঘ অপেক্ষার পর অতি সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে যখন অর্ক বেরোল, তখন তার মন ও শরীর দুটোই বিধ্বস্ত। নরম ভদ্রতার সঙ্গে তাকে বলা হয়েছে, যদি সে দ্বিতীয় পর্বের জন্য নির্বাচিত হয়, অনলাইন কথাবার্তা হবে। তৃতীয় বা শেষ পর্বে আরেকবার এখানে আসতে হবে হাতেকলমে দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য। আপাতত তাকে পরবর্তী ডাকের জন্য দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।

সবাইকেই এই কথা বলা হয়েছে অনুমেয়। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর অর্ক নিদারুণ হতাশায় জুতোর ফিতে খুলে যাওয়া লোকের মতো হাঁটতে লাগল। ওই রাকাপতি মিশ্রর কথাগুলো পুরোপুরি ঠিক বলেই তার বোধ হচ্ছে। পাতালরেলের গর্তে নেমে সে অবসন্ন বোধ করল। রেললাইনের দিকে তাকাবার সাহস হচ্ছে না। গাদাগাদি ভিড় ট্রেনেই হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ল সে। শ্যামবাজারে গাড়ি খানিকটা খালি হল, কিন্তু বসার জায়গা আছে শুধু লেডিজ সিটে। দ্বিধা ও সঙ্কোচ সত্ত্বেও সে বসে পড়ল। তার মগজে ঘুরছে জেন্ডার ডাইভার্সিটি। লিঙ্গভিত্তিক অনধিকার ও বঞ্চনা যদি অন্যায় হয়, যোগ্যতার পরিসরে লিঙ্গভিত্তিক বিশেষ সুবিধাও অন্যায়।

একটার পর একটা স্টেশন আসছে, প্রতিটি স্টেশনে ট্রেন থামে, কেউ নামে, কেউ ওঠে। কোনও মহিলা এলেই খানিকটা সরে বসছে অর্ক। নিজের শরীর গুটিয়ে নিচ্ছে। সে টের পাচ্ছে, লোকজন রাগত, বিস্মিত, বিরক্ত চোখে তাকে দেখছে। কেন সে এখনও মেয়েদের আসন ছেড়ে উঠছে না! আজকালকার শিক্ষিত ছেলেরাও যে অভদ্র ও কাণ্ডজ্ঞানহীন, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকছে না। কিন্তু অর্ক সেনগুপ্ত জেদ করে বসে আছে। কেন বসবে না? জায়গা আছে তো।

নিজেকে গুটিয়ে নিতে নিতে সে কোণঠাসা হয়ে পড়ল। কালীঘাট স্টেশনে এল ভারী চেহারার মধ্যবয়সী মহিলা। অর্ক উঠতে যাচ্ছে, মহিলা সেদিকে লক্ষ না করে রুক্ষ স্বরে বলল,' অ্যাই উঠুন তো! এটা আপনার জায়গা নয়!'

'এটা আপনার জায়গা নয়'—শব্দগুলি অর্কর মাথার ভিতরে আঘাত করল। সে উঠে দাঁড়াল। প্রচণ্ড চিৎকার করে বলল, ' উঠেই তো যাচ্ছিলাম। চোখে দেখতে পান না?'

মহিলা থপাস্ করে বসে গলা চড়াল,' চুপ। একদম চুপ। ইয়ং ছেলে, লেডিজ সিটের কাছে ঘুর ঘুর করছে, মা- বোন নেই বাড়িতে?'

লোকে মন্তব্য শুরু করেছিল। পক্ষে- বিপক্ষে। কিন্তু অর্ক সব নস্যাৎ করে চিৎকার করতে লাগল, ' আই হেট ইউ। আই হেট ইউ।'

চোখমুখ লাল, চুল এলোমেলো। কেউ বলল, পাগল। কেউ বলল, নেশাড়ু। কেউ চেঁচামেচি শুরু হওয়া মাত্র সেলফোনে ভিডিও করছে। নিজের স্টেশন আসার আগেই নেমে গেল অর্ক সেনগুপ্ত।



DESI BROTHERS

FARMERS MARKET

CUMMING, GA





Alif Cafe 2

ALIF CAFE 2 HALAL KITCHEN

We Cater All Events

ORDER ONLINE

www.alifcafe2.com

404-549-8163

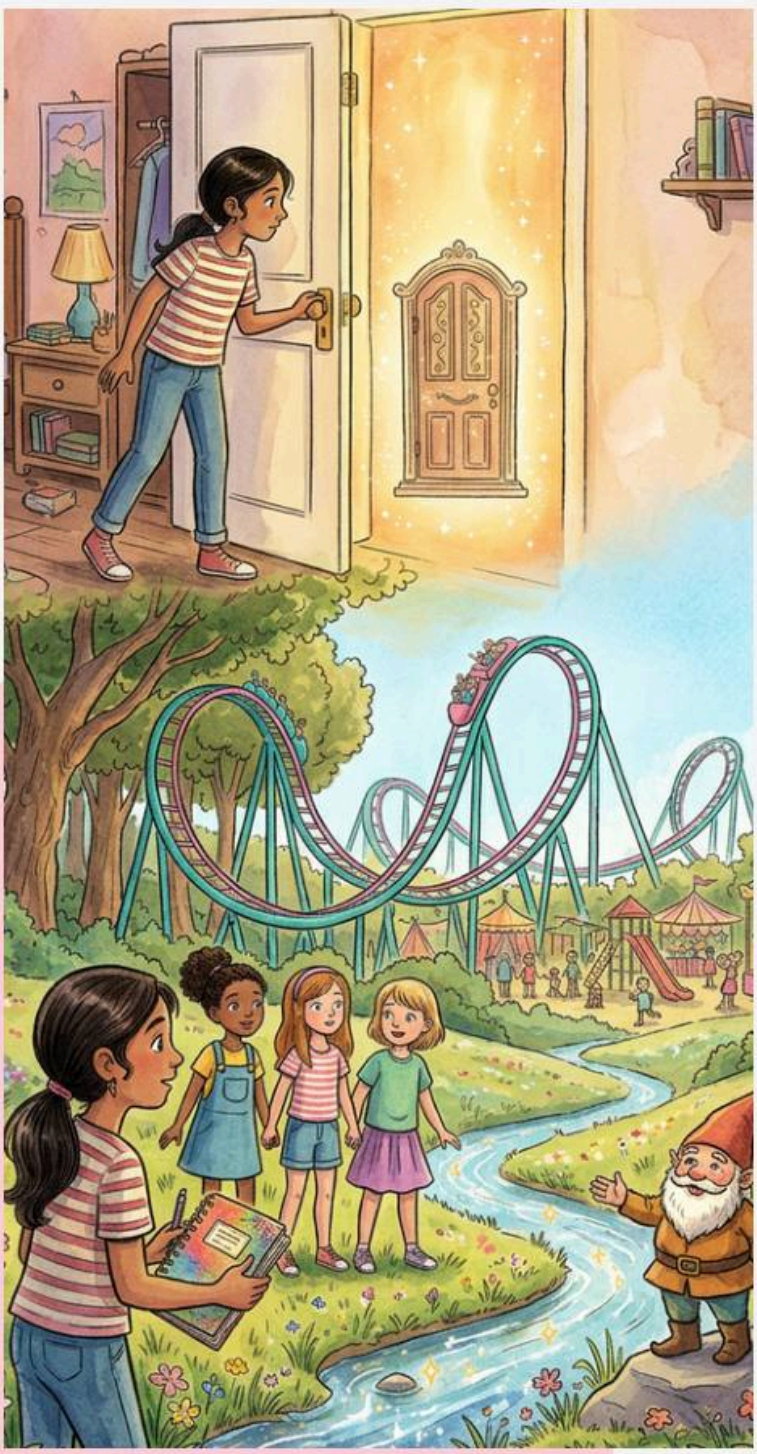
3965 Rockbridge Road
Stone Mountain, GA - 30083

HOURS:

Mon - Sun: 11:00 AM to 11:00 PM
Tuesday Closed

ANANYA'S DIARY

Krutika Goswami



Now, you may not believe me, but it's true. In my own room, I found a magical door. Not just any ordinary door, but one that could grant wishes, allow time travel, and lead to incredible adventures. I still don't know whether it was destiny or coincidence, but I know one thing for sure: it gave me an experience I'll never forget.

It all started on a regular school day. I came home tired, thinking about homework and dinner. When I opened my closet to grab some books, I found something unbelievable: a small, glowing door.

I didn't open it right away. I rubbed my eyes, convinced I was imagining things. I even called my mom upstairs. But when she looked, the door had disappeared. Feeling embarrassed, I decided it must not have been real.

Later that evening, after my shower, I checked again. The door was back, glowing softly, as if it were alive.

Why does it only appear when I'm alone? I wondered. The next morning, I forgot all about it—until I got to school.

At recess, my friends confronted me. "Ananya, you said you'd come to the park yesterday," Kayla said.

I couldn't exactly tell them I'd found a magical door in my closet, so I simply apologized.

"You missed so much fun," Alyssa said. "We played games, watched funny videos, and tried studying for the math test."

"You would have loved it," Lily added.

Hearing that made me hope the mysterious door was real, and that it led somewhere just as exciting.

The math test came and went. I scored 95 out of 100, and my parents celebrated with extra dessert. That evening, my friends were coming over, and I finally decided to show them the glowing door.

When they arrived, I led them upstairs.
"I want to show you something," I said.
I opened the closet.

The glowing door was there, brighter than ever.

"Wow!" Kayla gasped.
"It's beautiful," Alyssa said.
"Is that really a door?" Lily asked.
"Yes," I replied. "And I didn't want to go through it alone."
"Then let's go!" Alyssa said. She grabbed the knob and twisted it. Instantly, everything spun. It felt like being pulled through a colorful whirlwind.

"Ouch," Kayla said when we landed. We stood up and looked around. We were standing in a beautiful meadow under bright blue skies. Wildflowers covered the hills, and a sparkling stream curved through the landscape.

"Where are we?" Lily asked. A small figure appeared beside the stream.

"Hello," he said.
"Who are you?" Alyssa asked.
"I'm the gnome who lives here," he replied cheerfully. "Because you've arrived through the magical door, I can offer you three choices."
He raised three fingers.

"First, I can grant you three wishes, but you must spend a month in sadness. "Second, I can show you your future, but you won't be able to change it, and you'll forget everything you learned the next day. "Third, I can give you endless fun, but time will pass differently here than in the real world."

The four of us exchanged glances. The first choice sounded miserable. The second sounded pointless. So, we chose the third option. The meadow shimmered, and suddenly a giant playground, a roller coaster, and tables loaded with food appeared around us.

"Enjoy," the gnome said. Naturally, we ran to the food first. There were cupcakes, ice cream, pretzels, hot dogs, fruit cups, cotton candy, and chocolate milk. After eating more than we probably should have, we explored the playground. We raced up climbing walls, competed on the swings, and invented silly games.

Kayla won the "highest swing" contest easily. Then we headed for the roller coaster. Lily and I sat in the front car while Kayla and Alyssa rode behind us. At first, it was amazing. We soared over hills with the wind rushing past us. Then something went wrong. The roller coaster began spinning too fast. The track shook. The cars flew off the rails.

"Help!" Lily shouted. When everything finally stopped, I scrambled out of my car. Lily's car had landed at an angle. Alyssa had scraped her leg, and Kayla stood frozen with fear. I hurried to Lily, helped her out of the car, and discovered she'd hurt her ankle. Fortunately, my mom always makes me carry a small first-aid kit.

I cleaned Alyssa's scrape, wrapped a bandage around it, and supported Lily as we walked to a nearby bench. As we caught our breath, Kayla suddenly asked, "How much time has passed back home?"

We all froze. The gnome reappeared.

"Every ten minutes here equals one hour on Earth," he admitted. Panic spread through our group. We'd spent a long time eating, playing, and riding the roller coaster.

"Our parents!" Alyssa cried. The gnome looked apologetic.

"I should have warned you earlier," he said. "Because I forgot, I'll open the portal immediately."

With a wave of his hand, a shimmering doorway appeared. We stepped through. Seconds later, we stumbled into my bedroom. Everything looked exactly the same, but downstairs we discovered that six hours had passed. My parents rushed toward me.

"Where were you?" my mom asked, hugging me tightly. "We were about to call the police!"

I tried to explain everything. As I spoke, the glowing door appeared once again. This time, my mom saw it. To my surprise, she smiled.

"I know that door," she said quietly.
"What do you mean?" I asked. Her eyes widened as she looked at it.

"I went through it too," she whispered. "When I was a child."

For a moment, neither of us spoke. The mystery suddenly felt much bigger than I'd imagined.

That night, my friends texted me. Lily was resting her ankle. Alyssa had cleaned her scrape. Kayla insisted she'd never ride a magical roller coaster again—though she admitted she'd happily return to the meadow if roller coasters were banned.

Over the next few days, I thought about everything that had happened. I wrote it all down in my diary and drew pictures of the teal and pink roller coaster cars. I also made a list of rules for future adventures:

- Always carry a first-aid kit.
- Tell someone where you're going.
- Learn how time works before exploring.
- Never ignore important warnings.

The more I reflected on the adventure, the more I realized it wasn't just about fun. Being brave isn't about rushing into danger. It's about helping your friends, staying calm during challenges, and knowing when it's time to go home.

In the end, our magical adventure became a treasured memory. The glowing door still appears from time to time, waiting patiently in my closet. Maybe one day we'll go back. Maybe we'll choose our wishes, or learn about the future, or simply sit by the stream while the gnome tells stories.

For now, I'm grateful the door chose me, and that I chose my friends. If another adventure comes, I'll be ready—not just for the excitement, but for the lessons that come with it.



THE EMPTY FIELD

Aaleyah Mallik

The sky is orange and pink.
The sun sits low but never leaves.
The grass goes on and on.
There is nothing else —
no trees,
no flowers,
no houses.
Just a field.

The wind moves through the grass.
It is the only sound.
I look around, but I don't see anyone.
Yet I don't feel lonely.

It feels like I've been here before,
even though I know I haven't.

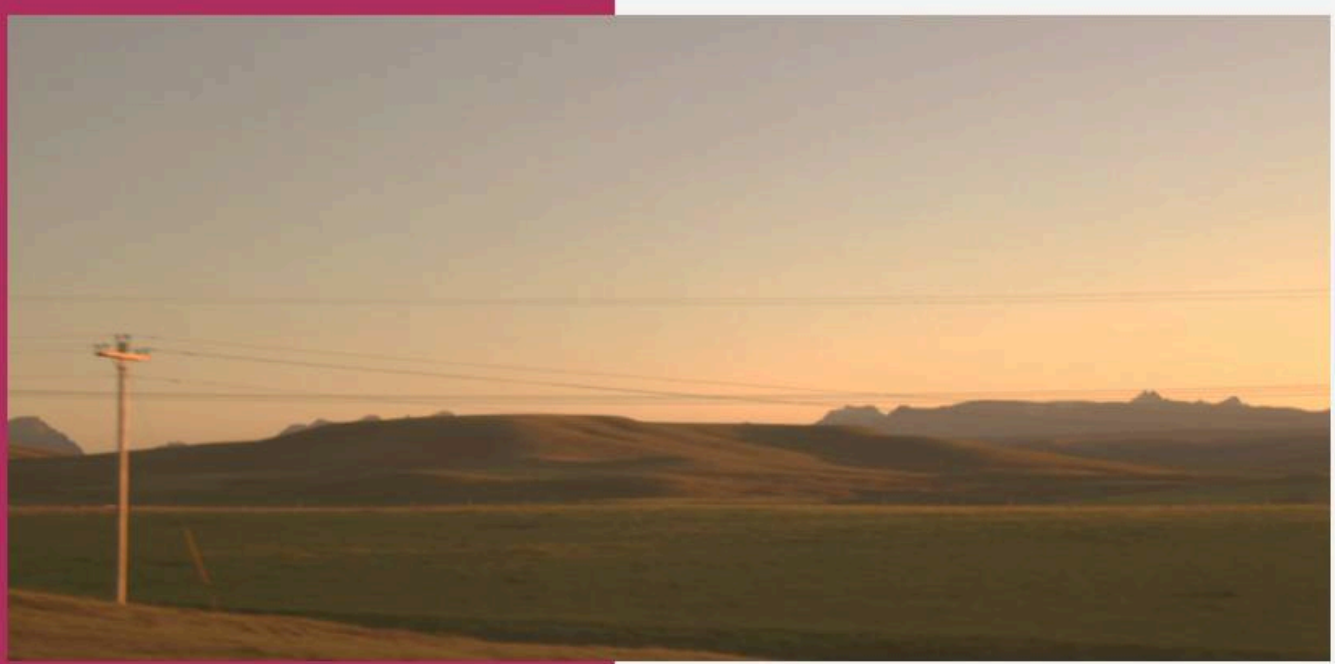
Everything stays the same,
like time forgot to move.

The field never ends.
The silence feels familiar.
The empty field feels warm,
like it has been waiting.

I can't explain why it feels so safe.
It doesn't make sense...
but somehow, it feels like —

HOME.

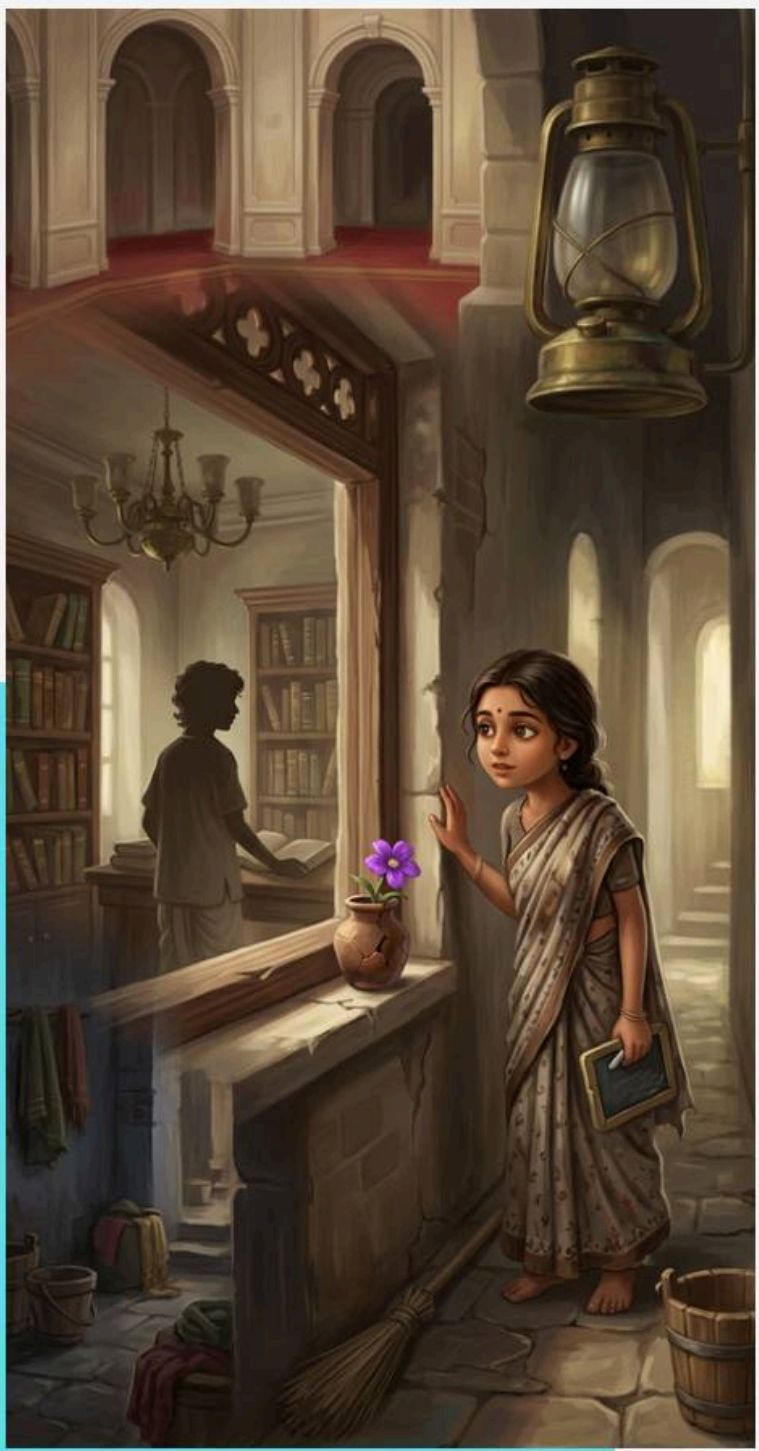
(Liminal space: A Liminal or Dreamcore space means a surreal, empty environment that triggers deep feelings of nostalgia, confusion, and quiet unease.)



THE GIRL WHO SEEKED

38

Amrita Banerjee



Within the majestic walls of the Tagore castle lived a soul—a curious and ambitious soul, whose aspirations couldn't be fulfilled because of her birth.

Chapter 1

She was a maid's daughter whose thirst for knowledge was unquenchable. Like her mother, she was put to work from a very young age in the Tagore castle. When she started working at the age of seven, she had comparatively easier tasks, like washing dishes. As she grew up, her workload grew, and so did her passion for words. She couldn't read; nobody would teach her. Why would they? She was the daughter of a maid. But her inquisitiveness for words never stopped.

Her brown eyes sparkled with the same unquenchable desire for wisdom as the castle itself. Through its vast hallways, Nayantara wandered. It seemed the beige walls whispered to each other when no one was listening. They told the tales of maestros and wordsmiths. The red floors seemed to critique those stories, adding their own, and the rhythm of their conversations filled the hall.

Nayantara always wondered how they did it—how they talked without anyone

hearing them. She used to talk to the walls a lot. Nayantara didn't really have friends; she preferred being alone.

In the huge castle, Nayantara had a favorite place: the reading room. There was something almost devotional in the smell and vastness of the books. Nayantara always thought books were a portal to a place the reader wanted to be. Nayantara wanted to read these books—to see where they could take her.

She used to sneak in when no one was looking. Bimala, the head servant, once caught her. Bimala acted strict but gave the younger servants “malpua” when no one else was looking. She told Tara not to go to the reading room, but whenever Nayantara lingered near it, Bimala pretended to look the other way.

The servants’ quarters were different from the main halls—shabbier and darker. There were many servants. They were separate and almost invisible from the rest of the world, moving like ghosts. Nobody saw them unless they were paying attention.

Everyone called Nayantara "Tara" for short. Her favorite among them was Buron Kaka, a gardener. Whenever a new flower bloomed, he brought one to Tara. She always kept it safe in a vase—well, actually a broken pot. She'd found it the day Bimala was about to throw it away. Her little bouquet was vibrant, filled from time to time with yellow, red, and blue blossoms that brightened her small space.

Before she knew it, her twelfth birthday rolled around. When she woke up, she was greeted by a flower from Buron Kaka. It was purple, and just perfect. The petals seemed to stare at Tara, as if telling her their tale. Tara squealed in delight, "Thank you, thank you, thank you!" "Arey, arey, it's okay," Buron Kaka replied.

As she sprang out of bed, another surprise waited for her—Bimala. Tara approached her timidly, brown eyes filled with curiosity. Bimala declared, "As it is your twelfth birthday, you may have a free day." Tara jumped with excitement, her mind already racing with the possibilities of what she could do. She thanked Bimala and sprinted off.

Chapter 2

By sunrise, she'd decided what she wanted to do. She'd often noticed a room where boys her age gathered to study. Once, she'd gone in to sweep the floor after they'd all left, and she'd been enthralled by it—the enormous chandelier casting a dim light, the blackboard standing proud and tall at the front of the room. As she drew closer, her curiosity pulled at her like a magnet. She peered through the window and pressed her ear to the nearest wall. The teacher was talking about something called addition, and Tara tried her best to understand it. His voice was muffled but deep, so she could make out most of it. She was so fascinated that she returned every day she was free.

One day, as the teacher explained subtraction, Tara was peering through the window as usual when a silhouette approached her. Her heart raced—it felt like it was trying to run away. That's what she should have done, but her feet refused to move She was stuck. Fear and panic fogged her mind, and it went blank. Her eyes went wide.

The silhouette finally took shape, after what felt like hours to Tara but was probably only minutes. It was a boy, around sixteen. His deep black eyes seemed to hold the secrets of the universe. His curly brown hair was unruly, as if it wanted to sprint around the whole world if it could. He was taller—much taller than Tara. She looked up at this stranger, her eyes full of fear, but beneath it, still full of curiosity. "I'm sorry," she sputtered. "I didn't mean to... please don't tell anyone."

What came in response surprised Tara even more—more than she'd imagined possible. He asked, "Do you want to learn?"

Chapter 3

Tara stared up at him, wide-eyed with surprise. "What?" she said at last. He repeated, "Do you want to learn?" That shocked her even further. At first,

she thought she'd misheard him, but when he repeated it, it became real. "Yes—but who will teach me? I'm a maid's daughter," she said. The reply came fast, without hesitation: "I will."

Tara was sure she was dreaming. Why else would someone want to teach her? It was unthinkable. "You're joking, right?" she finally asked. "No," he deadpanned. At last, the stranger convinced Tara he was serious. They agreed on a time and place to meet: the reading room, at three, when everyone else was resting in the afternoon.

Time flew by, and three o'clock finally arrived. Tara fidgeted with her sari, nervous, though a part of her was intrigued by what the boy had to offer. She arrived before him and stood looking at the books. "I wonder what this says," she wondered aloud, gazing at one.

She didn't expect a reply, but one came. "This one says History of Bengal." She jumped—it was the boy. He walked over and gently pulled the book from the shelf. "And this one..." He took another. "Meghnad Badh Kavya."
"Shall we begin?" the boy asked. Tara nodded. And so began the game of words.

Epilogue
Bengal, 2026

The archaeologist was investigating the newly discovered servants' quarters in the Tagore castle when, on a bedframe, he saw a carving:

IF YOU ARE READING THIS, THEN I'M REMEMBERED.

-NAYANTARA



PARMAR LAW

ATTORNEY-AT-LAW



Business Immigration:	EB5 Investor Visa EB1, EB2 and EB3 Green Cards PERM Labor Certifications U Visas Nonimmigrant Visas B1/B2, E1/E2, F1, H-1, H-2, K-1, L-1, R-1
Family Immigration:	Spouse, Children, Parents and Siblings NVC Filings
Other Immigration:	Naturalization Consular Processing Deportation and Removal
Civil Matters:	Business Closings Contracts Business Loan Workouts
Litigation:	Plaintiff and Defendant Representation Landlord Disputes Trial Settlement and Negotiations Uncontested Divorces



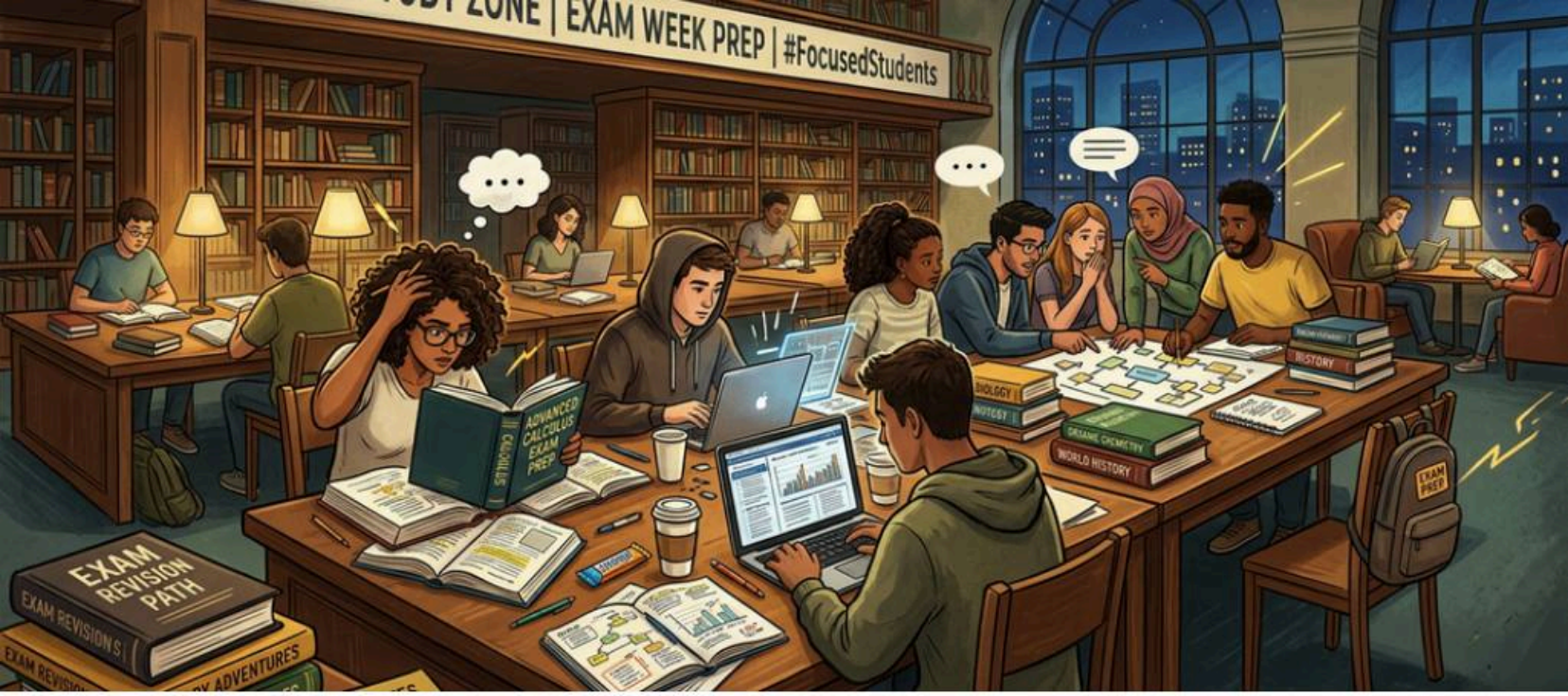
PRAKASH PARMAR

PRAKASH PARMAR was formely with Rampersad & Parmar Law Group and has over 25 years of experience in civil and immigration matters

WWW.PARMARUSLAW.COM

678-385-5919
prakash@parmaruslaw.com
400, Galleria Parkway Ste 1500 Atlanta, GA. 30339

678-205-2245
ptaimmlaw@gmail.com
3088 Mercer University Dr Ste 200 Atlanta, GA. 30341



DR. PANCHAJANYA PAUL, MD, FAPA

Ten Ways to Build Strong Memory for Exams

Standardized exams like the MCAT or LSAT often test not just understanding but memory — the ability to recall material learned months earlier. Two students with similar ability can score very differently depending on how well they retain information. As a student, I consistently earned top grades, and classmates assumed I was simply good at taking tests. In reality, my advantage was a trained memory that let me recall information quickly, leaving extra time for harder questions. Memory is a skill, and like any skill, it can be developed. Consider how easy it is to remember an engaging movie compared to a set of formulas from class. Movies stick with us because we pay close attention, discuss them with others, and absorb them through multiple senses at once — sound, imagery, emotion. Applying these same principles to studying can dramatically improve retention.

How Memory Works

Information enters the brain through the senses, mainly sight and hearing for most students. It travels along neural pathways and is initially stored in the hippocampus, the brain region responsible for forming new memories. Repeated review strengthens the neural connections tied to that information, making it easier to recall later. Without review, those connections weaken and the memory fades — which is why yesterday's events are easy to recall, but details from weeks ago are not. The encouraging takeaway: if you can remember a movie, you have the mental machinery to remember your coursework too.

Ten Strategies to Strengthen Memory

1. Pay Attention. Full focus during study or lecture is the foundation of learning. Multitasking or checking your phone while taking notes — with the plan to "catch up later" is an inefficient way to learn and makes long-term recall much harder. Undivided attention builds both stronger memory and more confidence in the material.

2. Ask Questions. Questioning what you learn forces active engagement with the material and

reveals gaps in understanding. Even when you think you already know something, seeking clarification reinforces the memory. Doing this within a study group or with a partner amplifies the effect.

3. Take Notes. Writing information down — especially by hand — engages the brain more deeply than passive reading and helps build stronger neural connections. A useful method: copy material from your course notes, then try to rewrite it purely from memory. Early attempts might only recover half the content, but with practice this improves. A good benchmark for mastery is being able to recall about 95% of the material without looking. If you can't recall something at home, it will be even harder under exam pressure.

4. Get Deep Sleep. New information first sits in short-term memory in the hippocampus; during sleep, it's consolidated into long-term storage in the cortex. Skimping on sleep — such as cramming through the night before an exam — impairs this process, slows thinking, and can cost you both accuracy and time on test day.

5. Use Repetition. After learning something, try teaching it to another person, then close your materials and attempt to reproduce it from memory. If you can't, review and try again. Repeat this cycle the next day, then after a few days, a week, two weeks, and a month. Spaced repetition steadily deepens memory.

6. Free Up Mental Space. In the weeks leading up to a major exam, limit new or irrelevant input — this includes TV, music with lyrics, and news — since it can crowd out material you're trying to retain. Instrumental music, by contrast, can support focus and lower stress. Because most exams are timed, quick recall matters as much as accurate recall, leaving room for the harder questions.

7. Give Information a Physical Place. Digital notes are convenient but not always ideal for memory. Writing information by hand — say, a list of terms in a notebook, highlighted or color-coded — creates a spatial and visual association. During an exam, picturing where and how something was written can help trigger recall.

8. Use Mnemonics. Acronyms and vivid, even silly, mental images make lists of information easier to retain, especially for visual learners. For example, hand-drawing anatomical diagrams — labeling structures and using color to distinguish healthy versus diseased tissue — takes more time upfront but builds much stronger recall than passive review.

9. Incorporate Audio. Engaging multiple senses reinforces memory, so supplement reading with audio or video, and take handwritten notes while listening. Studying with a partner and quizzing each other adds an active-recall element, and for auditory learners, listening back to recorded answers can be especially effective. Encoding the same material both visually and audibly builds redundancy into memory.

10. Use Flash Cards Effectively. Flash cards work best when handmade, since creating them requires actively deciding what's essential. Keep one set portable for reviewing during spare moments and post a second set around your living space for passive repetition throughout the day — while brushing your teeth, for instance. Alternate between recalling the answer with the card visible and without it and give extra repetition to the toughest topics.

Lifestyle and Long-Term Memory

Memory-building doesn't stop at study technique — daily habits matter too. Alcohol, marijuana, and nicotine use can weaken memory over time, as can diets high in processed foods and refined carbohydrates. Foods rich in omega-3s (such as wild fish and grass-fed meat and dairy) and choline (such as eggs and butter) support brain function. Keeping mental input minimal and focused before exams helps preserve clarity, and managing stress is essential, since chronic stress can shrink the hippocampus and impair learning. Underlying mental health conditions — depression, anxiety, ADHD, and others — can also affect memory, so seeking support when needed is part of protecting cognitive health.

I will end this article with the quote by Arthur Conan Doyle, from the novel A Study in Scarlet where Sherlock Holmes says, *"I consider that a man's brain originally is like a little empty attic, and you have to stock it with such furniture as you choose...Now the skillful workman is very careful indeed as to what he takes into his brain-attic. He will have nothing but the tools which may help him in doing his work, but of these he has a large assortment, and all in the most perfect order. It is a mistake to think that little room has elastic walls and can distend to any extent. Depend upon it, there comes a time when for every addition of knowledge, you forget something that you knew before. It is of the highest importance, therefore, not to have useless facts elbowing out the useful ones."*

STATE FARM INSURANCE

Phone: 770-998-1464
Fax: 770-998-1473
Email: glen@glenmonroe.com
Web: www.glenmonroe.com

STATE FARM® AGENT

Monroe Insurance Agency Inc.

Glen Monroe



Products Offered
Auto Insurance
Home and Property Insurance
Life Insurance
Health Insurance
Banking Products
Annuities

1875 Old Alabama Road
Unit 310
Roswell, GA 30076-2261

Office Hours: 8:30 to 5:00 M-F
After hours & Saturdays by Appointment

Durga Puja Greetings From

ALL EXTERMINATING
Cumming, GA

Services:
Termites, Pest Control, Mosquito Control, Termite Control, Termite, Pre-Treatments, WIIR Letters, Wildlife Control, Gutter Protection, Blowback Insulation, Vent Install, Vapor Barrier, Wood Insulation, Custom Hole Repair, And Many More....

256 Castleberry Industrial Drive
Cumming, GA 30040
PH: 770-887-2571
www.allexterminatingga.com

For All Your Exterminating & Wildlife Needs
Serving North Atlanta since 1989



ALOLIKA DUTTA

The Plight of a Boy Mom

Happy are the people
who have watched children grow.
And happiest are the boys
who have watched their mom
grow alongside them.
Broken arms.
Wounded knees.
Bruises in every shade.
Hulk fighting Abomination
in a red Lamborghini.
Minecraft on one screen,
while Mario takes his longest jump.
That is the plight of a boy mom.
The newest Taekwondo kick
landing on my HomeGoods vase.
A ninja stunt
on the staircase.
And the everyday shower routine
that feels like a water park.
That is the plight of a boy mom.
"Doesn't that sound scary?"
asks a lady,
quietly eyeing
the neatly lined-up spaghetti
on my table
while we wait for our food
at McDonald's for the sixth time that week.
But wait...
Was it the spaghetti
that gave away
the plight of a boy mom?
Or the messy bun?
The Hot Wheels stickers
on my rare find Louis Vuitton?
Or the shoes
still wearing yesterday's soccer mud?
No, nothing can explain
the plight of a boy mom,
The broken vases.
The muddy shoes.
The superhero battles.
The endless energy.
Because one day
all of this will disappear.
And yet,
the plight of a boy mom
will never leave.
Because a boy mom knows
how much she loves
being a boy mom.
To ride a roller coaster
every day in her home.
To snuggle a little longer,
because boys can't get over their moms.
To run a little faster,
just to keep up.
And to grow,
while watching her little boy
grow beside her.

CUEMATH

Making Kids MathFit™

FOR BENGALI ASSOCIATION OF GREATER ATLANTA FAMILIES

Where children learn to think, not memorize.

Cuemath is the K–12 math program built on one idea: children who **understand** math never fear it. Every child learns with a dedicated **math coach** on a curriculum shaped to exactly how they think.

10K+	80+	2,500+	★ 4.9+
STUDENTS TAUGHT	COUNTRIES	COMPETITION WINS	TRUSTPILOT RATED

Personalized Math Coaching

A dedicated coach and a K–12 curriculum built around your child — not a group class.

MathFit™ Family Events

Hands-on math events we host with BAGA — free, joyful, and open to every family.

Free Math Evaluation

A free 60-minute session that shows you exactly where your child stands, and where they can go.

BOOK DIRECTLY FOR YOUR CHILD

Claim a free 60-minute math evaluation.

Scan the code or visit the link below. Open to all BAGA families — no membership required.

cuemath.com/pta/baga

IN PARTNERSHIP WITH

Bengali Association of Greater Atlanta

Cuelearn Inc., 8 The Green, STE A, Dover, DE 19901 · cuemath.com

VIRTUE
Investment Group



LOOKING FOR

New Office?

Strategic Location | Professional Space | Proven Market

Move-In Ready | Built-to-Suit Office Spaces

678-693-3333

Alpharetta • Roswell • Marietta • Woodstock



RITUPARNA GHOSH

Memories over Miles

For Bengalis, travel has always been part of who we are. Some might call us travel addicts, and honestly, they wouldn't be entirely wrong. Exploring new places, meeting new people, and creating memories have always brought us immense joy. In fact, we spent the first eight years of our marriage travelling extensively before even thinking about becoming parents. Then life took an unexpected turn.

When our son, Rutvik, was four months old, we learned he had an extremely rare eye condition that would leave him visually impaired. In that moment, it felt as though our world had come crashing down. Like any new parents, we'd dreamed of showing our child the world, and suddenly those dreams felt impossible. We wondered if travel would ever be part of our lives again.

But Rutvik taught us resilience long before he could even speak. Within months, we decided that fear would not define our future. Before his first birthday, he had already travelled multiple times. His first flight was for a medical appointment in Michigan. As first-time parents travelling with an infant, we were already nervous — and to make matters worse, our luggage was mistakenly sent on another flight. We checked into our hotel close to midnight with nothing but a bottle of milk, a diaper bag, and a spare set of clothes. The next morning began with emergency shopping trips to Costco for clothes and Target for baby essentials.

That was our introduction to travelling with a baby. Things didn't improve much after that. After Rutvik's first birthday, we flew to India, only to discover that all our luggage had been delayed. Thankfully, we had travel insurance, which covered our expenses — and honestly, shopping in India with insurance money wasn't the worst thing that could happen. Shopping in your home country brings a unique kind of happiness that's hard to explain.

In 2024, we embarked on an unforgettable trip to Europe covering Paris, Germany, Switzerland, and

Brussels. However, we missed our flight because of long TSA lines at Atlanta's Hartsfield-Jackson Airport. The airline rebooked us through Amsterdam, but once again our luggage disappeared — and as expected, Rutvik's was the only bag that never arrived. Sometimes it feels like he has a special talent for attracting travel mishaps. As if a one-in-a-million eye condition wasn't enough, every trip seemed to hand him a brand-new challenge.

Yet every journey has given us something far more valuable than just a smooth vacation. It's called perspective.

We almost always travel with organised tour groups because it lets us keep our brains at home and simply enjoy the experience. One of the greatest gifts of group travel is the people you meet along the way. During our European trip, our fellow travellers started as strangers and quickly became friends. For six days, we laughed together, shared stories, and supported each other like family.

This summer, we travelled through Scandinavia, visiting Finland, Sweden, Denmark, and Norway. The beauty of those countries is hard to describe. Our tour group had around fifteen people across seven families, and Rutvik was the only child. Many people admired how well he travelled, but we always give him the credit. He has taught us patience, flexibility, and the ability to embrace uncertainty with a smile.

Travel has also shown us that everyone carries invisible burdens. We met a woman who always travels alone because her adult daughter is autistic, making family vacations nearly impossible. We met a couple who lost their son when he was just nineteen and found solace in travel after their unimaginable loss. Listening to their stories reminded us that every family is fighting battles we know nothing about.

By now, we have visited all 50 U.S. states, with Rutvik accompanying us to 15 of them. Raising a child with special needs has taught us to slow down, be patient, and appreciate moments others might take for granted. We work hard to meet his needs, but we also make it a point to seize every opportunity to explore the world together.

For us, life's greatest investment isn't a bigger house or a fancier car. It's the memories we create, the people we meet, and the experiences we share as a family. The road ahead for Rutvik may be uncertain, but one thing isn't: we will keep travelling it together.

the eurospot
MAINTENANCE TO MOTORSPORT

Paul Lorenzen
Owner, The EuroSpot, LLC
3690-B Lawrenceville-Suwanee Rd
Suwanee, GA 30024
P: 770-932-5267
E: TheEuroSpot@gmail.com



SUBHRO MAITRA

THE GREAT GLOBAL CIRCUS

A Satirical Retelling of FIFA World Cup 2026

INTRODUCTION: THE SUMMER WE ALL LOST OUR SANITY

The FIFA World Cup 2026 was not merely a sporting event—it was a global stress test designed to measure how much emotional damage humans can endure while watching twenty-two people chase a ball. Forty-eight nations participated, though judging by some performances, a few teams seemed unaware they'd been invited.

Across the USA, Canada, and Mexico, stadiums overflowed with fans, drama, and overpriced snacks. Meanwhile, Bengalis worldwide, transformed into tactical philosophers, shouted instructions at players who—shockingly—could not hear them from eight thousand miles away.

THE OPENING CEREMONY: A TECHNOLOGICAL MELTDOWN WITH FIREWORKS

Los Angeles hosted an opening ceremony that looked like Cirque du Soleil after three cups of espresso. Dancers twirled, drones zig-zagged, holograms flickered, and at least one robot appeared to question its life choices.

The announcer switched languages so rapidly that even polyglots suffered whiplash. Then came the mascot: a creature that looked like a taco that had swallowed a maple leaf and sprouted eagle wings. Children adored it. Adults Googled "Is this legal?" Social media christened it "TacoLeafEagle," proving once again that the internet is undefeated.

GROUP STAGE: WHERE LOGIC WENT ON VACATION

Argentina: The Drama Department

Argentina arrived with confidence, charisma, and enough flags to start their own country. Their matches oscillated between divine brilliance and utter confusion. One moment they played like gods; the next, like a WhatsApp group trying to coordinate a picnic.

Brazil: Samba Interrupted

Brazil dazzled early, scoring goals that made physics professors reconsider their careers. Then came a shocking defeat that silenced even the loudest fans. For forty-eight hours, Brazil collectively pretended football didn't exist.

The Underdogs: Barking Loud

Japan, Morocco, and the USA delivered performances that made analysts say, "This is historic!" and gamblers say, "This is financially devastating."

THE FANS: THE REAL CHAOS ENGINEERS

The Bengali Brigade

Bengali fans worldwide took the World Cup more seriously than their cholesterol levels. Every household had:

- One self-declared tactical genius
- One person explaining offside incorrectly
- One person frying snacks
- One person screaming "Referee biased!" every ten minutes

The living room became a war zone. The sofa became a stadium. The TV became a victim.

Mexico: The Wave Factory

Mexican fans performed the Mexican Wave so frequently that stadium chairs developed motion sickness. Their energy levels could have powered the entire tournament, if only FIFA had thought to plug them in.

Canada: Polite Pandemonium

Canadian fans apologized after losing, then apologized again after winning. One fan apologized to the ball for being kicked too hard.

REFEREES & VAR: THE UNINTENTIONAL COMEDY DUO

VAR (Video Assistant Referee) was supposed to reduce controversy. Instead, it became the world's most expensive buffering symbol.

During one match, VAR took so long to decide that fans finished their snacks, refilled them, and finished again.

The referee stared at the screen like a man trying to understand his electricity bill.
Memes exploded:

- "VAR is thinking... please wait."
- "Referee.exe has crashed."
- "VAR: because football wasn't dramatic enough."

QUARTERFINALS: PENALTIES, PANIC & PUBLIC SUFFERING

Penalty shootouts dominated the quarterfinals. Players approached the spot with the expression of students facing board exams. Goalkeepers performed acrobatics, yoga poses, and interpretive dance to distract shooters.

One goalkeeper winked at the camera before saving a penalty. He became a global heartthrob overnight; his fan club now has chapters in seventeen countries.

Heartbreaks were loud. Heroics were louder. Fans everywhere aged at least five years.

SEMIFINALS: THE THEATRE OF THE ABSURD

Match 1: Tactical Torture

Two teams played such a strategic game that viewers felt they were watching chess disguised as football. Every pass was calculated. Every fan was confused. Commentators used phrases like "triangular compression" and "inverted spatial geometry," which meant nothing to anyone, including themselves.

Match 2: Emotional Earthquake

Goals, equalizers, near misses, and one miraculous pass made while slipping—this match had it all. Commentators nearly fainted. The internet melted. One fan reportedly proposed marriage to his TV!

THE FINAL: THE NIGHT THE WORLD STOPPED FUNCTIONING

New York hosted a final that felt like a Bollywood climax directed by Christopher Nolan. The stadium vibrated with energy. Fans sang national anthems louder than the speakers. Players walked out with determination, nerves, and possibly indigestion.

The match was a masterpiece—end-to-end action, heroic saves, and one goal that made everyone question whether the scorer had superpowers or simply ignored physics.

Fireworks lit the sky. Confetti rained down. One overexcited fan attempted to climb a barrier and was politely escorted back by security, who had seen worse.

THE AFTERMATH: POST-WORLD CUP DEPRESSION

When the tournament ended, evenings felt empty. TV screens looked abandoned. Snacks felt purposeless. Fans wandered around aimlessly, unsure what to do with their hands.
Bengalis, however, continued arguing for weeks:

- "That goal shouldn't have counted."
- "The referee was biased."
- "If I were the coach..."

Life slowly returned to normal, but the memories remained—joy, heartbreak, laughter, and the universal truth that football is not just a game. It is a global therapy session disguised as a sport.

WHY WE LOVE THE WORLD CUP (DESPITE EVERYTHING)

Because it unites the world. Because it gives us stories. Because it lets us believe—if only for a moment—that anything is possible.
And because every one of us secretly thinks we could have scored that goal.

CONCLUSION: UNTIL 2030...

The FIFA World Cup 2026 was a carnival of humanity—loud, colorful, unpredictable, and gloriously absurd. It proved once again that football is the greatest drama ever written, performed by twenty-two actors on a green stage, watched by billions who laugh, cry, and scream together.

As we wait for 2030, let us cherish the madness we witnessed. And let us proudly declare, in true Bengali spirit:

Football is not just a game. It is our annual excuse to be gloriously, unapologetically dramatic.



Thoughts on the Soul, Atman

Niranjan Talukder

In the Gita's second chapter, Godhead Krishna
Imparted to His dearest friend and disciple Arjuna
The supreme knowledge about our innermost being.
We must take utmost care to grasp its true meaning.
Our real self is the eternal, indestructible Soul;
Bodies are born and die, but imperishable is the Soul.

The twenty-second verse of that second chapter
Deserves our rigorous consideration with closest care.
As a man discards worn-out clothes to put on new ones,
The Soul sheds worn-out bodies and takes on new ones.
Yet the analogy has limits, since the Soul is omnipresent,
While a man at any moment can be at one place present.
Read too plainly, this verse could easily mislead one
To think a single soul sheds one body to get a new one.
But the Soul discards innumerable worn-out bodies
And at the same time takes on innumerable new bodies.

The twentieth and thirty-ninth verses of the tenth chapter
Imply that expressions of the same Soul all beings are.
This is affirmed by Advaita Vedanta saying that Atman,
The Soul, is the same as the eternal, limitless Brahman.
My Soul and your Soul are the same Atman, not diverse.
Various are Atman's expressions, all over the universe.



অপার বাংলা

সম্পাদনা : শুভ নাথ

www.aparbangla.net

শারদীয়া ২০২৬

ত্রৈমাসিক বাংলা সাহিত্য ওয়েবজিন

আটলান্টা থেকে প্রকাশিত — সাহিত্য যাত্রার আট বছর

এই সংখ্যার লেখকেরা

- তসলিমা নাসরিন
- তিলোত্তমা মজুমদার
- স্মরণজিৎ চক্রবর্তী
- অমর মিত্র
- হর্ষ দত্ত
- কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়
- নবকুমার বসু
- উল্লাস মল্লিক
- নলিনী বেরা
- ভগীরথ মিশ্র
- সুপ্রিয় চৌধুরী
- কণা বসু মিশ্র
- জয়ন্ত দে
- ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
- ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
- রাজশ্রী বসু অধিকারী
- রতনতনু ঘাটি
- দীপান্বিতা রায়
- রুদ্র শঙ্কর
- অজিতেশ নাগ
- সাগরিকা রায়
- ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
- চুমকি চট্টোপাধ্যায়
- সাবিনা ইয়াসমিন রিংকু
- পাঞ্চালী দত্ত
- রম্যাণী গোস্বামী
- মধুজা ব্যানার্জী

এবং আরও অনেকে...

এই সংখ্যায়

উপন্যাস | ছোটগল্প | কবিতা | অণুগল্প | ফিচার

প্রবন্ধ | অনুবাদ | ভ্রমণ | রম্যরচনা | রান্নাঘর | বিনোদন

www.aparbangla.net

সজল চট্টোপাধ্যায়

শতাব্দীর সার্বজনীন

১৯২৬
কেরোসিনের কুপির আলোয়, কাঁসর ঘণ্টা বাজে।
ধনী, গরিব নির্বিশেষে মাতলো পুজোর সাজে।
ঢাকের বোলে উঠছে এখন আগমনীর সুর,
সিমলা ব্যায়াম সমিতি হলো খুশিতে ভরপুর।

ঊনিশ শো ছাব্বিশ সালের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে,
অতীন বসু, মহেন দত্ত দেবী আবাহনে
দিলেন বিপ্লব বার্তা। দুর্গা ভারত মাতা।
আখড়ার এই জমায়েতে স্বাধীনতার গাথা।
হোগলা পাতার ছাদের নীচে, একচালার ওই মূর্তি,
খদ্দরেতে সাজলো বলে, স্বদেশীদের ফুর্তি।
নেতাই পালের কারিগরি, তুষ্ট সবার মন।
সর্ব জনে যোগ দিয়েছে, সবার নিমন্ত্রণ।

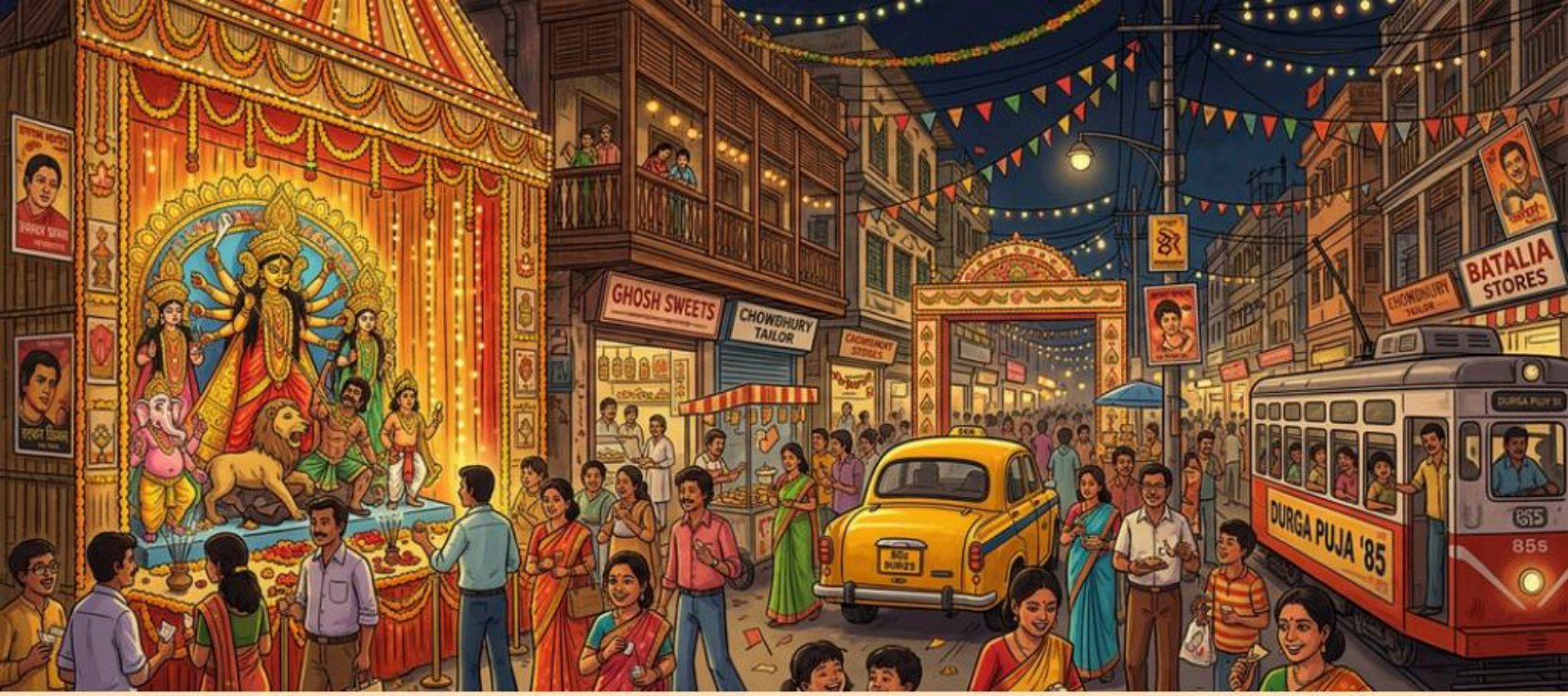
ঊনিশ শো ঊনচল্লিশ সালে ধন্য সমিতি।
নেতাজি সুভাষ হলেন নতুন সভাপতি।
সার্বজনীন ভোটাধিকার, সার্বজনীন শিক্ষা—
ভারত কবে মুক্ত হবে, তারই প্রতীক্ষা!!

২০২৬
ধানের ঠাকুর, পাটের ঠাকুর, ছিপি বা নারকেল।
সেফটিপিনে গড়ছো ঠাকুর, হচ্ছে না আক্কেল?
কত শত রূপান্তর একশো বছরে—
থার্মোকলে গড়া ঠাকুর যাচ্ছে প্লেনে চড়ে।
সিডনি, লন্ডন, কিংবা নিউ ইয়র্ক বাসী—
সার্বজনীন পুজোয় মাতে দেশী ও প্রবাসী।

খাদি, তসর সেকেলে সব—ঠাকুমার তোরঙ্গে।
জামদানি, সিল্ক, বালুচরি, কুর্তা পাজামার সঙ্গে
লেহেঙ্গা আর ধুতি-প্যান্ট। ফিউশনের এই ফন্দি।
চেনা কোনো ফর্মুলা তে থাকবে নাকো বন্দী!
থিমের পুজোয় কুম্ভমেলা, সোমনাথ মন্দির।
সন্ধ্যে হতেই রেশমি আলোয় উপচে পড়ে ভিড়।

স্টোরি এখন আপলোড হয় সন্ধিপুজোর আগে।
লাইভ অঞ্জলি আসে মুঠোফোনের বাগে।
হ্যাশট্যাগে বাঁধা পড়ে মহামায়ার হাসি।
লাইক--শেয়ার-কমেন্ট পেতে ব্যস্ত জগৎবাসী।
ভক্তি যখন ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়া তে—
সময় আর দূরত্ব? আসে কি যায় তাতে?

শুরুর সময় দেশভক্তি, এখন সংস্কৃতি।
যার জন্য ইউনেস্কোর বিশেষ স্বীকৃতি।
সার্বজনীন সুখের রসদ, সর্বজনের প্রাণ।
আরেক বছর অপেক্ষা ফের, মন করে আনচান।



নীল মজুমদার

দুর্গাপুজো: স্ক্রোল আর সোয়াইপের আগের সেই কলকাতা

দুর্গাপুজো নিয়ে লিখতে বসলে মনটা অজান্তেই পিছিয়ে যায়—ফিরে যায় আমার ছেলেবেলার কলকাতায়। বিশ্বায়নের ঢেউ তখনও শহরটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি, ইন্টারনেট আমাদের জীবন দখল করেনি, আর নানারকম অ্যাপ এসে আমাদের বিকেলগুলোকে গিলে খায়নি। সে ছিল একটু ধীরগতির কলকাতা, কিছুটা কোমলও—যেখানে জীবনের নিজস্ব ছন্দ তখনও পাড়ার রাস্তায় রাস্তায় শোনা যেত। আর দুর্গাপুজো নিছক একটি উৎসব ছিল না; ছিল একান্ত ব্যক্তিগত, সর্বগ্রাসী এক অনুভব।

আমাদের বাড়ি ছিল দক্ষিণ কলকাতার একেবারে প্রাণকেন্দ্র মুদিয়ালিতে—ঠিক উল্টোদিকেই রবীন্দ্র সরোবরের বিস্তীর্ণ সবুজ। বাড়ি থেকে এক মিনিট হাঁটলেই শহরের অন্যতম বিখ্যাত পুজোমণ্ডপ—মুদিয়ালি ক্লাব। বছর বছর পুরস্কার জিতত। চোখধাঁধানো থিম আর রাজকীয় প্রতিমা দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করতেন। কিন্তু আমাদের কাছে ওটা ছিল স্রেফ পাড়ার পুজো—যেখানে হাওয়াই চটি পরে হেঁটেই চলে যাওয়া যায়, পুজো কমিটির কাকুদের সবাইকে চেনা যায়, আর একটু আদর-আবদার করে এক প্যাকেট বাড়তি ভোগও জোগাড় করা যায়।

একেবারে কাছেই ছিল সাউথ এন্ড ক্লাব। হয়তো মুদিয়ালির মতো অতটা জাঁকজমক ছিল না, কিন্তু তার মধ্যে ছিল খাঁটি পাড়ার পুজোর প্রাণ। তবে আমরা কৈশোরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ঠাকুর দেখার মানচিত্রটাও ক্রমশ বড় হতে লাগল। টান বাড়ল কলকাতার বিখ্যাত সব পুজোর দিকে—বালিগঞ্জ কালচারাল, সমাজসেবী সংঘ, ত্রিধারা, সিংহী পার্ক, একডালিয়া এভারগ্রিন। সেগুলো শুধু প্যান্ডেল ছিল না; বাঁশ আর কাপড় দিয়ে গড়ে তোলা এক-একটি স্বপ্নরাজ্য—হ্যালোজেনের আলোয় মায়াবী, শব্দে আর দৃশ্যের জৌলুসে জমজমাট।

আর নিজেদের মধ্যে সত্যিটা স্বীকার করাই ভালো—এই আকর্ষণের আরও একটি কারণ ছিল। ভিড়! আরও স্পষ্ট করে বললে, সেই ভিড়ের মেয়েরা। মনে হতো, কলকাতার যত সুন্দরী মেয়ে সারা বছর কোথায় যেন আত্মগোপন করে থেকে পুজোর ওই পাঁচটি দিনেই এক অলৌকিক মহাজাগতিক ঘটনার মতো রাস্তায় নেমে আসত। হয়তো টুনিলাইটের নরম আলো, নতুন শাড়ি আর চুড়িদারের দোলা, কিংবা পুজোর বাতাসেরই কোনো অজানা জাদু—সেই ক'দিন অতি সাধারণ মুখও আশ্চর্য এক আলোয় ঝলমল করে উঠত। আর আমরা যারা তখন সদ্য কৈশোরের গোলকধাঁধায় পথ খুঁজছি, তাদের কাছে সন্ধ্যার প্রতিটি ঠাকুর দেখা যেন সত্যজিৎ রায়ের কোনো রোম্যান্টিক ছবির দৃশ্য—অন্তত আমাদের নিজেদের কল্পনায়!

সে সময় গান ভেসে আসত না স্পটিফাই থেকে। প্যান্ডেলের মোড়ে রাখা বিশাল বিশাল বাক্স-স্পিকার থেকেই ছড়িয়ে পড়ত চারদিকে। প্রতি বছর পুজোর আগে এইচএমভি, ইনরেকো আর মেগাফোন প্রকাশ করত নতুন পুজোর গান। কিশোর কুমার,

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সুবীর সেনের মতো কিংবদন্তিরা সেইসব গান রেকর্ড করতেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গীতিকারদের লেখা কথা আর সলিল চৌধুরী, শ্যামল মিত্র, আর. ডি. বর্মণসহ বহু অসামান্য সুরকারের অবিস্মরণীয় সুর ধূপের গন্ধের মতো ছড়িয়ে পড়ত পুজোর বাতাসে। আজও "আমার পুজার ফুল" কিংবা "পাগল হাওয়া" শুনলে বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করে ওঠে। একটি মাত্র সুর—আর মুহূর্তের মধ্যে ফিরে যাই সেই ভিড়ের মধ্যে; এগরোলের জন্য ধাক্কাধাক্কি করছি, আবার বন্ধুদের চোখের আড়াল না করারও প্রাণপণ চেষ্টা চলছে।

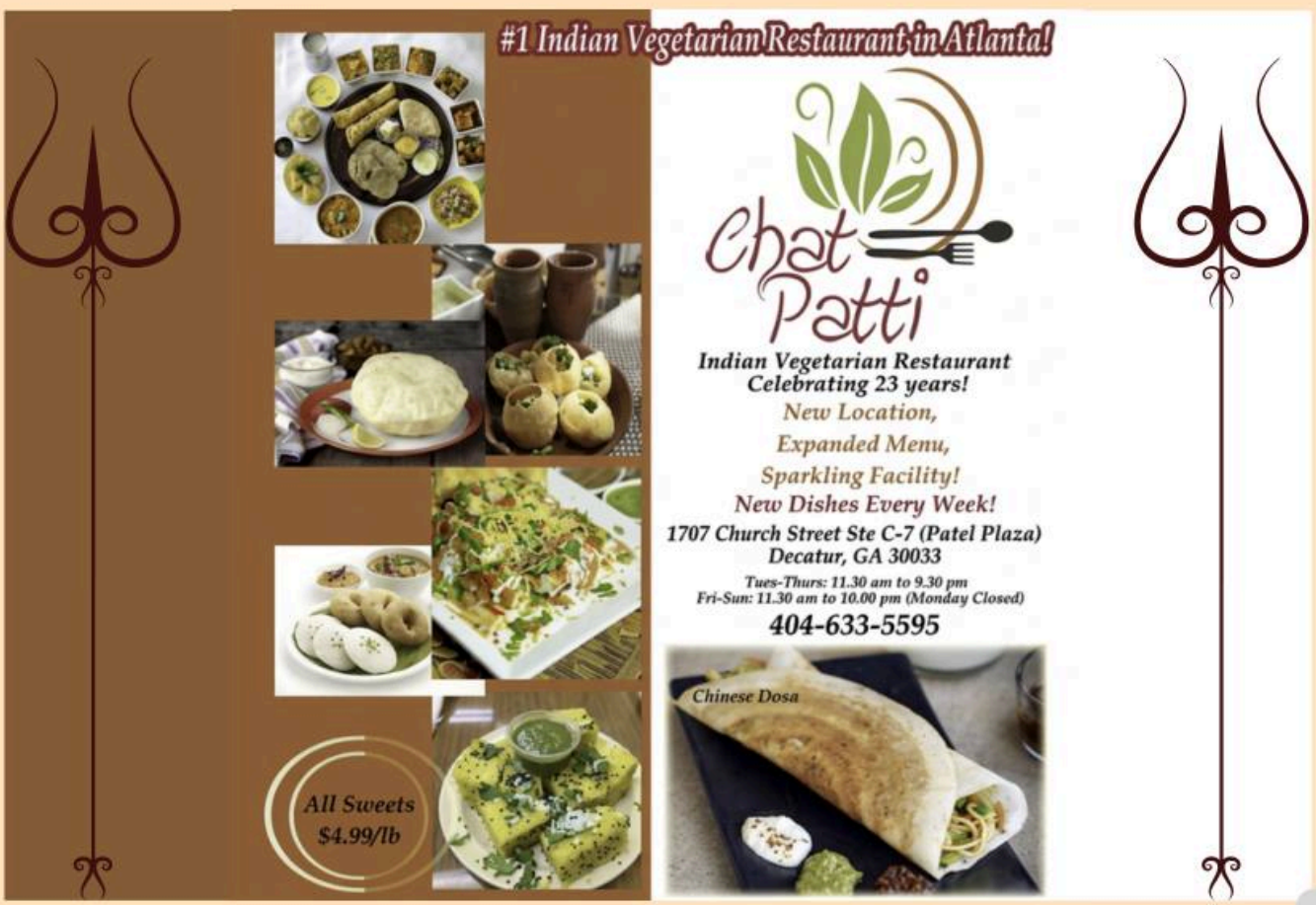
তখন মোবাইল ফোন ছিল না, সেলফি ছিল না, পথ দেখানোর জন্য জিপিএসও ছিল না। ছিল অচেনাকে আবিষ্কারের রোমাঞ্চ আর চেনা অভ্যাসের নিশ্চিন্ত আরাম। স্কুল থেকে ফিরে ব্যাগটা ছুড়ে ফেলেই আমরা ফুটবল খেলতে ছুটতাম রবীন্দ্র সরোবরে—ইনস্টাগ্রামের পর্দায় আঙুল চালাতে নয়। কোন জিনিসটা তখন 'ট্রেন্ডিং', সে প্রশ্ন করার দরকার পড়ত না। জীবনকে পর্দায় দেখতাম না—জীবনটা বাঁচতাম।

আজ আটলান্টায় দুর্গাপুজো উদ্‌যাপন করতে গিয়ে দেখি, অন্য এক আকাশের নীচে আবার জড়ো হয়েছে বহু পরিচিত মুখ। সেই গন্ধ, সেই শব্দ, ঢাকের বাদ্যি, সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে ভোগ পাওয়ার সেই চিরন্তন আকুলতা—সবকিছুর উচ্চারণ হয়তো এখন কিছুটা আলাদা, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত স্পন্দনটি নির্ভুলভাবে একই।

এ কলকাতা নয়। তবু পুজোর আত্মা আজও বেঁচে আছে।

মা আজও ঘরে ফেরেন।

আর তাঁর টানেই ঘরে ফিরি আমরাও।





অয়ন চক্রবর্তী

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬ ও আটলান্টা

মাত্র ৫ ফুট ৭ ইঞ্চির শান্ত, নিরীহ ছাঁচের জাদুকর-মানুষটা শরীরটা হাল্কা ঝাঁকিয়ে যখন ডানপায়ে বলটা নিলো, ইংল্যান্ডের দুইজন ডিফেন্ডার একমুহূর্তে কেটে গ্যালো, বলটা ক্রস হলো। ঠিক সেই সময় একটা দূরত্ব ও উচ্চতায় গোলকিপার পিকফোর্ড এগিয়ে গিয়ে বুঝলো বলটা বাতাসে ইনসুইং হচ্ছে। একটা পালকের মতন। কাজেই নাগাল পাবে না, পিছিয়ে এলো। ডিফেন্ডার জন স্টোন'র একটু পিছনে বল বেরিয়ে গেল। হেড এ পেলোনা। পিছনের ডিফেন্ডার মর্গ্যান রজার এর একটু আগে বল; লাউতারো মার্তিনেস। হেড করলেন। বল নিখুঁতভাবে পৌঁছালো নেটে। এরপরে শুরু হাততালি এবং মাঠে আর্জেন্টিনার সমর্থকদের বিস্ফোরণ।

এই লেখা যারা পড়ছেন এবং যারা আমায় চেনেন তারা জানেন আমি ঘোরতর মেসি-র সমালোচক। কিন্তু এই গোল এর অ্যাসিস্টটি আমায় দেখা বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ একটি পাস, যা ইংল্যান্ড র ৬০ বছরের পর ফাইনালে যাওয়া স্বপ্ন শেষ করে দিল। মাঠে তখন বসে ছিল আমাদের বন্ধু রাজেন, দেবেন এবং সিনিয়র রক্তিমদা, ওদের জন্য আমার আনন্দ ও হিংসা একসাথেই হচ্ছিল। কেন আমি সেদিন মাঠে ছিলাম না ?

এবারের বিশ্বকাপ ২০২৬-র ৮ টি খেলা সর্বমোট পড়েছিল আটলান্টায়। প্রতিটি খেলায় আমাদের সেই সুন্দর বাগা কমিউনিটির কেউ না কেউ মাঠে ছিল। আর্জেন্টিনার প্রবল সমর্থক অরিজিৎ, সম্রাট, অসিত, সৌরভ, সন্দীপ মন্ডল, প্রভাত, অনিন্দ্য নাম সবার আগ। ব্রাজিলের সমর্থকদের মধ্যে রুমি, জ্যোতির্ময় পাল, সুমন্ত, অভীক, কুমারজিৎ র 'হৃদয় এ সর্ষে' - অলওয়েজ।

বিশ্বকাল শুরুর এক বছর আগে থেকে ফিফা লটারিতে নাম দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ তারিখ মনে রাখা, পরে টিকিট কাটা, চিঠি পেতে সাহায্য করা, স্টেডিয়ামে যাওয়া ও বিশেষ করে সবাই সবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সবসময়। আমরা অনেকেই মাঠে ট্রেন করে একসঙ্গে হইহই করে স্টেডিয়ামে গিয়েছি। প্রিয় দলের দাবি লড়ে, মুখে পতাকা পেইন্টিং করে, গান গাইতে গাইতে "সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল"।

স্টেডিয়াম চত্বরে মেতেছি আনন্দময় উৎসবে। যোগদান করেছি ফিফা ও সমর্থকদের আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্টে; ফ্রি সুভেনিয়ার নিয়েছি লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে; উপভোগ করেছি এই খেলার জন্য নানা দেশ থেকে আসা মানুষেদের সঙ্গ। মাঠে ঢুকে পিচে একসঙ্গে বসে খেলা দেখেছি, হেসেছি, কেঁদেছি। প্রিয় দলের জিত বা হার এ । আমি ও আমার ছেলে আকাশ দুটি খেলায় স্টেডিয়াম এ ছিলাম, স্পেন-সৌদি এবং ইংল্যান্ড-কঙ্গো খেলায় আমরা ফিফা লটারীর টিকেট পেয়েছিলাম। স্টেডিয়াম এ গিয়ে দেখা হয়েছিল অমিত পোদ্দার, অভিষেক-তনুশ্রী, লোকেশদা, রূপদা, দেবাশীষদের সঙ্গে! সে কি আনন্দ! আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ছবি দেখেছি অনির্বান-রায়--সৌরভ-রাতুল। ওরাও ছিল গ্যালারিতে। একটা

খেলায়। অনেক উদ্দীপনা আনন্দ করছিল, খুব ভালো লেগেছিল ছবিটা দেখে। নকআউট রাউন্ড থেকে জার্মানি দ্রুত বিদায়ের পরেও বিশ্বকাপ স্পোর্টিংলি এনজয় করা মনে থাকবে সবসময় অমিত পোদ্দার র জন্য; মনে থাকবে রুমি গিয়েছিল ওর স্ত্রী ও ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটাকে নিয়ে একটি খেলায়; দেখা হয়েছিল দেবাশীষ ওর ছেলে র সঙ্গে মেমেন্টোর ষ্টল এ; সবার প্রিয় ডি-সি, নীলদা, রক্তিমদার খেলার উত্তেজনায় চোখমুখ ঝকঝক করছে দেখে ভীষণ ভালো লেগেছিল। বিশ্বকাপের একঘেয়ে পরিসংখ্যান দিয়ে এই লেখা ভরানোর কোন ইচ্ছে আমার নেই, বরং বলি স্পেনের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় কেপ ভের্দে গোলকিপার ভজিঙ্গার অমানুষিক লড়াই, ইনজুরি কাটিতে জামালের অনবদ্য রান, ইংল্যান্ড বনাম কঙ্গো খেলায় দুর্দান্ড লড়াই, হ্যারি কেনের দুটি অসামান্য গোল, উজবেকিস্তানের প্রথম বিশ্বকাপে খেলা এবং ডিফেন্ডার খুসনভ র স্পিড ও কাভারিং, এবং সবকিছুর ছাপিয়ে সেমিফাইনালে জাদুকর লিওনেল মেসির দুটি গোলের পিছনে অবিশ্বাস্য অবদান - প্রতিটা মুহূর্ত মনের স্মৃতিকোঠায় চিরকালের জন্যে খোদাই হয়ে গেছে।

একমাসের কিছুটা বেশি চলা বিশ্বকাপ ফুটবলে আমরা সবাই মজে গিয়েছিলাম। বাগার প্রায় সব সদস্যেরই এই ক'দিন হাসি-কান্না, ঝগড়া-তর্ক নিয়ে কেটে গেল জীবনের এক অপুর্ব চ্যাপ্টার। এখন অপেক্ষা করে আছি ২০৩০ বিশ্বকাপের জন্য। সে হবে ১০০ বছরের বিশ্বকাপ। আমাদের পরের প্রজন্মের বাচ্চারা স্টেডিয়ামে গিয়েছিল অনেকেই। ভবিষ্যতে অন্য বিশ্বকাপে নিঃসন্দেহে আরো অনেকে যাবে। আবার বাগার অনেকে বাড়ি বসেই খেলা উপভোগ করেছিলেন। খেলা দেখা ও খানাপিনা এক সঙ্গে; সেও এক উৎসব। আমার মা ছিলেন আটলান্টা এ; তাই ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে সবাই মিলে পর্তুগাল-ক্রোয়েশিয়া খেলাটা আমরা বাড়িতেই দেখলাম। এছাড়াও কৌশিক বর্ধন , পার্থদা, অভ্রদা অন্য শহর এ গিয়েও খেলা দেখেছে। আমরা সেসব ছবি খুব আনন্দ করে দেখেছি। দীপঙ্কর রায়, শুভ-চৈতালিদের ফ্যামিলি জার্সি পরে খেলা দেখতে গিয়েছিলো। মৌসম-সৌরভ-অনির্বান তিনমূর্তিও গিয়েছিলো গ্রাউন্ড এ খেলা দেখতে। অনেক বন্ধুরা সকার বার এ বসেও খেলা দেখেছে একসঙ্গে। প্রসঙ্গত বলি, ২০১০ এ সাউথ আফ্রিকার জোহান্সবার্গে সকার সিটির এলিস পার্ক স্টেডিয়াম এ প্রথম বিশ্বকাপ দেখতে গিয়েছিলাম আমার বাবা আর শ্বশুরমশাইকে সঙ্গে নিয়ে; দেখেছিলাম ৪-৫ টি খেলা, চোখের সামনে তরুণ মেসি, কাকা, সুয়ারেজ, ফোরলান, মাসচেরানো, রবিনহো। এবং ১০ মিটার দূর থেকে দেখেছিলাম আমাদের স্বপ্নের, ফুটবলের ভগবান দিয়েগো ম্যারাডোনাকে। উনি তখন আর্জেন্টিনার কোচ।

আমার বাবা আর শ্বশুরমশাই তারা হয়ে মিশে গিয়েছেন আকাশে, আমিও একদিন মিশে যাব। বলতে দ্বিধা নেই, আটলান্টার সৌজন্যে আমার ছেলে আকাশের মনের মধ্যে আমার সাথে বিশ্বকাপ দেখার স্মৃতিটা রেখে যাবার সুযোগ পেলাম।



সকলকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা

DEB'S
CATERING

Contact: **Jayanta Chandra Deb**,
owner of Deb's Groceries

We prepare homestyle Bengali and Indian food for Puja and all kinds of house parties.

Note: We also prepare all vegetarian food completely separately.

Please call this number in advance for any order.

678-717-9056

রবীন্দ্র চক্রবর্তী

হাওয়ায় ভেসে ভেসে

কত রাস্তা পেরোলে পরে,
মানুষ হবে সে?
কত সাগর পাড়ি দিলে,
ঘুমায় পাখি এসে?
বন্ধ হবে অস্ত্র কবে,
কত যুদ্ধ শেষে?
উত্তরহীন প্রশ্ন বেড়ায়
হাওয়ায় ভেসে ভেসে!

কতবর্ষে পাহাড় ধুয়ে
সাগরে হয় লীন?
কতবর্ষে রয় না আর
মানুষ পরাধীন?
কত ক্ষণ চাইলে চোখে
দেখতে পাবে সে?
উত্তরহীন প্রশ্ন বেড়ায়
হাওয়ায় ভেসে ভেসে!

কতবার তাকালে তবে
দেখবে আকাশ পানে?
কত কান্না উঠলে পরে
শুনতে সে পায় কানে?
কত জীবনের মৃত্যু হলে
সচেতন হয় সে?
উত্তরহীন প্রশ্ন বেড়ায়
হাওয়ায় ভেসে ভেসে!

[নোবেল বিজয়ী বব ডিলানের 'ব্লোয়িং ইন দ্য উইন্ড' গানের ভাব অনুসরণে রচিত!]



ড: রাজেশ্বরী গাঙ্গুলী ব্যানার্জী

ছেড়ে কলকেতা বন

ছোটবেলার পুজোয় প্রথম সে বছর এই শব্দটা শুনেছিল অপরাজিতা। কাকা হঠাৎ করে, রুটিন ভেঙে, ষষ্ঠীর রাতে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার নিয়ে বাড়ি ফিরল। দিদির আর কাকীমার চিৎকারের মাঝে যেই টুকু পরিষ্কার শুনতে পেল, তার মধ্যে এই শব্দটা ছিল—"হোলনাইট"!! মানে টা কি? বোনের বড় বড় চোখ একেবারে ছানাবড়া হতে দেখে দিদি ডালিয়া বুঝিয়ে দেয়, "আরে আজ গাড়ি করে সারারাত ঠাকুর দেখা হবে রে সবাই মিলে"।

সেই প্রথম উত্তর কলকাতার সাবেকি আর বিখ্যাত গলি পেরিয়ে গাড়ি ছুটল বাগবাজার সার্বজনীন, কুমারটুলি, শিমলা ব্যায়াম সমিতি, কলেজ স্কোয়ার, পার্কসার্কাস, একডালিয়া এভারগ্রীন হয়ে ভোর রাতে ভবানীপুরের আদিগঙ্গার পাশের মায়ের কাছে গিয়ে থামল। তখন পুজোর সময়েই কাক ভোরে কেমন একটু একটু ঠান্ডা আশ্বিন হত। তার মধ্যে আবার পার্কসার্কাসের মেলায় ঠান্ডা থাম্বসআপ খেয়ে অপরাজিতার গলাতেও ব্যথা হয়েছে। অথচ দিদিকে বা বাবা মা কে বললে আরো বকা খাওয়ার ভয়। সত্যি ছানাদের মনে কত আনন্দ, কত বিস্ময় আর কত কতই না ভয়। এর পর গঙ্গা দিয়ে কত জল বয়ে গেল। আদি গঙ্গার তো জলই শুকিয়ে গেল। আজ খুব ভোরে অপরাজিতার ঘুম ভেঙে গেছে।

আজও একটা ষষ্ঠী। এই সকালটা আজও অপরাজিতার সবচেয়ে পছন্দের পুজোর দিন। তবে বৃষ্টি হচ্ছে আজ অঝোরে। অপরাজিতার ঘুম ভেঙেছে কিন্তু অন্য বৃষ্টির শব্দে। পাশে শুয়ে যেন সেই তার ছেলেবেলা। একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে আছে অপরাজিতাকে তার আট বছরের ছোট্ট মেয়ে অপালা। বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদছে সে। সেই শব্দেই ঘুম ভেঙেছে অপরাজিতার। মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বলে সে—"কি হয়েছে মা? কাঁদছিস কেন?"

কান্নার তোড় আরো বেড়ে যায়। তার কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে অপালা মাকে জড়িয়ে বলে, "আজ তো ষষ্ঠী মা। পুজোর মাত্র একটা দিন যেদিন তুমি আমায় নর্থ কলকাতার কি সুন্দর সব বাড়িতে নিয়ে যাও। ঠাকুর দেখাও। আর কত্ত গল্প বলো মা। আর আজ সকাল থেকে এত বৃষ্টি হচ্ছে, আমাদের কি যাওয়া হবে না মা?"

অপরাজিতা চুপ করে শোনে মেয়ের কথা। বছরের পর বছর ঘুরে যায়। সে ভাবে বাচ্চাদের নরম আর ভীতু মনটা একই থেকে যায়। আরেকটু বেশি করে জড়িয়ে বলে—"সত্যি রে আজ না গেলে তো আর যাওয়া মুশকিল। উত্তর কলকাতার বনেদী বাড়ির পুজো দেখতে যাওয়ার আজই আদর্শ দিন। কারণ পুজোর মধ্যে জানিসই তো শুধু ষষ্ঠীর দিন সকালেই মেট্রো চলে। চট করে ভীড় ছাড়া, ট্রাফিক ছাড়া শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যায়। আর গাড়ি নিয়ে গেলে তো যতক্ষণে পৌঁছোবো ততদিনে তুই বড় হয়ে যাবি।" এবার একটু ফিক করে হেসে ফেলে ছোট্ট অপালা।

এই সুযোগে তার মা বলে—"বৃষ্টি থেমে যাবে দেখিস। আর আমরাও যাবো। আপাতত একটু ঘুমা। আজ আমরা টাইম ট্রাভেল করবো। তার আগে মাথা আর মনটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। ঘুমিয়ে নি চল আর কয়েক ঘণ্টা।"

অপালা কিন্তু ঘুম জড়ানো শব্দে বকবক করতেই থাকে।
অপালা—"আমরা টাইম ট্রাভেল কিভাবে করবো? ডক্টর হুর মত টার্ডিসে?"

মা—"কল্পনায় যখন তখন পালকিতেও চড়ে যাওয়া যায়।"
অপালা—"মা ওই পালকি চড়ে কি আমরা গঙ্গাস্নানও করবো? তুমি যেমন বলেছিলে পুরোনো কলকাতায় হত।"

"গঙ্গার কাছে কি আজ আমরা যাবো মা?"

"ওই গানটা গাও না কি যেন গাইতে—কলকাতা কেবল ভুলে ভরা....."

অপালা থামে। কারণ এখন শুধু বাবা নয়, তার মাও নাক ডাকছে। তবে অপালার মন আবার ভালো হয়ে গেছে। বৃষ্টির শব্দ কমে গেছে। দূরের ক্লাবে সানাই চালিয়েছে।

কলকাতার বাবুদের পুজো..

গিরিশ পার্ক মেট্রো থেকে নেমে ভাঙা ফ্লাইওভারের দিকে হাঁটা দেয় ওরা। বৃষ্টি থেমে গেছে। তাদের বাড়ির সামনের কিছু খানাখন্দ ভরাট জলে। তবে শহরের এদিকটায় বৃষ্টি হয়নি তেমন। প্রথমেই বাঁ হাতে পাশাপাশি দুই বাড়ির পুজো দেখা দিয়ে শুরু। একই পরিবারের দুটো আলাদা পুজো। দাঁ বাড়ির বিশাল উঠোনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখছে তারা মায়ের অনন্য রূপ।

"জানিস তো এই ঠাকুরের জামাকাপড় আর গয়না সে যুগে প্যারিস থেকে তৈরী হয়ে এসেছিল"—অপরাজিতা বলে।
অপালা বলে—"কার্তিক ঠাকুরের মাথার পাগড়ির মত টুপিটা কি সুন্দর মা!"

"সত্যি!! বন্দুকের ব্যবসায়ীদের পুজো দেখবি চল এবার।"
পাশেই সেই আরেক দাঁ বাড়ি। তার ঘেরা ছোট্ট দালানেও মা দুর্গার অনেক গয়না পরা রূপ দেখে চোখ ফেরাতে পারে না মা মেয়ে।

এবার আরো পুরোনো একটা পাড়া। এবার টানা রিক্সায় চড়ে যাওয়া হল পাথুরিয়াঘাটায়। একবার ভগ্নপ্রায় টেগোর ক্যাসেলের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে জল এল ওদের। কত সাধ করে বানানো উইন্ডসর ক্যাসেলের অনুসরণে বানানো টেগোর ক্যাসেল যেন আয়না হয়ে কানে কানে বলে সময় থেমে থাকে না যেমন, সময় একও থাকে না। যৌবনের স্বপ্নসুন্দরী যেন এখন বলিরেখার পরতে পরতে ফুরিয়ে আসার পথে। এবার হাঁটা পথে আরেক ঐতিহাসিক বাড়ি। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষেদের বাড়ি। বিশাল ঠাকুর দালান। চারপাশে প্লাস্টার অফ প্যারিসের পুতুল আর মা দুর্গার অপার রূপ যেন চুপ করিয়ে দেয় ওদের। আর চুপ করলেই যেন বাড়িটার প্রতিটা দেওয়ালে যেন বাজতে থাকে কত গান। গানবাজনার কত ইতিহাস এবাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

সেই লাল মন্দিরের পাশের রাস্তাটা...

যত হাঁটছে আর যত ইতিহাস ঘাটছে, এই মা মেয়ে যেন আরো কেমন চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। গিরিশ পার্ক মোড়ের কাছে এসে ভিড় ঠেলে নিরঞ্জন আগারের কেবিনে বসে ফিশ ফ্রাই আর ডিমের ডেভিল খেতে খেতেও যেন তাদের মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। দাম মিটিয়ে অপরাজিতারা উঠল। ভাগ্যজোড়ে একটা হলুদ ট্যাক্সিও পাওয়া গেল। পা দুটোয় আর খুব বেশি জোর নেই। তাই সোজা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের লাল মন্দির থেকে ডানদিকে ট্যাক্সি ঢুকিয়ে একেবারে শোভাবাজার রাজবাড়ীর সামনে।

এখনও কত ঝলমলে। তবে এই বাড়িটা অনেকেই চেনেন তাই ভীড়ও বেশি। আরো অনেক বেশি ডিএসএলআর-এর খিচ খিচ শব্দ। প্রচুর সেলফি স্টিক। এক মামনী আবার ষষ্ঠীর সকালে জিজ্ঞেস করছে—"সিঁদুর খেলা কখন হবে জানেন?"

অপরাজিতা এক কোণে মেয়েকে নিয়ে বসে পড়ে। অপালা করুণ মুখে মা কে বলে—"মা দেখো কিভাবে সবাই চারিদিকে প্লাস্টিকের প্যাকেট আর জলের খালি বোতল ছড়াচ্ছে।"

ওরা উঠে গিয়ে কিছুটা পরিষ্কার করে। চারপাশটায় বড্ড কোলাহল। বসে চোখ বন্ধ করে নেয় প্রথমে মা তারপর মেয়ে।
অপরাজিতা বলে—"ভাব একবার সোনা, পলাশীর যুদ্ধের বছরে এই পুজোর শুরু। অবশ্য এই বাড়ি তখনও ঠিক এরকম ছিলনা। এই নাটমন্দির হয়েছে তো আরো অনেক পরে।"—ভাবনায় মশগুল হয়ে যায় এই দুই বন্ধু।

সেই পালকিতেই পাড়ি..

সুবিশাল ঠাকুর দালানের এক পাশে, যেখানে এতক্ষণ আমাদের গল্পের দুই বন্ধু বসেছিল, সেখানে এখন আর ফোনের নির্মম রিংটোন বাজছে না। মচর মচর প্লাস্টিকের আওয়াজ নেই। এই ভরদুপুরে সেই দুই বন্ধুর সামনে একটা আস্ত পালকি এসে থামল। ভিতর থেকে এক দরাজ অথচ মোহময় সুরেলা গলায় কে যেন উঠে আসার জন্য ডাকলেন ওদের। আর অপরাজিতা আর অপালাও মন্ত্রমুগ্ধের মত ঢুকে পড়লো সেই পেল্লাই পালকিতে।

অপরূপা এক মহিলা। অদ্ভুত সুন্দর তার শাড়ি। অসম্ভব শৈল্পিক তার সাজগোজ। তবে তার গলাটা যেন ঘোর লাগা।

"অষ্টমীর কবিগানের আসর তো রাতে। তোমরা কারা? এই ভরদুপুরে বসে আছো। কোন বাড়ির মেয়েমানুষ যে পুরুষদের সামনে এমন অদ্ভুত জামাকাপড় পরে বসে আছো? এবার তো থানা পুলিশ হবে গো।"

অপালা ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে।

অপরাজিতা কোনক্রমে ভয় কাটিয়ে বলে—"আপনি কে ম্যাডাম? আর আজ তো ষষ্ঠী! আপনি অষ্টমী বলছেন কেন?"
পিকদানে পানের পিক ফেলে উল্টো দিক থেকে উত্তর আসে —"আ মোলো যা। কবিগানের রানী—যজ্ঞেশ্বরীকে চেনে না এমন মানুষও কলকাতায় আছে? লুকিয়ে বসে থাকো একেনে। আজ রাতে আমারই গুরুর সাথে আমার কবিগানের লড়াই হবে। আর আজ অনেক গণ্যিমান্যির মধ্যে আরও কে আসবেন জানো? আজ রাজা আসবেন। আমাদের সবার রাজা। রাজার রাজা রামমোহন রায়। এ বাড়ির বাবু রাধাকান্ত দেবের সাথে তার এমনিতেই কোঁদল। কিন্তু আজ আসবেন সেই রাজা। একবার চোখের দ্যাকা দেখে যাও।"

পগার পার..

অপালার বাবা আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে মিসিং ডায়েরি করেছে। আজ অবধি কোন খবর নেই। এমন জায়গা কলকাতায় নেই যেখানে সে বউ আর মেয়েকে খুঁজতে যায়নি এই দুদিনে। আজ দুপুরে একটা অদ্ভুত মেসেজ এসেছে তার ফোনে। লেখা আছে - "আজ রাজ দর্শন হল। ঈশ্বর দর্শনও বলা চলে। রাম বসু আর যজ্ঞেশ্বরীর লাভ-হেট তরজা শুনে, আমরা ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরে আসবো, চিন্তা কোরো না। আসার সময় তোমার জন্য মিত্র ক্যাফের ফিশ কবিরাজি আর পুডিং নিয়ে আসবো বরং।

ইতি
অপরাজিতা"





সন্দীপ সাহা

সেই রাতে

আজকে আপনাদের যা শোনাতে চলেছি তা বহু বছর আগে আমার এক অতি পরিচিতের মুখ থেকে শোনা। বাকিটা তার ভাষাতেই শোনা যাক।

সালটা এখন আর ঠিক মনে নেই। তবে উত্তাল সত্তরের দশকের শেষের দিকের কথা। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে অপারেটিং ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেয়েছি তিন বছর আগে। চাকরির সূত্রেই খড়্গপুরে আসা। আপাদমস্তক রেলওয়ে শহর। আমার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর খুব যে একটা ইচ্ছে ছিল এখানে আসার তা নয়। কিন্তু স্বামীকে ছেড়ে থাকতে হবে এই ভয়েই সম্ভবত আসতে হয়েছে। ইংরেজরা চলে গিয়ে প্রায় ৩০ বছর হয়ে গেলো। কিন্তু এই শহরের আনাচে কানাচে এখনো তাদের ছোঁয়া রয়ে গেছে। বাংলার অন্যান্য প্রান্তিক শহরের থেকে অনেক বেশি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল পাওয়া যায় এখানে, কিছু স্কুলের প্রিন্সিপাল এখনো ইংরেজরাই রয়ে গেছে। অফিসার্স ক্লাবে তো সম্পূর্ণ স্ট্রিক্ট আদবকায়দা অনুসৃত হয়। পুরানো চার্চের ফাদার বা দোকান বাজারে এখনো কিছু সাহেব আর মেমসাহেবদের দেখা মেলে। লাল ইটের তৈরি উঁচু সিলিং দেওয়া বাংলোগুলো যেন ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যের নীরব সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। প্রচণ্ড খোলামেলা একটা শহর। চারিদিকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। হাওয়া দিলে লাল ধুলো ওড়ে। চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেলওয়ে কোয়ার্টার্স। একটু দূরেই রেললাইন চলে গিয়েছে। আকাশমণি গাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে লাল সুরকির রাস্তা। দিনের বেলায় লোকের বা সাইকেল রিক্সার আগমন থাকলেও সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে, চারিদিকে একেবারে সুনসান হয়ে যায়। একটু হাওয়া দিলেই গাছের পাতাগুলো নিজেদের মধ্যে ফিসফাস কথা বলা শুরু করে দেয়।

আমার অফিসের কোনো ধরাবাঁধা সময় নেই। যখন যেরকম শিফট পড়ে, সেরকম যেতে হয়। অফিস থেকে আমাকে যে কোয়ার্টারটি দেওয়া হয়েছে, তা দুজনের জন্য খুবই বড়ো। তিনটি বিশাল মাপের শোয়ার ঘর, রান্নাঘর, দুটি বাথরুম, বসার জায়গা। তার পেছনে আবার একটি কাজের লোকজন থাকার আউটহাউস। আমরা এক শনিবার এসে পৌঁছলাম। আমার স্ত্রীর প্রথম থেকেই অনীহা শনিবার কোথাও যাত্রা করার ব্যাপারে। অনেক কষ্টে রাজি করানো হয়েছে। আসার আগে থেকেই কাজের লোকজন ঝাড়পোঁছ করে রেখেছে। দুপুর তিনটায় পৌঁছে, সব জিনিস রেখে গোছগাছ করতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। স্নান করে চায়ের কাপ নিয়ে সবে কাগজটা নিয়ে বসেছি, আমার স্ত্রী, অনু এসে পাশে বসল। আড়চোখে দেখলাম, মুখটা যেন থম মেরে আছে। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবে? আমার স্ত্রী অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকালো। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে কিন্তু কিছু বলছে না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলবে? হঠাৎ করে বললো, এই ঘরে আমাদের সঙ্গে আরো কেউ আছে। বললাম মানে? মানে আমার মনে হয় কেউ আমাদের দেখছে। বললাম, কে আবার দেখবে? কাজের লোক তো দরজা বন্ধ করে আউটহাউসে চলে গেছে অনেকক্ষণ আগে। ও বললো, তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছো না? বললাম, দেখো এখানে আমরা ছাড়া

আর কেউ নেই। আজকে অনেক ধকল গেছে। একটু বিশ্রাম নাও। ও দুম করে উঠে চলে গেলো। বিয়ে হবার পর থেকেই অনু বাড়ির সকলের কাছেই খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। সুন্দর কথা বলে। সবসময় বাড়ি মাতিয়ে রাখে। হঠাৎ করে সে এমন গুম মেরে গেলো কী করে ভেবে একটু অবাকই লাগল। সোমবার থেকে আমার অফিসে জয়েন করার কথা। তার আগে রবিবার একটু ভালো করে বাজারহাট করলাম। আউটহাউসের শান্তির সঙ্গে অনুর ভালোই আলাপ গড়ে উঠেছে। ঘরের সব কাজ ছাড়া, বললে রান্নাও নাকি করে দিতে পারে। এটা শুনেই মনে হয় ওর হাসিটা আবার ফিরে এসেছে। আমাদের তিনটে শোয়ার ঘরের একটাকে আমরা গেস্ট রুম আর একটাকে স্টাডি হিসাবে ব্যবহার করবো ঠিক করেছি। সেই মতো আসবাব কেনারও প্ল্যান হয়। নতুন সংসার গোছানোয় অনুর খুব উৎসাহ।

প্রথম দিনের খাটাখাটনির পর অনু শুতে গেলো, বললাম একটা সিগারেট খেয়ে আসছি। আমাদের শোয়ার ঘরের পাশ দিয়ে লম্বা, প্রায় বৃত্তাকার বারান্দা চলে গেছে। যেকোনো ঘর থেকেই এই বারান্দায় আসা যায়। বারান্দার এক দিকে দাঁড়িয়ে আমি সিগারেট ধরালাম। সময় যেন থমকে গেছে এখানে। অফিসের পর সময় কীভাবে কাটবে সেই চিন্তাই করছিলাম। কলকাতায় আমাদের একান্নবর্তী সংসারে এতো লোক যে, একটা সিগারেট ধরানোর জন্যও ছাদের চিলেকোঠার দিকে কোনো একটা জায়গা খুঁজতে হতো আর এখানে যেন বড্ড বেশি জায়গা, যা হয়তো দরকার নেই। এই এলোমেলো ভাবনাগুলোর মাঝে কে জানে কেন, মনে হলো কেউ যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিটা ঘোরাতেই নজরে এলো ব্যাপারটা। একটা কালো রঙের বেড়াল, সবুজ চোখ দিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি এতো বড়ো বেড়াল সচরাচর দেখিনি। মাঝারি আকারের থেকে অনেক বড়ো। ভাবলাম চারিদিকে যা গাছের জঙ্গল, তাতে হয়তো এরকম একটা বন্য বিড়াল থাকা আশ্চর্যের নয়। কিন্তু অদ্ভুত একটা চাউনি। মনে হলো আমাকে যেন পা থেকে মাথা অবধি জরিপ করছে। হাতে সিগারেট থাকা সত্ত্বেও মনে হলো শীত শীত করছে। আমি হাতের সিগারেটটা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে শোয়ার ঘরের দিকে হাঁটা দিলাম। অফিসে জয়েন করার পর, দিন তিনেক নির্বিঘ্নেই কাটল। অনু এখন অনেকটাই মানিয়ে নিয়েছে। অফিসে কিছু নতুন বন্ধুবান্ধবও পেয়ে গেলাম। আজ তাদেরই একজন পরিবার নিয়ে ডিনারে এসেছিল। সুন্দর সময় কাটল। খেয়ে শুতে শুতে এগারোটা বাজল। শোয়ার সাথে সাথে ঘুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেলো। মনে হলো কারুর গরম নিঃশ্বাস মুখের উপর পড়ছে। কেউ যেন নিচু হয়ে আমায় দেখছে। ধড়মড় করে উঠে বসলাম। অনুরও ঘুম ভেঙে গেল। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে বললো, কী হয়েছে? বললাম আমাকে কেউ যেন মাথা নিচু করে দেখছিলো। অনু শুনে গম্ভীর হয়ে গেলো। বললাম কী হলো? ভাবলাম হয়তো ভয় পেয়েছে। ও বললো এখন শুয়ে পড়ো, কালকে কথা হবে। শুতে যাবো, দেখলাম কালো বিড়ালটা যেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সকালে চা আর খবরের কাগজ নিয়ে বসতেই অনু এল। বললো তোমায় আমি আগে বলেছিলাম। এখানে আমরা একা নই। আর এখানে যেই থাকুক সে আমাদের পছন্দ করে না। তারপর যা বললো সেটা আরো ডিস্টার্বিং। দুদিন আগে ও স্নান করে বেরোনোর সময় দেখে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। শান্তি কাজ করে চলে যাওয়ার পরে সদর দরজা বন্ধ করে স্নান করতে গিয়েছি, সুতরাং কারুর বাইরে থেকে আসার প্রশ্নই নেই। কোনোরকমে বাথরুমের ছোট জানালার ফাঁক দিয়ে ও শান্তিকে ডাকে। শান্তি বাইরে থেকে ওর চেনা একজনকে ডেকে কোনোরকমে বাইরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বাথরুমের দরজা খুলে দেয়। অনু যখন শান্তিকে বলে কী হয়েছিল, ওর মুখ ভয়ে লাল হয়ে যায়। কিছু বলতে গিয়েও যেন নিজেকে আটকে নেয়। অনু আরও বললো যে, ও যখন বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়েছিল, তখন একটা কালো বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কথাটা শুনেই কেন জানি না সারা শরীরে একটা শিরশিরে ভাব বয়ে গেল। ঠিক পরের দিন আমার নাইট শিফট। এই প্রথমবার। সাধারণত আমি সাইকেল করেই অফিসে যাতায়াত করি। অফিস শুরু এগারোটা থেকে। কিন্তু বেরোতে বেরোতে একটু দেরি হয়ে গেল। আজ শান্তি অনুর কাছে থাকবে। ঘর থেকে যখন বেরোলাম প্রায় বারোটার কাছাকাছি। সাধারণত নাইট শিফট হালকা থাকে বলে শুনেছি। সিনিয়ররা বললো দেরি হলেও ক্ষতি নেই। সাইকেলটা বের করে যখন স্টার্ট করতে যাবো, মনে হলো গা-টা যেন খুব ভারী লাগছে। আমি যে গতিতে চালাই, আজ যেন কিছুতেই তা পারছি না। রাস্তা বেশ অন্ধকার, কোনো স্ট্রিট ল্যাম্প জ্বলছে না। তাতে অল্প একটু বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। আমি দশ মিনিট বোধহয় সাইকেল চালিয়েছি। রেললাইনের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে আসছি। আমি রেললাইনের ডানদিক বরাবর আর বামদিকে সামনেই একটা জায়গা পুরো অন্ধকার আর তার পাশে একটা বড়ো ঝোপ। আমি ঠিক ঝোপের কাছাকাছি হঠাৎ দেখলাম দুটো চোখ যেন জ্বলছে। ঝোপের পাশেই সেই কালো বিড়ালটা। আমি একদৃষ্টে তাকিয়েছি আর কেন জানি না সর্বশক্তি দিয়ে প্যাডেলে চাপ দিয়েছি। বিড়ালটা উল্টো দিক থেকে লাফ মারলো। আমার সাইকেলের উপর দিয়ে অন্য দিকে পড়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। সাইকেল সমেত পড়ে গেলাম। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখি আমি অফিসের কাছেই একটা চায়ের গুমটির বেঞ্চে শুয়ে আছি। অফিসের নেপালি দারোয়ান এক কাপ গরম দুধ এগিয়ে দিয়ে বললো, সাহেব খেয়ে ফেলুন। জানতে চাইলো কী হয়েছিল। সব বললাম। শুনে বললো আপনি আজ বেঁচে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলো আমার সদ্য বিয়ে হয়েছে কিনা আর আমি বিয়ের কোনো জিনিস শরীরে পরে আছি কিনা। বললাম বিয়ের সোনার চেন গলায় রয়েছে। শুনলাম এরকম অভিজ্ঞতা আরো বেশ কিছু জনের সাথেই হয়েছে যারা সদ্য বিবাহিত। এখানে নাকি একটি মেয়ে নববধূর বেশে লাইনে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করে। সে আমাদের কোয়ার্টারেই থাকতো। একটু ধাতস্থ হয়ে কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। পরের দিন সকাল হতেই আমরা অফিসের কাছেই অন্য একটি ছোট কোয়ার্টারে শিফট করলাম; আসার সময় দেখলাম শান্তি অনুকে কানে কানে কিছু বললো আর একটা লাল সুতো পাকিয়ে দিলো। এরপর দশ বছর ছিলাম, কিন্তু আর কোনোদিন সেই কালো বিড়ালটা চোখে পড়েনি।





শিল্পী ব্যানার্জী

ঘরে ফেরা

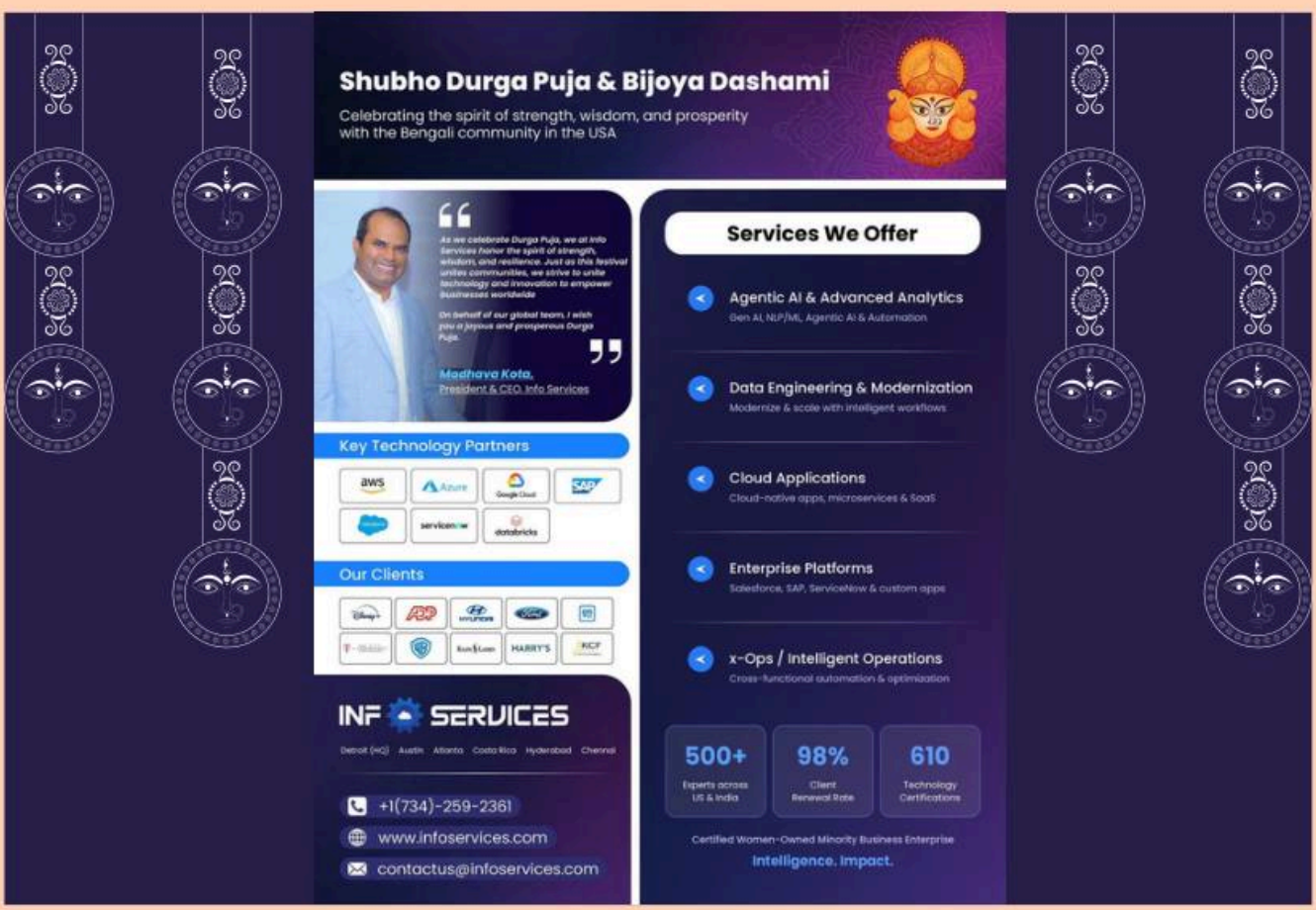
ঘর, থুড়ি বাড়ি ছেড়েছি মাধ্যমিকের পরে। না না, অন্য কোনও কারণে নয়, পড়াশোনার জন্য। কারণ আমাদের গ্রামে সেরকম ভাল স্কুল, কলেজ কোনোটাই ছিল না। নাম না জানা পাখির মতো আমার গ্রামের নামও অনেকেরই অজানা। মানিকপাড়া। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে আমরা গ্রামের মানুষেরা ঘর-ই বলি, বাড়ি বলার অভ্যেসটা রপ্ত হয়নি আজও। সে গল্প আজ না হয় থাক।

কলকাতায় আমার প্রথম আসা ৯ মাস বয়সে, মামাদাদুর কোলে চড়ে। এরপর কলেজে পড়ার সময় মোটামুটি পাকাপাকি ভাবে ৪ বছরের জন্য থাকতে আসি এবং সেই আমার কলকাতায় থেকে যাওয়া। চোখে একরাশ স্বপ্ন, মনে চরম উত্তেজনা ও কানে বাজছে মা-বাবার অমোঘ সতর্কবাণী, "পড়াশোনা করতে গেছ, কেরিয়ার গড়তে গেছ, সেটাই করবে কিন্তু। " মা-বাবার আমার এমন চাঁদপানা(?) মুখের ওপর চরম আস্থা দেখে কোমায় যেতে গিয়েও যেতে পারিনি। সে যাই হোক, কিন্তু পিতামহ ভীষ্ম তো আর আমার রোল মডেল নন আর নাই বা আমি "হম সাথ সাথ হ্যায়" সিনেমার বিবেক বাবু যে বলবো, “ম্যায় মা কো বচন দে চুকা হুঁ"। অগত্যা আমার ঈশ্বরপ্রদত্ত দুটি কানের বেশ ভালো সদ্ব্যবহার করেছিলাম মানে এক কানে কথা ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দেওয়া আর কি।

"খেয়েছিস?", "শরীর ঠিক আছে?", "বেশী রাত জাগবি না", "ভালো করে পড়াশোনা করবি", "ঘর কবে আসবি?"- রোজ সেই এক কথা শুনতে শুনতে মা-বাবাকে তখন ভীষণ boring, backdated এবং আরও কত কি যে মনে হত। অনেকেরই মাধ্যমিকের পরে ডানা গজিয়েছিল শুনেছিলাম, আমারটা গজালো কলেজে পড়তে এসে। এই চাঁদপানা(?) মুখের একমাত্র অবলম্বন গজদন্তের জোরে চারদিক থেকে ধুপধাপ পড়ার আওয়াজ ক্রমশ বেড়েই চলল এবং সেই আওয়াজে কান ঝালাপালা আর মন ঝিঙ্গালালা হতে বেশী সময় লাগল না। সময় এগোতে লাগল আর এই ব্যস্ত শহরের নতুন পরিবেশ,নতুন বন্ধু-বান্ধব, ব্যস্ত রাস্তা, ব্যতিব্যস্ত লোকজন বেশ অদ্ভুত ভাবেই সেই অজ পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট, ভীতু, সহজ-সরল আর মা-বাবার আদুরে মেয়েটাকে ভাল থাকার অভিনয়টা শিখিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, কলেজের কালচার ফেস্টে আবিষ্কার করলাম যে পাড়ার পুজোর ভাসানে আমার "সেরা নৃত্যশিল্পী"র উপাধি পাওয়াটা সময় আর সুযোগের অপেক্ষা ব্যস্।

কলেজ বাংক থেকে শুরু করে হাত খরচ থেকে পয়সা বাঁচিয়ে কে এফ সি, ডোমিনোস এ গিয়ে বন্ধুদের সাথে বার্গার, পিৎজার প্রথম স্বাদ নেওয়ার সাক্ষী থাকল এই শহর কলকাতা। প্রথম বন্ধুত্ব ভাঙ্গা থেকে শুরু করে প্রথম প্রেম ভাঙ্গার মুহূর্তের গোপন জবানবন্দী নিল এই মহানগরী। চাকরি, সংসার, মাতৃত্বের প্রথম অনুভূতি- সব তো এই কল্লোলিনী কলকাতাতেই। তবুও যেন হলো না। একাত্ম হতে চাইলাম, আপন করে নিতে চাইলাম এই শহরকে। তবুও পারলাম কই?

কেউ জানলো না, শুধু এই শহরটা জানলো যে মনটা তো আমার সেই গ্রামেই থেকে গেছে। রেললাইনের ধারের কাশফুল, মায়ের সাথে বাবার দোকানে যাওয়া, বাবার সাইকেলে চড়ে ঘুরতে যাওয়া, বাবার সাথে লুকিয়ে চপ খাওয়া, পুজোর জামা, মা-বাবার হাত ধরে দুগ্গা ঠাকুর দেখতে যাওয়া, নারকেল নাড়ু ও নিমকির লোভে ঘরে ঘরে গিয়ে বিজয়া দশমীর প্রণাম সারা, ভাই-বোনদের সাথে কালীপুজোয় বাজী পোড়ানো, লুকোচুরি খেলা, শীতের রোদ পোহানো, পাটিসাপ্টা, ঘরের সামনের শিব মন্দির, আম-কাঁঠাল-লিচু-পেয়ারা গাছের সারি, বটগাছের ঝুরি, কালবৈশাখীর ঝড়ে আম কুড়োনো, তুলসী প্রাঙ্গণ, ষষ্ঠী তলা, মায়ের বানানো সেই বাদাম দেওয়া হলুদ চাউমিন, গরমের দুপুরে আইসক্রিম কাকুর "আআআআইইইইসক্রিম" ডাক, রবীন্দ্র জয়ন্তী, সরস্বতী পুজো, কুলের আচার, শুকতারা, চাঁদমামা, চাচা চৌধুরী, আনন্দমেলা, হাঁদাভোঁদা, মেলার নাগরদোলা, দম দেওয়া পুতুল ও আরও কত কি মনের কোণে টুকি বলে চলে যাওয়ার আগে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করে, "কিরে,বড় হতে চেয়েছিলি না?" নাহ্, পারি না উত্তর দিতে। ঠিক যেমন "ঘরে কবে আসবি?"-র উত্তর দিতে পারি না। ঠিক যেমন মা-বাবাকে "তোমাদের জন্য মন কেমন করছে" বলতে পারি না। এখন এই সাতসমুদ্র তেরো নদীর পাড়ে এসে হঠাৎই "পথের পাঁচালী"-র ওই সুরটার কথা খুব মনে পড়ে। কত এলোমেলো ভাবনা মনে এসে ভিড় করে আর অন্য অনেকের মতো এই উপলব্ধিটা দৃঢ় হতে থাকে যে, "একবার ঘর ছেড়ে গেলে ঘরে ফেরা হয় ঠিকই, কিন্তু থাকাটা আর হয় না।"



অনুপকুমার আচার্য

একুশ শতকের কবিতা

অমরত্ব পেতে পারে
এ রকম একটি কবিতা লিখে
কবি বেরিয়ে গেলেন ছবির নায়কের বেশে;
আচমকা দৃশ্যে রাস্তাঘাটের লোকজন
বাকরুদ্ধ --- অনেকের স্বপ্নদর্শনের মতো
কারও মতে চোখের ভুল!

সেরা শিক্ষকের শিরোপাজয়ী
গতকাল শহরের ফ্যাশন প্যারেডে
দুর্বার হেঁটেছেন --- অনিন্দ্য মডেলের মতো;
কারও চোখের ঘোর কাটেনি এখনও ---
অনেকেই বিশ্বাস করেনি ছবিকে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারসাজি বলে!

সত্যের ভুল অথবা
ভুল সত্য সহজ কথা নয়;
ভুলের দায়িত্ব এখন
নিজেকে প্রমাণ করার!



আনন্দরূপ

সীমারেখার ওপারে : শিখণ্ডী কাহিনী

দ্বাপর যুগ, গোধূলিলগ্ন, পাঞ্চাল রাজপ্রাসাদ, উত্তর পাঞ্চাল

অন্তঃপুরের ভারী পর্দা সরিয়ে ধাত্রী যখন বেরিয়ে এলো, তখন তার হাত কাঁপছিল। রাজা দ্রুপদ সিংহাসন কক্ষের বাইরে সারারাত পায়চারি করছিলেন, তাঁর পায়ের শব্দ মার্বেল মেঝেতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল প্রতিটি অলিন্দে।

"মহারাজ," ধাত্রী মাথা নিচু করে বলল, কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না, "কন্যাসন্তান হয়েছে।"

দ্রুপদের পা থেমে গেল। তিনি জানালার বাইরে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। বহু বছর আগে যজ্ঞবেদির সামনে বসে শোনা সেই স্বর তাঁর কানে আবার বেজে উঠল — তোমার এক কন্যা জন্মাবে, যে পুরুষে রূপান্তরিত হবে, আর যার হাতে ভীষ্মের মৃত্যু ঘটবে।

"তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো," তিনি বললেন। "এবং শোনো, এই কথা প্রাসাদের বাইরে কারো কানে পৌঁছাবে না। কেউ না। রাজপুরোহিতও না।"

ধাত্রীর চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠল, কিন্তু রাজার স্থির দৃষ্টি দেখে সে কিছু বলল না। "রাজ্য জানবে," দ্রুপদ ধীরে ধীরে বললেন, প্রতিটি শব্দ যেন পাথরে খোদাই করছেন, "পৃথিবী জানবে, আজ রাতে পাঞ্চালে এক রাজকুমারের জন্ম হয়েছে। তার নাম — শিখণ্ডী।"

ষোলো বছর পর, বসন্তের এক প্রভাত, দশার্ণ রাজ্যের সীমান্ত-শিবির

বিবাহের ঢাক তখনও থামেনি, কিন্তু দশার্ণরাজের মেয়ের চোখে জল টলমল। সে তার নতুন ধাত্রীকে ঘরের এক কোণে টেনে নিয়ে গেল।

"কিছু একটা ভুল আছে," সে ফিসফিস করে বলল, হাত কাঁপছিল তার। "সে... আমার স্বামী... সে আমাকে..." কথাটা শেষ করতে পারল না সে। সব কথা শুনে ধাত্রীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। "রাজকুমারী, সাবধানে কথা বলুন।"

"আমি বলছি সত্যি কথা! আমার পিতাকে খবর পাঠাও। এখনই।" রাজকন্যা প্রায় চিৎকার করে উঠল। ক্ষোভে রাগে সারা শরীর কাঁপছে রাজকন্যার। তিন দিন পর, দশার্ণের রাজদরবারে দূত এসে দাঁড়াল পাঞ্চালের সিংহাসনের সামনে।

"মহারাজ দ্রুপদ," দূত ঘোষণা করল, তার কণ্ঠস্বর কঠোর, "আমার প্রভু জানতে চান — কেন তিনি তাঁর কন্যাকে এক এমন পাত্রের হাতে তুলে দিলেন যিনি পুরুষ নন? এটি কি প্রতারণা, নাকি অপমান? জবাব চাই, নয়তো যুদ্ধ।"

দরবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। দ্রুপদ তাঁর সিংহাসনে বসে থেকে কোনো উত্তর দিলেন না, উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছেন তিনি।

দেবদারু অরণ্য, পাঞ্চালের সীমান্তবর্তী বনভূমি (সেই রাতে)

সেই রাতে শিখণ্ডী নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো নিঃশব্দে। সেই রাতে ছায়ার মতো ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন শিখণ্ডী। সারা দিন অপমান আর অভিমানের ছাপ তাঁর সারা মুখে। হাতে একটি ধারালো অস্ত্র। নিজেকে শেষ করার জন্য যথেষ্ট। অন্ধকার বনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি। চাঁদের ফিকে আলোয় জঙ্গলের প্রান্তে বসে শিখণ্ডী নিজেকে শেষ করার জন্য যেই মাত্র অস্ত্র তুলতে যাবে, জঙ্গলের কালো অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক ছায়ামূর্তি।

"একাজ করবেন না রাজকুমার।"

শিখণ্ডী অবাক হয়ে তাকালেন। একটা বিশাল দেবদারু গাছের ছায়া থেকে এক অবয়ব বেরিয়ে এলো — না পুরোপুরি মানুষ, না দেবতা, চোখে এক অদ্ভুত আলো।

"তুমি কে?" শিখণ্ডী জিজ্ঞেস করল, অস্ত্র তখনও নিজের দিকে লক্ষ্য করা। "আমি স্থূণাকর্ণ, বনরক্ষক।" অদ্ভুত এক শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন, "আপনার পোশাক-আশাক দেখে তো রাজকুমার বলেই মনে হচ্ছে, এতো কি কষ্ট রাজার?"

শিখণ্ডী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর, বাঁধ ভাঙা জলের মতো, সব বেরিয়ে এলো — জন্মের প্রতিশ্রুতি, লুকানো সত্য, তিনি যে স্বামী হতে পারেননি, সীমান্তে জড়ো হওয়া সৈন্যদল, পিতার মুখের সেই স্তব্ধতা ... সব। স্থূণাকর্ণ চুপ করে সব শুনলেন। দুজনেই বসে রইলেন চুপচাপ, বহুক্ষণ। বিধাতাও বোধহয় আড়াল থেকে শুনলেন সবকিছু।

"আমার একটা প্রস্তাব আছে," নীরবতা ভেঙে বললেন স্থূণাকর্ণ। "অভিশাপ বলুন বা আশীর্বাদ, আমার মাঝে পুরুষ ও নারী দুই-ই আছে, ইচ্ছামতো বদলে যেতে পারি আমি। আজ রাতের জন্য আমার পুরুষত্ব ধার দিতে পারি আপনাকে। শুধুই ধার হিসেবে। যখন সময় আসবে, আমি আমারটা ফিরিয়ে নেব।" শিখণ্ডীর হাত থেকে অস্ত্র মাটিতে পড়ে গেল। এও কি সম্ভব? "কেন? কেন তুমি আমার জন্য এটা করছ?" স্থূণাকর্ণের মুখে মলিন হাসি। "কোথাও কেউ একজন এই সীমারেখাগুলো পার হয়ে দেখাক। ধরে নাও এতেই আমার শান্তি। যাও, রাজকুমার। ফিরে যাও তোমার পিতার কাছে।"

তিন দিন পর, প্রভাত, পাঞ্চাল রাজদরবার

দশার্ণের দূত যখন প্রমাণ দেখল, তার মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। "এ... এ তো..." সে থমকে গেল, তারপর মাথা নত করল। "আমি আমার প্রভুকে জানাব যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল মাত্র।"

দূত চলে যাওয়ার পর দ্রুপদ সিংহাসন থেকে নেমে এসে শিখণ্ডীর সামনে দাঁড়ালেন, দ্রুপদের চোখে জল, কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে এক প্রশ্ন, যা তিনি জোরে বলতে পারলেন না। শিখণ্ডী শুধু মাথা নাড়ল। শিখণ্ডী দূর থেকে পিতাকে প্রণাম করে বললেন, "জিজ্ঞেস কোরো না, পিতা। শুধু জেনে রাখো — আমি ফিরে এসেছি।"

বহু দূরে, যক্ষলোকে, কুবের যখন জানতে পারলেন তাঁর অধীনস্থ স্থূণাকর্ণ কী করেছেন, তাঁর ক্রোধ বজ্রের মতো গর্জে উঠল। "তুমি এই রূপেই থাকবে," তিনি ঘোষণা করলেন, "যতদিন না রাজকুমারী শিখণ্ডীর জীবন সমাপ্ত হয়।" সাময়িক ধার এভাবেই চিরস্থায়ী হয়ে গেল। শিখণ্ডী পুরুষ রয়ে গেলেন — শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত।

মাঝরাত, বহু বছর পর, শিখণ্ডীর কক্ষ, পাঞ্চাল প্রাসাদ

শিখণ্ডী প্রায়ই ঘুমের মধ্যে চমকে উঠতেন, শরীর ঘামে ভেজা, বুক ধড়ফড় করত। প্রতিবার একই স্বপ্ন — এক রাজকুমারী, নাম অম্বা, যাকে ভীষ্ম নামে এক পুরুষ তার নিজের স্বয়ংবরসভা থেকে বলপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাকে সে ভালোবাসত, সেই পুরুষ তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল — অন্যেরা "জয় করা" নারী বলে। অপমানিত অম্বা তখন ফিরে গিয়েছিলেন ভীষ্মের কাছে। বলেছিলেন, "তবে তুমিই আমাকে বিয়ে করো, যেহেতু তোমার কাণ্ডজ্ঞানহীনতাই আমার জীবন নষ্ট করেছে," ভীষ্ম মাথা নত করে বলেছিলেন, "আমি পারব না। আমি আজীবন ব্রহ্মচর্যের শপথ নিয়েছি।"

স্বপ্নে শিখণ্ডী দেখতেন অম্বা রাজ্য থেকে রাজ্যে ছুটে বেড়াচ্ছেন, কাউকে ভীষ্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলতে রাজি করাতে না পেরে, শেষে নিজেই এক চিতা সাজাচ্ছেন নদীর তীরে।

"পরের জন্মে," এক কণ্ঠ — হয়তো মহাদেবের নিজের — অম্বাকে বলেছিলেন, "তুমিই হবে তার মৃত্যুর কারণ।"

আর ধীরে ধীরে আগুনের শিখা গ্রাস করে নিচ্ছে অম্বাকে। শিখণ্ডী প্রতিবার জেগে উঠতেন একই বোধ নিয়ে — এই স্মৃতি তাঁর নিজের নয়, অথচ তাঁর শিরায় বইছে যেন কোনো নদীর স্রোত, যে নদী কোনো একদিন এক পর্বতের গলা বরফ বহন করে এনেছিল, যে পর্বত সে কখনো দেখেনি।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিন, ভোররাত্রি, পাণ্ডবশিবির

"তিনি বলেছেন তিনি অস্ত্র তুলবেন না," যুধিষ্ঠির ফিসফিস করে বললেন, তাঁবুর ভেতর মোমবাতির আলো কাঁপছিল। "শিখণ্ডীর বিরুদ্ধে না। কখনো না।"
অর্জুন তাঁর ধনুকের দিকে তাকালেন, তারপর শিখণ্ডীর দিকে। "কেন?"
শিখণ্ডীর কণ্ঠ শান্ত রইল। "কারণ তিনি জানেন আমি কে ছিলাম। কারণ তিনি এক শপথ নিয়েছিলেন — কখনো কোনো নারীর

বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলবেন না। আর আমার জন্মের সত্য তাঁর স্মৃতি থেকে মোছেনি।" তাঁবুর মধ্যে দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো। "তাহলে আমি তোমাকে আমার রথের সামনে দাঁড় করাব," অর্জুন অবশেষে বললেন, তাঁর কণ্ঠ ভারী হয়ে এলো। "তিনি অস্ত্র নামিয়ে নেবেন। আর আমি..."

শিখণ্ডী তাঁর দিকে তাকালেন। "তুমি যা করতে হবে তাই করবে। আমিও।"

কুরুক্ষেত্র প্রান্তর, মধ্যাহ্ন

রণভূমির ধূলো আর চিৎকারের মধ্যে শিখণ্ডীর রথ এগিয়ে গেল সোজা ভীষ্মের দিকে। পিতামহ তাঁর ধনুক তুলেছিলেন, কিন্তু যখন তাঁর দৃষ্টি শিখণ্ডীর মুখে পড়ল, তাঁর হাত থেমে গেল।

"তুমি," ভীষ্ম বললেন, শুধু এইটুকু, আর তাঁর ধনুক নিচু হয়ে নেমে গেল মাটির দিকে। চারপাশে যুদ্ধের গর্জন অব্যাহত ছিল, কিন্তু এই দুজনের মাঝে যেন এক মুহূর্তের জন্য সব থেমে গেল। ভীষ্ম অস্ত্র সরিয়ে রাখলেন, নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর চোখে ক্রোধ নয় — এক ক্লান্ত, পুরনো স্বীকৃতি। শিখণ্ডীর পেছন থেকে অর্জুনের তির উড়ে এলো। একটা। তারপর আরেকটা। ভীষ্মের শরীর কেঁপে উঠল প্রতিটি আঘাতে, কিন্তু তিনি সরলেন না, প্রতিরোধও করলেন না।

"কেন?" শিখণ্ডী চিৎকার করে উঠলেন, তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর যেন অচেনা লাগছিল তাঁর কাছে। "লড়াই করুন!" ভীষ্ম কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু তাকিয়ে রইলেন, যতক্ষণ না অসংখ্য তির তাঁর শরীরকে ধরে রাখল সোজা, এক তিরশয্যায় — মৃত নন, কিন্তু পতিত।

সেই রাত, কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের প্রান্তে

শিখণ্ডী একা দাঁড়িয়ে রইলেন যুদ্ধক্ষেত্রের কিনারায়, রক্তে ভেজা হাত দুটো এখনও কাঁপছিল। দূরে, তিরশয্যায় শায়িত ভীষ্মকে ঘিরে মশালের আলোগুলো জ্বলছিল কেঁপে কেঁপে।
"শেষ হয়েছে।" দূত এসে জানাল।

"না," শিখণ্ডী ফিসফিস করে বললেন, নিজেকেই যেন বলছিলেন। "এটা শুধু শুরু হলো।" তিনি জানতেন না তখনও, যুদ্ধের শেষ রাতে, ঘুমন্ত শিবিরে এক অন্ধকার এসে তাঁকেও নিয়ে যাবে, নিঃশব্দে, কোনো সাক্ষী ছাড়াই। কিন্তু এই মুহূর্তে, তিরশয্যার দিকে তাকিয়ে, তিনি শুধু এইটুকু অনুভব করলেন — এক জন্মজন্মান্তরের ঋণ, অবশেষে শোধ হয়েছে।





Your money has meaning

And what it means only you can know. Putting our clients' money to work for them — at the moments when it can have a real impact — requires a plan aligned with their values built through mutual understanding and trust.

Contact us today and we'll create a strategy to track those moments, prepare for them, and see them through.

Sturges Cusenbary Wealth Management
of Wells Fargo Advisors



Dan Sturges, CFP®
Private Wealth Financial Advisor
320 Lincoln Ave
Steamboat Springs, CO 80487
Direct: (970) 879-1195
Dan.Sturges@wellsfargo.com
CA Insurance # 0M39342

Laura Cusenbary
Private Wealth Financial Advisor
320 Lincoln Ave
Steamboat Springs, CO 80487
Direct: (970) 879-1519
Laura.Cusenbary@wellsfargo.com
https://home.wellsfargoadvisors.com/sturges-cusenbary
CA Insurance License # 0L94257

Investment and Insurance Products: • NOT FDIC Insured • NO Bank Guarantee • MAY Lose Value

Wells Fargo Advisors is a trade name used by Wells Fargo Clearing Services, LLC, Member SIPC, a registered broker-dealer and non-bank affiliate of Wells Fargo & Company.
©2025 Wells Fargo Clearing Services, LLC. PM-12252026-8114757.1.1

Scan to learn more:



শুভ্র মৈত্র

সারা রাত — এক অভিযোজন

বাদল সরকারের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা

রাতটা অদ্ভুতভাবে নেমেছিল। কলকাতার উপকণ্ঠে পুরনো এক দোতলা বাড়ি—বহুদিন ধরে কেউ থাকে না। চারপাশে গাছের ছায়া, ভেজা মাটির গন্ধ, আর দূরে কোথাও কুকুরের ডাক। সেই বাড়ির দোতলার এক ঘরে আজ আলো জ্বলছে। আলোটা ম্লান। যেন ইচ্ছে করেই কম রাখা হয়েছে। ঘরের ভেতরে বসে আছে তিনজন—অর্ণব, মীরা আর তন্ময়। তিনজনের মুখেই অদ্ভুত টান। যেন তারা কেউই ঠিক জানে না কেন এখানে এসেছে, অথচ প্রত্যেকেই জানে—এ রাতটা তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

১. আগমন

অর্ণব প্রথমে এসেছে। বাড়িটা তার দাদুর। বহুদিন আগে দাদু মারা যাওয়ার পর বাড়িটা ফাঁকা পড়ে আছে। অর্ণব আজ হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিয়েছে—এই বাড়িতে রাত কাটাবে। কেন? সে নিজেও জানে না। কিন্তু মনে হচ্ছিল, কিছু একটা তাকে ডাকছে। মীরা এসেছে অর্ণবের ফোনের ডাকে। অর্ণব বলেছিল, “আজ রাতটা... আমার সঙ্গে থাকবি? খুব দরকার।” মীরা কিছু জিজ্ঞেস করেনি। শুধু এসেছে। তার চোখে অদ্ভুত ক্লান্তি। যেন বহুদিন ধরে সে নিজের ভেতরের একটা ভার বয়ে বেড়াচ্ছে। তন্ময় এসেছে সবচেয়ে শেষে। সে অর্ণবের কলেজের বন্ধু। হঠাৎই অর্ণব তাকে মেসেজ করেছিল— “আজ রাতটা খুব জরুরি। আসবি।” তন্ময় প্রথমে রাজি ছিল না। কিন্তু অর্ণবের কণ্ঠে এমন একটা টান ছিল যে সে না এসে পারেনি। তিনজনই জানে—এ রাতটা সাধারণ রাত নয়।

২. নীরবতার শুরু

ঘরে একটা পুরনো টেবিল। তার ওপর রাখা কেরোসিন ল্যাম্প। ল্যাম্পের আলোয় তিনজনের মুখে ছায়া পড়ছে। বাইরে বাতাসে জানলার কাঁচ কাঁপছে। অর্ণব প্রথমে কথা বলল। “তোমরা জানো, এই বাড়িটা নিয়ে অনেক গল্প আছে। দাদু বলতেন, এখানে রাতের পর অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়। কেউ কেউ বলত, দাদু নাকি কারও সঙ্গে কথা বলতেন... যাকে আমরা দেখতে পেতাম না।”
মীরা একটু চমকাল। “তুই এসব বিশ্বাস করিস?”

অর্ণব হাসল না। “বিশ্বাস করি না। কিন্তু আজ... মনে হচ্ছে কিছু একটা আছে।” তন্ময় বিরক্ত হল। “দেখ, ভূত-টুত আমি মানি না। তুই যদি আমাদের ডেকে এনে এসব গল্প শোনাতে চাস, আমি কিন্তু চলে যাব।” অর্ণব ধীরে বলল, “তুই যেতে পারবি না।”

তন্ময় থমকে গেল। “মানে?” অর্ণব জানলার দিকে তাকাল। “কারণ বাইরে এখন কেউ নেই। রাস্তাটা বন্ধ। আর এই বাড়ির দরজাটা... আমি ভেতর থেকে আটকে দিয়েছি।”

মীরা শিউরে উঠল। “অর্ণব, তুই কি পাগল হয়ে গেছিস?” অর্ণব শান্ত। “না। শুধু চাই—আজ রাতটা আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকি। আর সত্যিটা জানি।”

৩. সত্যির ছায়া

মীরা ধীরে বলল, “কোন সত্যি?”
অর্ণব টেবিলের ওপর রাখা একটা পুরনো ডায়েরি তুলে নিল। “দাদুর ডায়েরি। বহুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল। আজ সন্ধ্যায় হঠাৎই খুঁজে পেলাম। আর এর ভেতরে যা লেখা আছে... তা আমাদের তিনজনের সঙ্গে জড়িত।”
তন্ময় অবাক। “আমাদের সঙ্গে? দাদু তো আমাদের চিনতেনই না!”

অর্ণব ডায়েরি খুলল। পাতাগুলো হলদে। কালি ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু কিছু লাইন স্পষ্ট—
“তিনজন মানুষ। তিনটি ছায়া। তারা জানে না, কিন্তু তাদের জীবন এক সুতোয় বাঁধা। রাতের শেষে তাদের একজন বাঁচবে। দু’জন হারিয়ে যাবে।” মীরা শ্বাস আটকে গেল। “এটা কী!”
অর্ণব বলল, “দাদু লিখেছিলেন—এই বাড়িতে নাকি একটা ‘রাতের বিচার’ হয়। যে বিচার তিনজনকে একসঙ্গে নিয়ে আসে। আর রাতের শেষে ঠিক হয়—কে সত্যি বাঁচার যোগ্য।”
তন্ময় রেগে উঠল। “এটা পাগলামি! তুই আমাদের নিয়ে খেলা করছিস!” অর্ণব ধীরে বলল, “আমি খেলা করছি না। আমি নিজেও জানি না কেন দাদু এমন লিখেছিলেন। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় যখন ডায়েরিটা পেলাম... মনে হল, আজ রাতটাই সেই রাত।”

৪. অদ্ভুত শব্দ

হঠাৎই ঘরের বাইরে থেকে একটা শব্দ এল। মৃদু। কিন্তু স্পষ্ট।
মীরা চমকে উঠল। “কে?” অর্ণব বলল, “এই বাড়িতে আর কেউ নেই।” তন্ময় উঠে দাঁড়াল। “আমি দেখে আসছি।” সে দরজার দিকে এগোতেই শব্দটা আরও জোরে হল। মনে হল, কেউ যেন সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। ধীরে। এক পা। আরেক পা। মীরা অর্ণবের হাত চেপে ধরল। “এটা কী?” অর্ণবের চোখে অদ্ভুত স্থিরতা। “রাতের বিচার শুরু হয়েছে।”

৫. মুখোমুখি

তন্ময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তার হাত কাঁপছে। সে দরজার হাতল ধরল। ধীরে ঘুরাল। দরজা খুলল। বাইরে কেউ নেই।
কিন্তু সিঁড়ির ওপর ভেজা পায়ের ছাপ। একটা। দুটো। তিনটে।
মীরা কাঁপা গলায় বলল, “এগুলো তো মানুষের পায়ের ছাপ!”
অর্ণব বলল, “হয়তো। আবার হয়তো নয়।” তন্ময় দরজা বন্ধ করে ফিরে এল। তার চোখে ভয়। “অর্ণব, তুই যা-ই বলিস, আমি আর থাকতে পারব না। আমি এখনই বেরোচ্ছি।”
অর্ণব ধীরে বলল, “তুই বেরোতে পারবি না।” তন্ময় চিৎকার করল, “কেন!” অর্ণব বলল, “কারণ দাদু লিখেছিলেন—রাতের বিচার থেকে কেউ পালাতে পারে না।”

৬. অতীতের মুখোমুখি

মীরা হঠাৎ বলল, “অর্ণব, তুই কি জানিস—আমাদের তিনজনের মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক আছে?”
অর্ণব তাকাল। “কী সম্পর্ক?”
মীরা বলল, “তুই জানিস না, কিন্তু তন্ময় আর আমি... কলেজে একসময় খুব কাছাকাছি ছিলাম। তুই তখন আমাদের বন্ধু ছিলি। কিন্তু তুই কখনোই জানিসনি—তন্ময় আমাকে ভালোবাসত। আর আমি... তোর প্রতি দুর্বল ছিলাম।” তন্ময় মাথা নিচু করল। “আমি আজও ভুলিনি।” অর্ণব স্তব্ধ। “আমি কিছুই জানতাম না।” মীরা বলল, “হয়তো এই সম্পর্কটাই দাদুর সেই ‘তিনটি ছায়া’। তিনজন মানুষ—যাদের জীবন এক সুতোয় বাঁধা।” তন্ময় বলল, “কিন্তু বিচারটা কী?” অর্ণব বলল, “হয়তো আমাদের অতীতের সত্যিটাই বিচার হবে।”

৭. রাতের গভীরতা

হঠাৎ ল্যাম্পের আলো দপদপ করতে লাগল। বাতাস ঠান্ডা হয়ে গেল। ঘরের ভেতর যেন কেউ হাঁটছে। মীরা কাঁপতে লাগল। “অর্ণব, আমি আর পারছি না।” অর্ণব বলল, “শান্ত থাক। রাতটা শেষ হতে দে।” তন্ময় চিৎকার করল, “এটা পাগলামি! আমরা কেন এখানে? কে বিচার করছে?” অর্ণব ধীরে বলল, “আমরা নিজেরাই।”

৮. মুখোশ খুলে যাওয়া

মীরা হঠাৎ বলল, “অর্ণব, তুই কি জানিস—তোর দাদু আমার বাবার সঙ্গে একসময় কাজ করতেন? আর তোর দাদু বলেছিলেন—মানুষের সত্যি জানতে হলে তাকে অন্ধকারে ফেলতে হয়।”
অর্ণব অবাক। “তুই এসব জানতিস?” মীরা বলল, “হ্যাঁ। আর তোর দাদু বলেছিলেন—একদিন তোর জীবনে এমন রাত আসবে যখন তুই নিজের সত্যিটা জানতে চাইবি।” তন্ময় বলল, “তাহলে এই রাতটা... তোর জন্য?” অর্ণব ধীরে বলল, “হয়তো। আবার হয়তো আমাদের তিনজনের জন্য।”

৯. চূড়ান্ত মুহূর্ত

হঠাৎই ল্যাম্প নিভে গেল। ঘর অন্ধকার। মীরা চিৎকার করল। তন্ময় অর্ণবকে ধরল। অর্ণব স্থির। অন্ধকারে একটা কণ্ঠ শোনা গেল। মৃদু। অচেনা। কিন্তু স্পষ্ট— “তোমরা তিনজন। তোমাদের তিনটি সত্যি। রাতের শেষে একজন বাঁচবে। দু’জন হারিয়ে যাবে।”
মীরা কাঁদতে লাগল। “আমরা কী করেছি?” কণ্ঠ বলল, “তোমরা সত্যি লুকিয়েছ। এখন সত্যি তোমাদের বিচার করবে।”

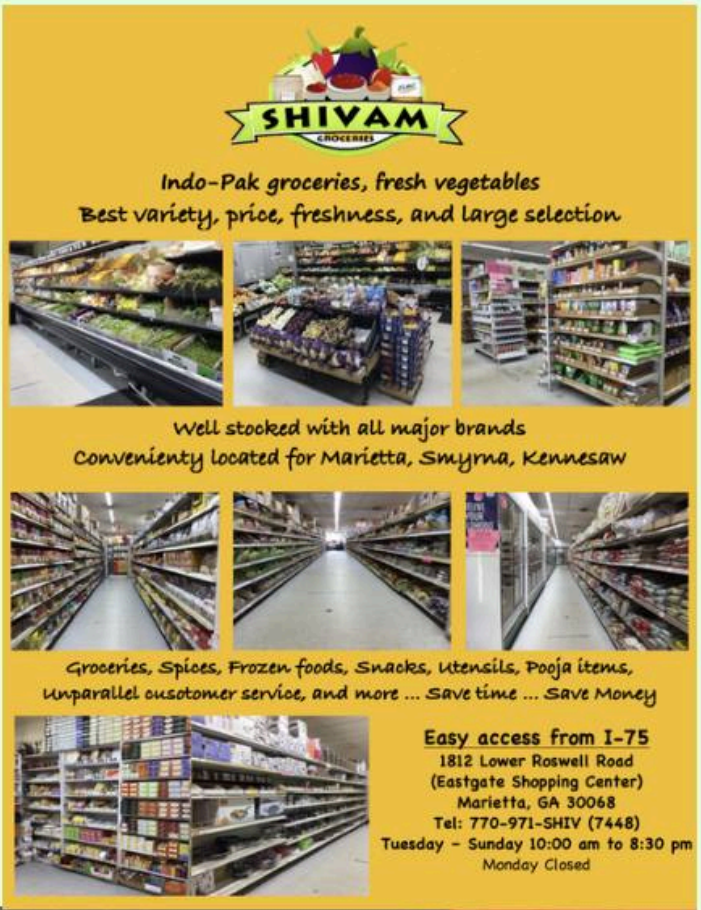
১০. ভোরের আলো

হঠাৎই জানলার বাইরে আলো ফুটল। ল্যাম্প নিজে থেকেই জ্বলে উঠল। ঘরে তিনজনই আছে। কিন্তু পরিবেশ বদলে গেছে। মীরা শান্ত। তন্ময় স্থির। অর্ণবের চোখে অদ্ভুত স্বস্তি। মীরা বলল, “আমরা বেঁচে গেছি?” অর্ণব বলল, “হয়তো। কারণ আমরা সত্যিটা স্বীকার করেছি।” তন্ময় বলল, “তাহলে বিচারটা শেষ?”
অর্ণব জানলার বাইরে তাকাল। “না। বিচার কখনো শেষ হয় না। শুধু রাতটা শেষ হয়েছে।”

১১. শেষ দৃশ্য

তিনজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ভোরের আলোয় বাড়িটা শান্ত। কোনো পায়ের ছাপ নেই। কোনো শব্দ নেই।
মীরা বলল, "অর্ণব, আমরা কি আবার এখানে আসব?"
অর্ণব ধীরে বলল, "না। এই বাড়ি শুধু রাতের বিচার করে। দিনের আলোতে এর কোনো ক্ষমতা নেই।"
তন্ময় বলল, "কিন্তু আজ রাতটা আমাদের বদলে দিল।"

অর্ণব হাসল। "হ্যাঁ। কারণ আমরা তিনজনই জানলাম— অন্ধকারের ভেতর লুকিয়ে থাকা সত্যি কখনোই আমাদের ছাড়ে না।"
তিনজন ধীরে হাঁটতে লাগল। পেছনে বাড়িটা দাঁড়িয়ে রইল। নিঃশব্দ। অচল। অপেক্ষায়।
কারণ— রাত আবার আসবে।
আর বিচারও।





রুদ্রশংকর

ঘর

আমি এমন এক জায়গায় থাকি
যেখানে থাকলে মনে হয়
দুটো মহাদেশের মাঝখানে থাকা প্রাচীন জনপদে আছি
যেখানে নিয়ম করে গাছেরা জন্ম নেয়
ঘরের জানালায় প্রতিদিন আলো ফোটে

পৃথিবীতে আমার জন্মদিন মানে
নিজের মধ্যে একটা বদলে যাওয়া ক্যালেন্ডার
আসলে প্রতিটি মুগ্ধ প্রেমের হাত ধরে
আমার ভেতরে নেমে আসে এক অদৃশ্য মেঘ
সেখানে নিয়ম করে বৃষ্টি হয়
আবার পূর্বশর্ত মেনে রোদ ওঠে

আমি এমন এক জায়গায় থাকি
যেখানে ছোঁয়ার আগে মন দিয়ে তোমাকে দেখিনি
তাই সমস্ত রাস্তায় সাদাকালো অনুভূতি কুড়োই
আর ঠোঁটের ফাঁকে তুমুল নেচে ওঠে চাঁদ
কবিতা কি আসলে এক শূন্যতার ঘর !
না কি আমার ঘরই এক দীর্ঘ কবিতা !



To
The BAGA Family
Sarodiya Shubhechha

alpha medical clinic

Committed to optimizing your health

Providing you with the best doctors for the best care



DR. DHIRAJ PATEL M. D.



DR. NEIL PATEL M. D.

As the medical practice of Dr. Dhiraj Patel and Dr. Neil Patel, we are a full-service clinic specializing in adult internal medicine and geriatric care. From annual physicals to minor surgical procedures, our practice is committed to providing quality primary care. Dr. Dhiraj and Dr. Neil are both board-certified internists. Both physicians are affiliated with WellStar North Fulton Hospital. We also perform immigration physical and DOT physical.

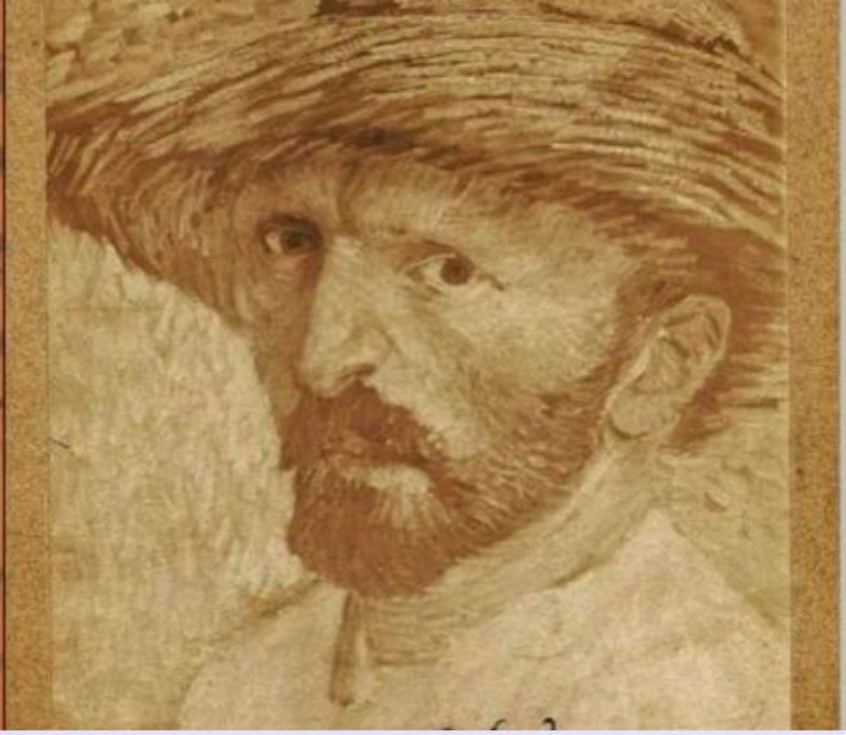
MEMBER OF
WELLSTAR.
Clinical Partners

Contact Us

401 South Main Street
Suite A4
Alpharetta, GA 30009
Mon-Fri 8:30 AM - 6:00 PM
Tel: (770) 772-4044
Fax: (770) 746-0742
Email clinic@alphamed.sprucecare.com
medalpha@bellsouth.net

www.alphamedicalclinic.com





স্বপন মন্ডল

জীবনের সফেন সমুদ্রে, ক্লান্ত দুই প্রাণ: জীবনানন্দ ও ভ্যান গহ্

ভ্যান গহ্ ভাবতেন - আমাদের চারপাশে সর্বত্রই ঘিরে রয়েছে কবিতা; তবে তাকে শব্দে-ছন্দে ধ'রে ফেলাটা মোটেই সহজ নয়। তাই হয়তো তিনি কবিতা 'আঁকতেন ' রঙ আর তুলির আঁচড়ে।

আর জীবনানন্দ?

রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'। অর্থাৎ, জীবনানন্দ ছবি আঁকতেন কবিতায়। দুটো ভিন্ন সময় - ভ্যান গহ্ ১৮৫৩ - ১৮৯০, জীবনানন্দ ১৮৯৯ - ১৯৫৪;

পৃথিবীর দুই ভিন্ন প্রান্ত, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট সত্ত্বেও মিল রয়েছে দুজনের ভাবনায় আর বিষয়ে। মিল রয়েছে তাদের জীবনপ্রবাহেও।

আমরা ভ্যান গহ্-র চিঠিপত্র আর জীবনানন্দ-র কবিতা 'বোধ'এ কোথায় যেন এক গভীর মিল খুঁজে পাই। ভিনসেন্ট ভ্যান গহ্ বছরের পর বছর তীব্র মানসিক যন্ত্রণা, হ্যালুসিনেশন ও চরম উদ্বেগের সাথে লড়াই করে বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি যন্ত্রণার এক অন্তহীন চক্রে আটকে গেছেন। ভ্যান গহ্-র সেই মানসিক যন্ত্রণার বিস্তারিত চিত্র ধরা আছে তার চিঠিপত্রে। ভাই থিও আর বোন উইলেমিয়েনকে বিভিন্ন সময়ে লেখা চিঠিগুলোতে ভিনসেন্ট জানিয়েছেন তার চরম একাকীত্বের কথা, গভীর শূন্যতার কথা।

১৮৮৩-তে থিও-কে লিখছেন: "... may be a small misery, but it is a sorrow after all: A feeling of being an outcast - particularly strange and unpleasant - though the country may be ever so stimulating and beautiful." [1]

পরে ১৮৮৯-তে, বোন উইলেমিয়েন- কে জানাচ্ছেন: "I can't precisely describe what the thing I have is like, there are terrible fits of anxiety sometimes – without any apparent cause – or then again a feeling of emptiness and fatigue in the mind." [2]

সেই অসহনীয়, প্রায়-অবর্ননীয় যে বোধ, সেই একই বোধ কি তাড়িত করেছিল জীবনানন্দ-কে? এই কি সেই বোধ যা 'জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে ... মাথার চারিপাশে'? তার 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে এই বোধের কথাই কি বললেন জীবনানন্দ? [3]

"আলো অন্ধকারে যাই- মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে;
স্বপ্ন নয়,- শান্তি নয়- ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়- পণ্ড মনে হয়,

সব চিন্তা-প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়, শূন্য মনে হয়।“

ভ্যান গহ্-র মতই যেন, এই বোধের পাশাপাশি, সকল-লোকের-মাঝে থেকেও একাকিত্বের কথা, আলাদা-হওয়ার কথাও বল্লেন জীবনানন্দ।

“সকল লোকের মাঝে ব’সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
আমার পথেই শুধু বাধা?”

এবার ভ্যান গহ্-র সেই বিখ্যাত The Starry Night আর জীবনানন্দ-র 'হাওয়ার রাত' কবিতার প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। ১৮৮৯ সালের জুনে, মারাত্মক মেন্টাল ব্রেকডাউনের পর Saint-Rémy-de-Provence-এর মানসিক হাসপাতালের জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্য থেকে আঁকা চিত্র - The Starry Night. আজ এই চিত্রকলাটি তার প্রাণবন্ত রঙ এবং সম্মোহনী সৌন্দর্যের জন্য বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হলেও, শুরুতে থিও-কে লেখা চিঠিতে ভিনসেন্ট এ-র উল্লেখ করেছিলেন 'রাতের তারাখচিত আকাশের নিরীক্ষা' হিসেবে: “... At last I have a landscape with olive trees and also a new study of a starry sky.” [4]

ভ্যান গহ্-র The Starry Night-এর গভীর পর্যবেক্ষণে কবিতাপ্রেমী বাঙালির অবচেতন মনে জীবনানন্দের কবিতা 'হাওয়ার রাত' [6] ভেসে ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। জীবনানন্দের এই প্রায়-অধিবাস্তব কবিতার নীচের কয়েকটি লাইন আমরা মনে করতে পারি:

গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল— অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
... যে-নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর আগে ম’রে গিয়েছে তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে ক’রে এনেছে;

দুটি শিল্পকর্মেই রাতের আকাশ কোনো স্থির, শান্ত বা নীরব পটভূমি নয়; বরং তা হয়ে ওঠে তীব্র, অস্থির, সজীব এক উপস্থিতি - মানসিকভাবে আলোড়িত এক শক্তি। ভ্যান গহ্-র ছবিতে যে-আকাশ ঘূর্ণায়মান, দীপ্ত; জীবনানন্দের কবিতায় সেই আকাশই হয়ে ওঠে "প্রবল নীল অত্যাচার”। ভ্যান গহ্-র এই গাঢ় নীল রঙের অবিরত ঢেউ-খেলানো আকাশ-ই কি তাহলে জীবনানন্দের কবিতার সেই "জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা”?

আবার ভ্যান গহ্-র ক্যানভাসে খেয়াল করলে দেখা যায় নিচের দৃশ্যমান জনপদটি যেন আকাশের বিপুল আন্দোলনের তুলনায় ক্ষুদ্র বা অকিঞ্চিৎকর। দৃশ্যটি হয়তো আমাদের খুব সহজেই জীবনানন্দের সেই অনুভূতির কাছে নিয়ে যায়— যেখানে মহাজাগতিক বিশালতা আর বিরামহীনতার কাছে পৃথিবী মুছে যায় কীটের মতো:

“আড়ষ্ট-অভিভূত হয়ে গেছি আমি,...
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল;”



The Starry Night, Vincent van Gogh, 1889 [5]

মনে হয়, চিন্তার এই একই সাদৃশ্য ফুটে ওঠে ভ্যান গহ্-র Whitefield with Crows, জীবনানন্দ-র ‘মৃত্যুর আগে’, ‘আট বছর আগের একদিন’ কবিতায়। জুলাই, ১৮৯০: চরম একাকীত্ব আর বিষাদের গোলকধাঁধা-য় আটকে-পরা ভ্যান গহ্ অবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন, মাত্র ৩৭ বছর বয়সে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে এঁকেছিলেন সেই বিখ্যাত ল্যান্ডস্কেপ: Wheatfield with Crows. দিগন্ত-বিসতৃত পাকা ফসলের মাঠের ভেতর সেইসব গন্তব্যহীন পথ; আকাশে কালো মেঘে ঝড়ের আভাস; প্রান্তরে উড়ে চলা অসংখ্য কাক - যেন আসন্ন মৃত্যুর-ই অশনি সংকেত।



Whitefield with Crows, Vincent van Gogh, 1890 [7]

জীবনানন্দও তো রেখে গেছেন তার মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থে এক আত্মহননের গল্প।
‘লাশকাটা ঘরে চিৎ হ’য়ে শুয়ে’- থাকা মৃতের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন - ‘জীবনের এই স্বাদ– সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের– তোমার অসহ্য বোধ হলো;’ [8]

আবার 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র আরেকটি কবিতায় লিখেছেন -
আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো—সোনা ছিলো
যাহা নিরুত্তর শান্তি পায়;
...
কি বুঝিতে চাই আর? . . . রৌদ্র নিভে গেলে পাখি পাখালির
ডাক শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে
কাক! [9]

পরিশেষে এই দুই মহান শিল্পীর ভাবনা আর বিষয়বস্তুর যে সাদৃশ্য, তাতে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় - ভ্যান গহ্ আর জীবনানন্দের এই সমান্তরাল ভাবনাগুলো কি একই চেতনালোক (বা চেতনার একই স্তর) থেকে উদ্ভাসিত? একমাত্র ভবিষ্যতের গবেষকরাই হয়তো দিতে পারেন এই প্রশ্নটির উত্তর। জীবনানন্দের কবিতায় গভীর মৃত্যুচেতনা, বিচ্ছিন্নতা, বিষণ্নতা, অস্তিত্বের ক্লান্তি -এসব কারণে বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা তাঁকে বলে থাকেন নির্জনতম কবি, বিষণ্নতার কবি। ভ্যান গহ্-র ক্ষেত্রে, যথেষ্ট গবেষণা আর ঐতিহাসিক নথিপথ থাকার কারণে তাঁর শিল্পকর্ম আর ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলীর যোগসূত্র বেশ স্পষ্ট। কিন্তু ব্যক্তি জীবনানন্দ ও কবি জীবনানন্দের মধ্যে যোগসূত্র কতটা আছে (বা আদৌ আছে কিনা), তা বোঝার জন্য আরও তথ্যবহুল গবেষণার সুযোগ রয়ে গেছে।

ভ্যান গহ্ আর জীবনানন্দ - দুজনেই অনুভব করেছিলেন সমাজ ও জীবনের প্রতি এক গভীর আত্মিক ক্লান্তি। ভ্যান গহ্-র মৃত্যু হয় ১৮৯০-এ, মাত্র ৩৭ বছর বয়সে, বুলেটের আঘাতজনিত জটিলতায়। চিকিৎসকদের জবানবন্দি এবং মৃত্যুশয্যায় তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা হিসেবেই স্বীকৃত। আর জীবনানন্দের জীবনাবসান হয়েছিল ১৯৫৪ সালে, একটি চলন্ত ট্রামের ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হয়ে দীর্ঘ আট দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর।
তবে ভ্যান গহ্ আর জীবনানন্দর মতন মহান স্রষ্টারা তাদের সৃষ্টির ভেতরেই বেঁচে থাকেন।

তীব্রভাবেই বেঁচে থাকেন সেই সব মানুষের কাছে –
'যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি, এখনও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয় মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা।' [10]

জীবনের গভীরতম বিষাদের 'অদ্ভুত আঁধার'-এ থেকেও, তাঁরা-ই রচনা করতে পারেন 'অসংখ্য নক্ষত্রের রাত'।

তথ্যসূত্র:

1 Vincent's Letter 343, To Theo van Gogh, December 1883: http://www.vggallery.com/letters/401_V-T_343.pdf

2 Vincent's Letter 764, To Willemien van Gogh, Spring of 1889: http://www.vangoghletters.org/vg/letters/let764/letter.html

3 কবিতা 'বোধ', কাব্যগ্রন্থ: ধূসর পাণ্ডুলিপি (Grey Manuscript), ১৯৩৬-এ প্রকাশিত

4 Vincent's Letter 782, To Theo van Gogh, June 1889 https://www.webexhibits.org/vangogh/letter/20/595.htm

5 The Starry Night, from the collection of The Museum of Modern Art (MoMA), New York https://www.moma.org/collection/works/79802

6 কবিতা 'হাওয়ার রাত', কাব্যগ্রন্থ: বনলতা সেন, ১৯৪২-এ প্রকাশিত

7 Wheatfield with Crows, from the collection of Van Gogh Museum, Amsterdam: https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection/s0149V1962

8 কবিতা 'আট বছর আগের একদিন', কাব্যগ্রন্থ: মহাপৃথিবী (Great Universe), ১৯৪৪-এ প্রকাশিত

9 কবিতা 'মৃত্যুর আগে', কাব্যগ্রন্থ: ধূসর পাণ্ডুলিপি (Grey Manuscript), ১৯৩৬-এ প্রকাশিত

10 কবিতা: 'অদ্ভুত আঁধার এক' (A Strange Darkness), ১৯৫৪-এ প্রকাশিত https://www.parabaas.com/jd/articles/seely_scent_strange.shtml

সংযুক্তা রায়

জোছনা

তমসায় দীপ জ্বেলে
তুমি চারদিক ভরিয়ে দাও ফুটফুটে আলোয়
ঝলমলে চারদিক আমায় মুগ্ধ করে ভালোবাসার বিহ্বলতায়।
আমি কাঁদি কখনও সজোরে কখনও নিঃশব্দে
আমি হাসি কখনও অট্টহাসি কখনও মানিয়ে নেয়ার হাসি
আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি
মাঝে মাঝে নিজেকে আটকে রাখি অতীতে
আর কত অন্ধকারের পর তোমার আলোর দেখা পাব ?
পথের পাশের টিমটিমে জ্বলে থাকা প্রদীপটি খুব বাতাসেও নেভে না।
আমায় পথ দেখাবে বলে কেউ যেন প্রতিদিন অল্প অল্প
তেল ঢেলে দিয়ে যায়।
আমার ঝাপসা দৃষ্টি কাউকে দেখে না ..
আমি মাড়িয়ে পথ চলতে শিখে গেছি।
ঝরা পাতা,মরা পাতা সবুজ পাতা আর আমায় থামতে বলে না।
অপেক্ষায় আছি একদিন তোমার দেখা পাব
ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আমি আর কাউকে মাড়াবো না।
তখন আমি অন্য আমি
তখন আমি তোমার আমি।
তখন তুমি আমার সাথে
এখন আমি জোস্না রাতে
তখন আমি একলাটি নই
তখন তুমি আমারি সই
একলা চাঁদ আর একলা নয়
একলা নয়
একলা নয়।
একলা চাঁদের আলোর হাসি
গাইছে কেঁদে ভালোবাসি ,
ভালোবাসি ভালোবাসি।



রবীন্দ্র চক্রবর্তী

সেই শাড়িটা

বিশ্লেষণ করলে মনে হয় মহাভারতের যুদ্ধের আসল কারণ ছিল দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। দ্রৌপদীর আকুলতা এক মুহূর্তে কৃষ্ণকে টেনে আনে সেই রাজগৃহের ঘৃণ্য পাশাখেলায়। অদৃশ্য শ্রীকৃষ্ণের প্রথম মাহাত্ম্য ফুটে উঠে তাঁর অনন্ত শাড়ির লীলায়। শাড়ি সেই সিন্ধু সভ্যতা থেকে আজ অবধি ভারতীয় সভ্যতার, নারী-সম্মানের ও শিল্পের এক অতুলনীয় প্রতীক। শাড়ির স্থান বস্ত্রে নয়, আত্মীয়তায়, স্মৃতিতে।

প্রথম শাড়ি, মার-শাশুড়ি মার দেওয়া শাড়ি, দিদিমা-ঠাকুমার দেওয়া শাড়ি থেকে বিয়ের শাড়ি, সাধের শাড়ি, নিজের পয়সায় কেনা শাড়ি, প্রেমিকের দেওয়া শাড়ি, স্বামীর দেওয়া শাড়ি, প্রথম ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশনের শাড়ি - প্রতিটা শাড়ি অমূল্য। সে যেন অঙ্গে আঁকা অ্যালবাম - মধুর স্মৃতিভূমির অক্ষয় মুহূর্তের চির সাক্ষী।

মেঘলা থাকে আমেরিকায়। একলাই থাকে। বোস্টন শহরে। নিজের প্রতিষ্ঠিত গবেষণা সংস্থার নেতৃত্ব দেয় সে। নিউরো-সায়েন্সের এক অগ্রণী গবেষক ও আবিষ্কারক। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা দেয়, খবরের কাগজে, পত্রপত্রিকায় তার নাম ছাপা হয় প্রায়শই, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাকে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়। আজ সাফল্যের কোনও অভাব নেই তার জীবনে। পরের সপ্তাহেই দেশে আসতে হবে, ব্যাঙ্গালোরে একটা কনফারেন্সে ও কি-নোট স্পিকার। সেখানে একটা বিশেষ সম্মানপত্রও পাবে ও। তাই মনে মনে স্থির করে কয়েকটা ভালো হাই-এন্ড শাড়ি নিয়ে যেতে হবে। সুটকেস গোছানো একটা বড়ো কাজ।

ক্লসেট খুলে শাড়ি বাছতে গিয়ে হঠাৎ ওর চোখ পড়লো হ্যাঙ্গারে ঝোলানো একটা লাল-সাদা তাঁতের শাড়ির ওপর। আশেপাশের দামি দামি শাড়ির কাছে এ শাড়ি জৌলুসহীন। কিন্তু মেঘলার চোখ সরে না শাড়িটা থেকে। হঠাৎ ওর ছোটবেলাটা যেন মেঘ করে আসে মনে। কলকাতার ঘিঞ্জি গলিতে দু-বেডরুমের ছোট্ট ভাড়াবাড়িটা। স্কুল-জীবনের শিক্ষক —অরুণবাবুর কথা। অরুণবাবু ভীষণ ভালোবাসতেন ওকে। হঠাৎ কি ভেবে লাল পাড় সাদা শাড়িটা সুটকেসে নিয়ে নেয়। মনে মনে স্থির করে এবার কলকাতা যাবে; কত বছর হয়ে গেছে, কলকাতা যায় নি ও।

ওরা বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে পুব বাংলা থেকে রায়টের ভয়ে সব ছেড়ে ছুড়ে কলকাতায় পালিয়ে আসে। তখন ও খুব ছোট, কিছু বিশেষ স্মৃতি নেই। ওর মা-বাবা এ নিয়ে কোনোদিন বেশি কথাও বলতেন না কখনো। শুধু বলতেন, 'তোকে অনেক বড়ো হতে হবে মেঘলা। একদিন তুই এই মেঘলাদিন কাটিয়ে বাড়িতে সূর্য আনবি। সময় বড়ো কিমতি রে, একদম বাজেভাবে নষ্ট করিস না।'

সেসব কবেকার কথা। মেঘলা তার মা বাবার স্বপ্ন সফল করেছে। যদিও আফসোস একটাই মা-বাবার দুজনের কেউই তার এ সাফল্য দেখে যেতে পারেন নি। মেঘলা মনের আবেগ ঝেড়ে ফেলে। সুটকেস গুছিয়ে নেয়।

ব্যাঙ্গালোরের কাজ সুসম্পন্ন করে, অনেক সম্মান কুড়িয়ে গতকাল কলকাতায় এসেছে ও। উঠেছে তাজ বেঙ্গলে। হোটেল থেকেই একটা গাড়ি ভাড়া করে এসেছে উত্তর কলকাতায়। ভীষণ সরু গলি। শাঁখারিতলা লেন। অরুণবাবু তো এই গলিতেই থাকতেন, বাড়িটা এখনো হাল্কা মনে আছে মেঘলার। এদিক ওদিক জিজ্ঞেস করে ড্রাইভার শেষমেশ গাড়ি নিয়ে এসে থামালো একটা পুরোনো বাড়ির সামনে। চেনা চেনা ঠেকছে বাড়িটা। ছোট বারান্দা। দু ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে সবুজ রঙের দরজায় শিকল ঝুলছে। পাশের জানলার কপাট খোলা, জানলার মোটা শিকে মরচে ধরেছে। জানলা দিয়ে ভিতরে তাকালো মেঘলা। আলো-আঁধারির ঘরে চোখে পড়লো বইয়ের তাকগুলো। এখনও একই রকম—শুধু বইগুলোর ওপর সময়ের হলুদ ছাপ। এইবার নিশ্চিতভাবে চিনতে পেরেছে মেঘলা।

ওর মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি। দরজায় কড়া নাড়লো। ভেতর থেকে কাঁপা গলা ভেসে এলো, “কে?” মেঘলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “স্যার... আমি মেঘলা। আপনার অনেকদিন আগেকার ছাত্রী।" দরজা খুলে গেল। একজন পঁচাশি-ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ মানুষ বেরিয়ে এলেন লাঠির সাহায্যে। ভাঙা শরীর। চোখে মোটা চশমা। অরুণবাবু প্রথমে চিনতে পারলেন না। পঞ্চাশ বছর দীর্ঘ সময়। তারপর মেঘলা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। “স্যার, আমি আপনার মেঘলা। মনে আছে?”
বৃদ্ধ শিক্ষক কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাঁর চোখের চশমার আড়ালে জল জমল।

“মেঘলা? সেই মেঘলা? ১৯৭৬ এর ব্যাচ।”
মেঘলা হাসল, “হ্যাঁ স্যার। যে অঙ্কে খুব কাঁচা ছিল।”

অরুণবাবু হেসে ফেললেন, “আর যে বলেছিল, ‘সে তার মা-বাবার স্বপ্ন কোনোদিন পূর্ণ করতে পারবে না।’”

মেঘলার চোখও ভিজে উঠল। “আপনি সবসময় আমাকে বলতেন মানুষের ক্ষমতা নম্বরে নয়, তার চেষ্টা করার সাহসে।’

হঠাৎ অরুণবাবুর চোখ গেল মেঘলার শাড়ির দিকে। তিনি স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন। “এই শাড়িটা কি ...”
মেঘলা মাথা নাড়ল “হ্যাঁ স্যার। আপনি দিয়েছিলেন। আমার গ্রাজুয়েশনে।” ঘরের বাতাস যেন হঠাৎ পঞ্চান্ন বছর পিছিয়ে গেল। সেদিন ছিল মেঘলার স্কুলের শেষ দিন। বাড়িতে আর্থিক টানাটানি। কলেজে ভর্তি হবে কীভাবে, সে-ও অনিশ্চিত। অরুণবাবু বিদায়ের দিন একটি কাপড়ের প্যাকেট হাতে দিয়ে বলেছিলেন, “আমি জানি, তুমি একদিন অনেক দূর এগোবে, মেঘলা। সেদিন এই শাড়িটা পরে আমাকে মনে কোরো। ঈশ্বরের কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করি।”

মেঘলা সেদিন কেঁদেছিল। আজ সেই শাড়িটা গায়ে। শুধু শাড়ির রং একটু ফিকে হয়েছে। কিন্তু যত্নে ভাঁজ করা অর্ধশতাব্দীর স্নেহ আশীর্বাদ এতটুকু ম্লান হয় নি।

অরুণবাবু ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে বললেন, “তুমি সত্যিই অনেক দূর গিয়েছ, মেঘলা। আমি তোমার খবর খবরের কাগজে পড়ি। গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে। আমার অধ্যাপনা জীবনের তুমি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।”

মেঘলা তাঁর সামনে মাটিতে বসে পড়ল। “দূরত্বটা আমেরিকা পর্যন্ত। কিন্তু আপনি আমার মনের খুব কাছে থাকেন, স্যার।”
অরুণবাবু কিছু বললেন না। মেঘলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন, 'একা থাকি। কাজের মেয়েটাও এখনো আসে নি। তোমায় যে কি খেতে দিই!'

মেঘলা তাঁর হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে মুঠো করে বলল, “কিচ্ছু না। আমি শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি। ভীষণ আনন্দ হচ্ছে আপনার কাছে এসে। আমার জীবনে আমি অনেক পুরস্কার, অনেক সম্মান পত্র পেয়েছি। কিন্তু আপনার দেওয়া এই শাড়িটা সবার ওপরে।"

মেঘলা ধরা গলায় বলে চললো, "আজ অনেক বড় বড় নামকরা মানুষ আমার সঙ্গে কাজ করছেন। কিন্তু আপনি যখন আমার মধ্যে সম্ভাবনা দেখেছিলেন তখন আর কেউ তা দেখে নি। জীবনের প্রতিটা কঠিন মুহূর্তে আপনার কথা আমার মনে পড়েছে কারণ আপনার কাছ থেকে আমি স্বপ্ন দেখার সাহস পেয়েছিলাম।"

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। জানালার বাইরে বিকেলের আলো ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে। মেঘলা ব্যাগ থেকে একটি ছোট বাক্স বের করে বললো, “স্যার, এটা আপনার জন্য।”

অরুণবাবু বাক্স খুলে দেখলেন একটি দামি সুন্দর মন্ট ব্ল্যাঙ্ক কলম। একটু ইতস্তত করে বললেন, “এটার কী দরকার ছিল?”

মেঘলা বলল, "আমি পেন দিয়ে বই লিখি, কিন্তু আপনি আমার জীবনের পাতায় প্রেরণা লিখেছিলেন। এই কলম তারই প্রতীক।"
একদিকে পঁচাশি বছরের বৃদ্ধ আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে পঞ্চাশ বছর আগের সেই কিশোর মেয়েটি—যে আজ পৃথিবীর অন্য প্রান্তে নিজের পরিচয় তৈরি করেছে। একে অন্যের দিকে নীরবে চেয়ে আছে।

মেঘলা উঠবার আগে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে আবার প্রণাম করল। বৃদ্ধ শিক্ষক কাঁপা হাতে তার মাথায় হাত রাখলেন, বললেন, 'আজ আমার সৌভাগ্যের দিন। তুমি এতো বড়ো হয়েও আমাকে ভুলে যাও নি।'
মেঘলা চোখের জল লুকিয়ে বেরিয়ে এলো। গাড়িটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে। পিছন ফিরে দেখল, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অরুণবাবু। একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ মেঘলার মনে হল জীবনে যতই দূরে যাওয়া যাক, কিছু সম্পর্ক সবসময় দরজায় দাঁড়িয়ে আশীর্বাদ করেন।

Bangla Groceries

A Taste of Home, Close to Home



BANGLADESHI & INDIAN GROCERIES

Everyday essentials and familiar favorites



FRESH FISH & MEAT

100% Halal



Warm wishes to the BAGA community this festive season!

4390 Kimball Bridge Road, Suite B
Alpharetta, GA 30022

404-518-1404

Jyotirindra Dhar / Dhruba
Managing Director

কিশলয়

বাংলা স্কুল

KISHALAY

Bangla school

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ — ২১ জন শিক্ষার্থী এবং ৭ সদস্যের কিশলয় টিম নিয়ে আমাদের পথচলা শুরু হয়।আমাদের উদ্দেশ্য—আনন্দময় ও সহজ পদ্ধতিতে নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নিজেদের শিকড়ের সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত করা। অল্প সময়ের মধ্যেই কিশলয় শিশুদের বাংলা শেখা, ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের একটি প্রাণবন্ত পরিসরে পরিণত হয়েছে।

এই সুন্দর যাত্রায় আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি **কিশলয়ের অভিভাবকদের অসাধারণ সহযোগিতা**, আস্থা ও উৎসাহ। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শিশুদের জন্য একটি আন্তরিক ও আনন্দময় শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তুলতে আমাদের প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করছে।

কিশলয়ের এই পথচলায় **BAGA-র BOD ও EC দলের** সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই **শ্রী পার্থ মুখার্জি (পার্থ-দা) এবং তাঁর BOD দলকে**, তাঁদের দিকনির্দেশনা, উৎসাহ ও সমর্থনের জন্য। একইভাবে আন্তরিক ধন্যবাদ **শ্রীমতী চৈতালী নাথ এবং তাঁর EC দলকে**, তাঁদের ধারাবাহিক সহযোগিতা ও পাশে থাকার জন্য।

BAGA-র সঙ্গে আমাদের দৃঢ় বন্ধন বজায় রেখেই আমরা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার পরিধি BAGA-র বাইরেও প্রসারিত করছি, যাতে বৃহত্তর আটলান্টা ও আশপাশের শহরতলির সমগ্র বাঙালি কমিউনিটিকে সেবা দেওয়া যায়।

আমাদের স্বপ্ন—আমাদের শিশুরা যেন আনন্দের সঙ্গে বাংলা শেখে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাংলা বলে, পড়ে ও লেখে এবং নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি ও শিকড়ের সঙ্গে আজীবনের একটি বন্ধন তৈরি করে।

আগামীর পথে, কিশলয়ের সাথে

দূর প্রবাসের মাটিতে,
ছোট্ট ছোট্ট কিশলয়,
বাংলা ভাষার মিষ্টি সুরে
খুঁজে পাক আপন পরিচয়।
বাংলা শুধু ভাষা নয়,
বাংলা আমাদের প্রাণ,
বাংলার শব্দে, বাংলার গানে
জেগে থাকে শিকড়ের টান॥
অ আ ক খ-এর হাতেখড়ি,
শব্দে শব্দে নতুন পথ,
কথায় কথায় বাংলা শেখা,
হাসি-খেলায় কাটুক রোজ।
কখনো কবিতা, কখনো ছড়া,
কখনো গল্প, কখনো গান,
নাটক, আবৃত্তি, ছবি আঁকায়
জাগুক সৃজনের প্রাণ॥

রবীন্দ্রনাথের কবিতায়
খুঁজে নেব ভালোবাসা,
নজরুলের গানে জাগবে
সাহস, স্বপ্ন আর আশা।
আজ যারা ছোট্ট কুঁড়ি,
আগামী দিনের ফুল,
বাংলার ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি
হোক তাদের মনের মূল॥
শুধু পড়া নয়,
শুধু লেখা নয়—
বাংলাকে ভালোবাসাই
কিশলয়ের প্রথম পরিচয়।
প্রবাসের এই দূর দেশে
একটাই আমাদের প্রত্যয়—
বাংলার শিকড় বুকে নিয়ে
বেড়ে উঠুক প্রতিটি কিশলয়॥







শেখা, আনন্দ ও উদ্‌যাপনে কিশলয়

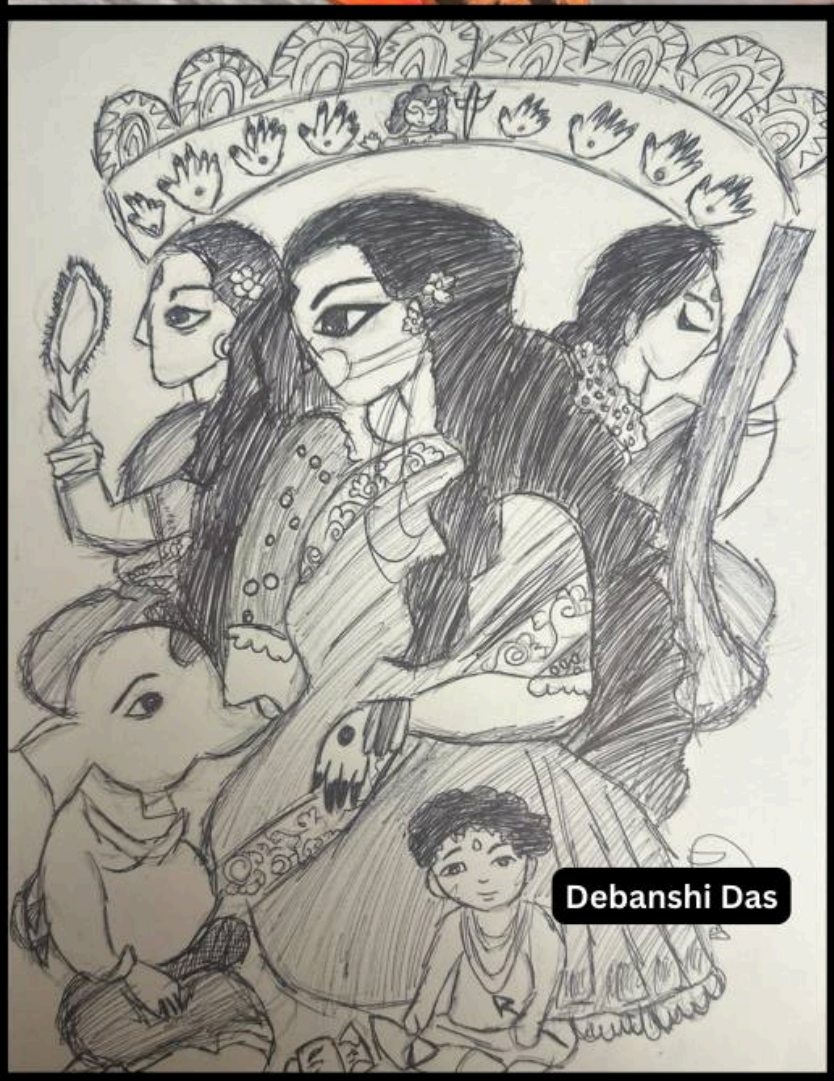


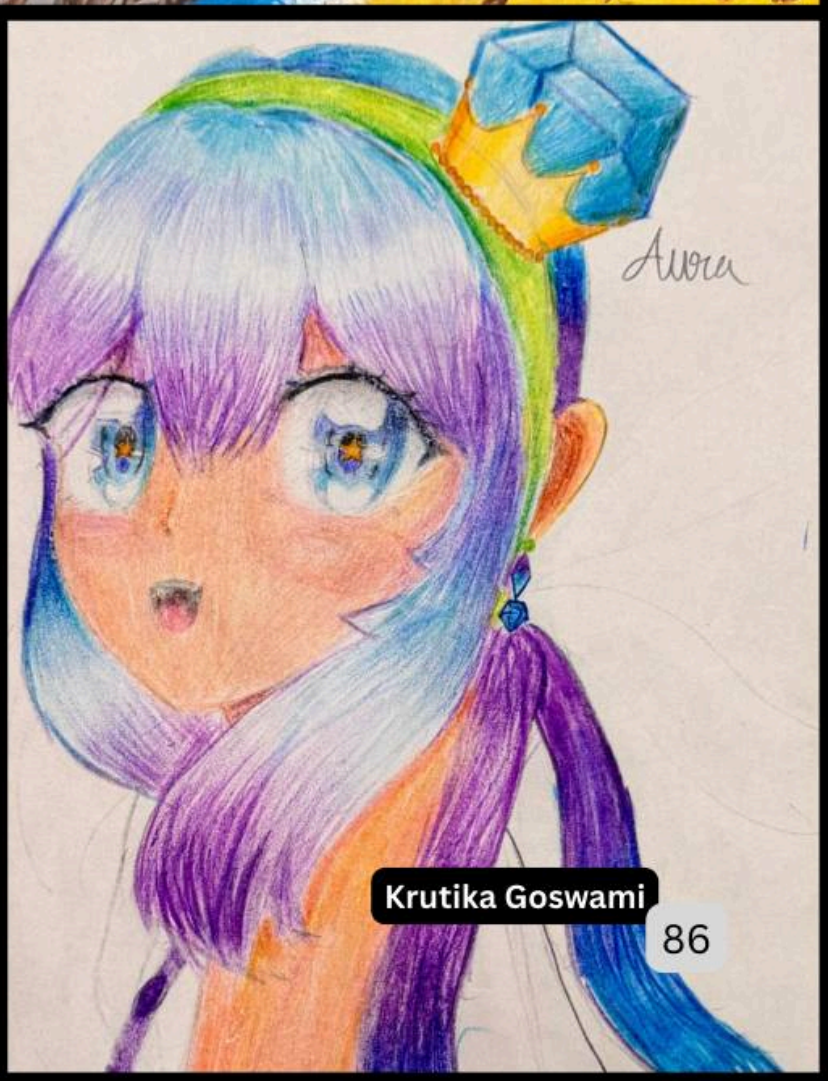


Want to enroll your child or are willing to volunteer? Please reach out to us!!

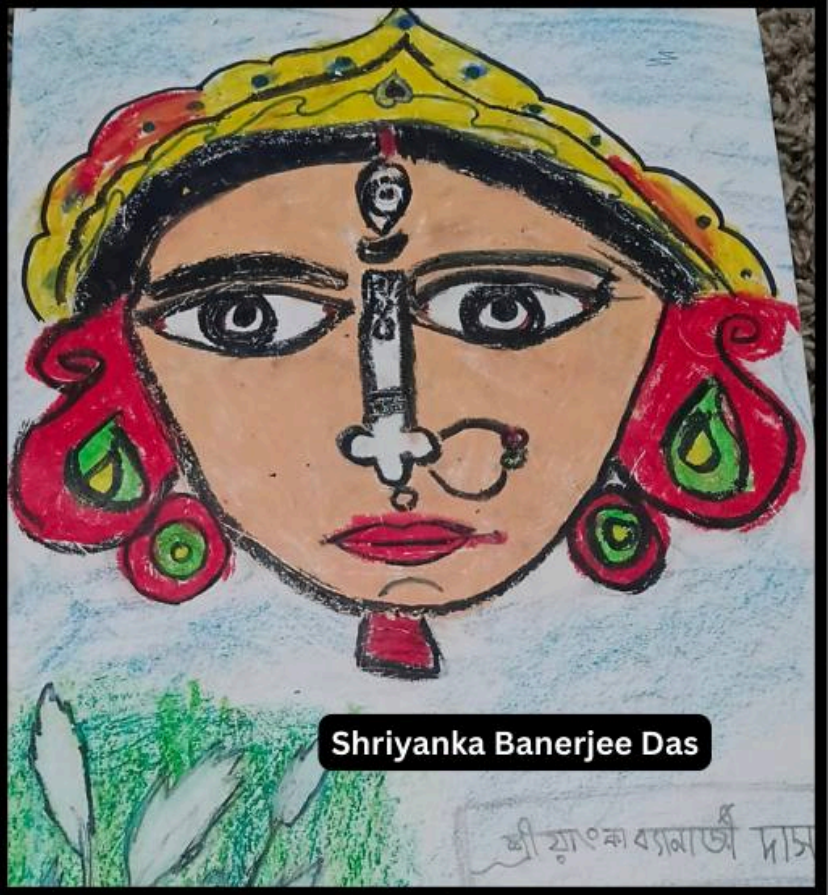



Priyanka Goswami

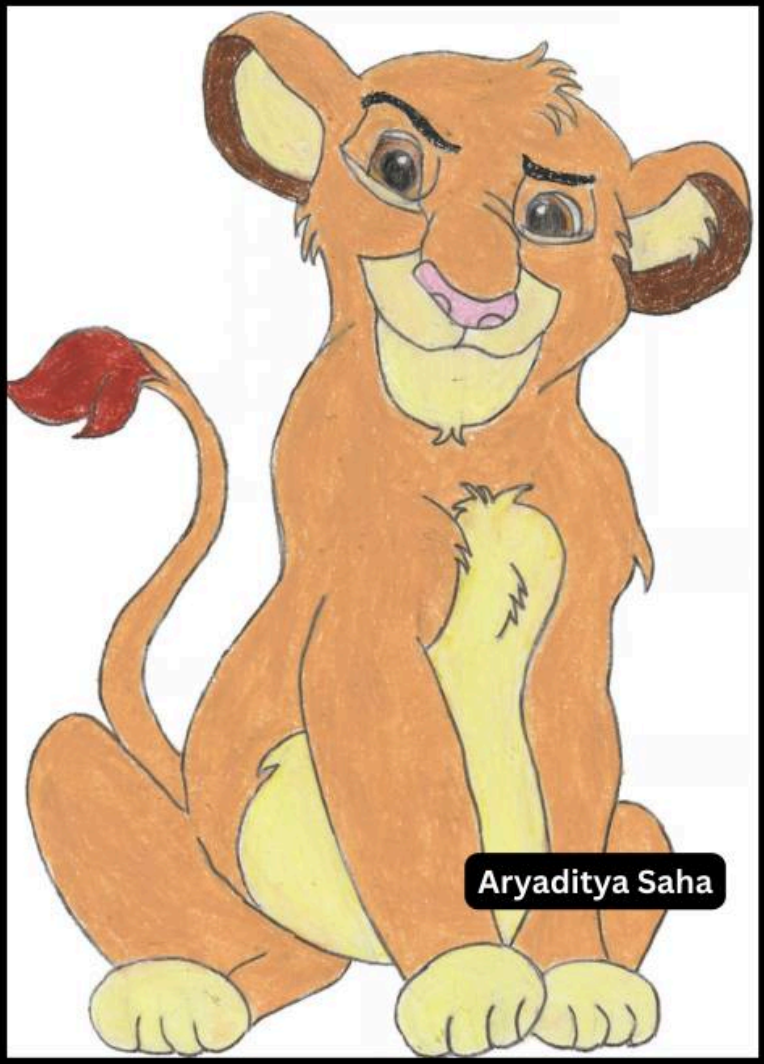

Debanshi Das

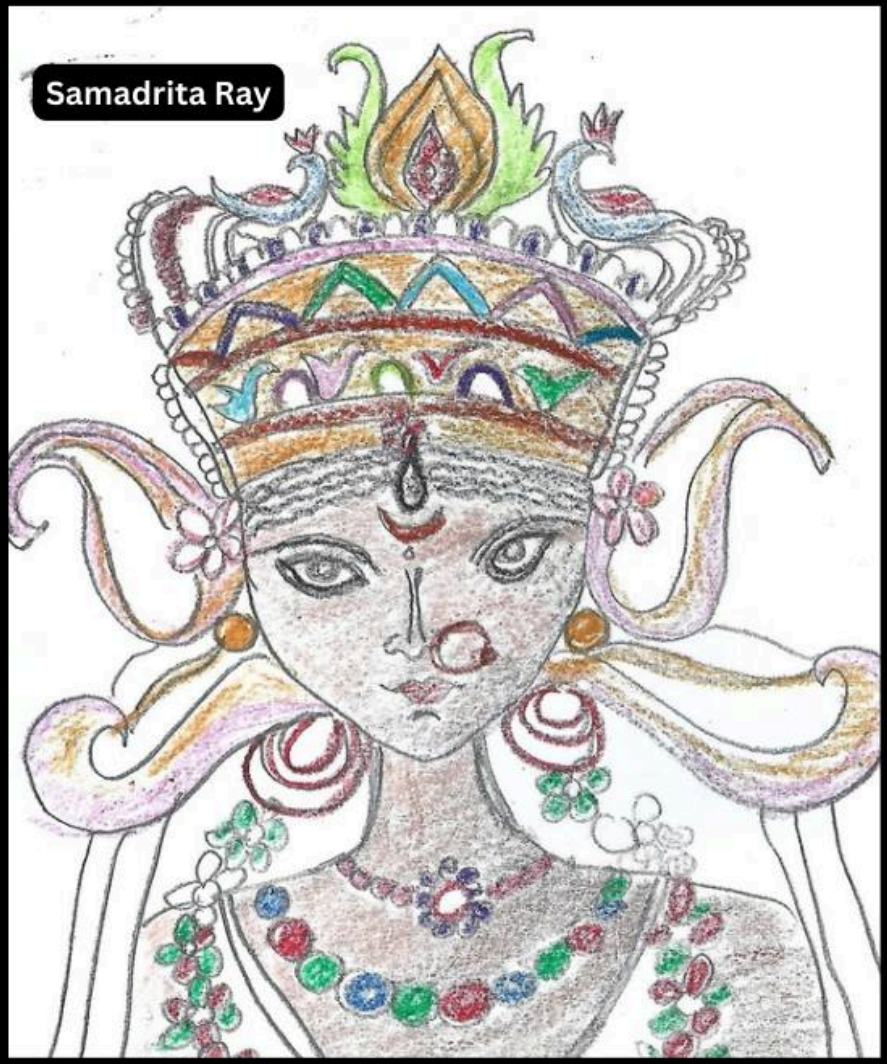

Krutika Goswami


Adrika Sarkar


Shriyanka Banerjee Das


Ishayu Mondal





JAY MEDICAL CLINIC

Internal Medicine, General Practice, Geriatric Medicine

Phone: 678-714-8522

www.jaymedicalclinic.com

3457 Lawrenceville Suwanee Rd, Suite C, Suwanee, GA 30024

20 years of serving the Community

SANJAY NARIANI, MD

MORGANN L. DELOACH, FNP-C

SHAFQAT SULTANA, FNP-C

- Most insurance plans accepted including Marketplace offered plans
- Reasonable-self pay cost for Office visits and Lab services
- Doctor on call after office hours
- Multilingual staff
- Assisted living and nursing home visits

CLINIC HOURS

Monday - Friday 8:00 a.m. - 4:00 p.m.



SHIV'S INSTITUTE OF DANCE

We Bring Dance to Life

Miyanka Adhikari



PATEL BROTHERS®

"Celebrating Our Food ....Our Culture"

With Best Compliments from

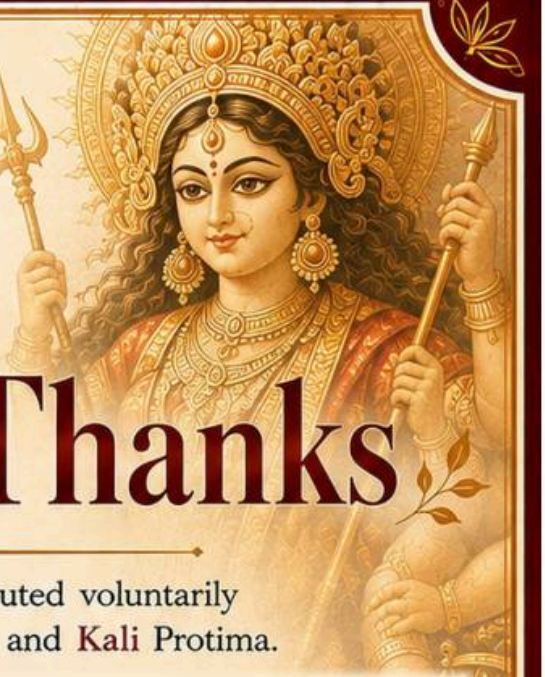
Patel Brothers
1709 Church Street
Suite #F
Decatur, GA

BEST TASTE® SWAD IN TOWN

Patel Brothers
3230 Caliber Street
Suite B 100
Suwanee, GA 30024

Patel Brothers
2646 George Busbee Pkwy NW
Kennesaw, GA 30144

PATEL® BROTHERS



Heartfelt Thanks

to our generous donors who contributed voluntarily
towards the procurement of new Durga and Kali Protima.

- Akashlina Sayed & Arpan Banerjee
- Alolika Dutta & Sumanta Bardhan
- Ankita & Snehashish Chattopadhyay
- Anuva & Manas Goswami
- Aparajita & Kinsuk Maitra
- Archa & Sukalpo Banerjee
- Arpita & Rajib Auddy
- Ashima Das
- Babita & Satinath Sarkar
- Barnali Nandy & Rajib Nandi
- Bhaswati & Bishan Chandra
- Chaitali & Rabi Basu
- Chaitali & Sajal Chattopadhyay
- Chandrima & Niloy Bhattacharya
- Chandrima Bandyopadhyay & Tirthankar Chakraborty
- Debanti & Kumarjeet Chowdhury
- Debarati Deb & Sudip Majumder
- Debashree & Saurav Deb Roy
- Debjani & Subroto Majumdar
- Jayita & Avro Deb
- Joyshree & Arindam Chowdhury
- Kalyani & Raja Gautam Kar
- Kasturi & Ayan Banerjee
- Kasturi & Niranjan Talukdar
- Krishnakali & Sumit Dutta
- Latika & Deb Prasad Roy
- Mala & Pradip Basu
- Mamata & Mridul Paul
- Mausumi Basu & Joy Bhattacharya
- Mohua & Subrata Mukherjee
- Moitri & Ashoke Sarker
- Munmun & Raktim Sen
- Neha Bhattacharya & Dipankar Chatterjee
- Nilanjana Das & Subhra Maitra
- Nita & Sujit Bose
- Nupur & Sudeep Das
- Panchali Deka & Sourav Gupta
- Papiya & Chandan Dutta
- Parul & Ganesh Deka
- Pritha & Aniruddha Bagchi
- Rai & Somnath Dey
- Ranjita & Sandeep Betarbet
- Reshmi & Subhankar Mukherjee
- Ria & Ananda Rakhit
- Rikhia & Avijit Saha
- Rituparna & Dipanjan Banerjee
- Rituparna Ghosh & Anindya Ghosh Dastidar
- Ruma & Shankar Sengupta
- Rupa & Amit Mukherjee
- Sabari & Surajit Roy
- Samantha Mitra & Ryan Bauer
- Sampurna Mukhopadhyay & Arnab Maity
- Sanchita & Sandip Saha
- Sangita Sarkar Dutta & Suvojit Dutta
- Sarbani & Amartya Samadder
- Saswati & Partha Mukherjee
- Satabdi & Anirban Roy
- Shanta Gupta
- Sharbari & Rahul Basu
- Sharmistha & Swarna Dutt
- Soma & Dibyendu De
- Soma & Rabi Chakraborty
- Sonali & Deven Sharma
- Sonjukta & Anup Halder
- Sreemati & Prosanto Hazra
- Srimita & Amiya Ray Chaudhuri
- Subarna & Biplab Chandra
- Suchismita & Ritabrata Mukherjee
- Sudipta Roy & Krishnendu Das
- Sumona & Premanand Goswami
- Susmita Purkait & Dibakar Chandra
- Tanushree & Jaydip Das
- Tanushree Guha & Abhishek Mallik
- Tanushri Dutta & Avik Paul
- Tuhina Dutta & Sanjoy Raychowdhury

YOUR GENEROSITY, FAITH, AND SUPPORT
BRING OUR TRADITIONS TO LIFE.

**THANK YOU FOR BEING A PART
OF THIS SACRED JOURNEY.**



A Family Legacy.
A Personal Welcome.

As a family business, Audi Forsyth County brings a personal touch to luxury. Grené Baranco proudly carries forward her family's legacy—welcoming you with warmth, care, and a commitment to lasting relationships.





Celebrate Tradition. Begin a New Journey.

This festive season, discover your next Audi and ask our team about available pricing and special offers.

From our family to yours—শুভ শারদীয়া!

Wishing you a Durga Puja filled with joy, prosperity, and togetherness.

Visit us in Cumming
www.audiforsythcounty.com
678-965-0008

Proud Sponsor of
BAGA Durga Puja 2026